পরিষৎ-পরিচয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮৮

পরিষৎ-পরিচয়

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রবোধ নান
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

সূচী

পরিষৎ-পরিচয়

"১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩ শে তারিখে, কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ২।২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ প্রতি রবিবার একাডেমি অব লিটারেচারের অধিবেশন হইত। তাহার পর পনর দিবস অন্তর সেই সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সেই সভার কার্য্য-বিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব্ লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজি-বহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম. এ., সি. এস্ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব্ লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরাজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মিষ্টার এল লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে একটি সুমহৎ উদ্যোগের সূচনা করেন।...পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ* নামে অভিহিত করেন।...ফলতঃ ঐ ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে।"—প্রথম বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১-২।

---

* "নাম সংশোধন।—গত বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অর্থাৎ [১৩০৩] ৫ই জ্যৈষ্ঠের অধিবেশনে অনুমোদিত নূতন নিয়মানুসারে 'সাহিত্য-পরিষদ' এই অকারান্ত নামের পরিবর্ত্তে 'সাহিত্য-পরিষদ্' এই হসন্ত নাম গৃহীত হয়। তদবধি ঐ নাম চলিয়া আসিতেছে।"—৩য় বার্ষিক বিবরণ (৬ বৈশাখ ১৩০৪), পৃ. ২।

বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের
কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

১৮৯৩,	৩০ জুলাই	সভাপতি	...	বিনয়কৃষ্ণ দেব
	২৩ জুলাই	সহ. সভাপতি	...	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
				এল্. লিওটার্ড
		ধনাধ্যক্ষ	...	এল্. লিওটার্ড
		সম্পাদক	...	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
	১২ নবেম্বর	সহ. সম্পাদক	...	নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	২৯ অক্টোবর	গ্রন্থাধ্যক্ষ	...	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, পরে
			...	চন্দ্রনাথ তালুকদার (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের
আদ্যন্ত তালিকা

সভাপতি

১৩০১	রমেশচন্দ্র দত্ত	১৩২৩-২৫	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
১৩০২	রমেশচন্দ্র দত্ত *	১৩২৬	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী †
১৩০৩	চন্দ্রনাথ বসু	১৩২৭-৩০	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৪-৬	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৩১	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৭-৮	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৩২-৬	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৯	রমেশচন্দ্র দত্ত	১৩৩৭	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩১০-১১	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৩৮-৪১	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১২-১৯	সারদাচরণ মিত্র	১৩৪২	শ্রীযদুনাথ সরকার
১৩২০-২২	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী		

* দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০২ সালে) সভাপতি মহাশয় পাঁচটি মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৩০ ভাদ্র) স্থির হয়, "সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কমিশনর পদে উন্নীত হইয়া কিছুদিনের নিমিত্ত উড়িষ্যা গমন করিতেছেন, এই কারণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি ছয় মাসের জন্য ভার দেওয়া হইল।" (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩০২, পৃ. ৩৯১)

† ত্রিবেদী মহাশয় ১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৩ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত—মাত্র ছয় দিন সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শেষোক্ত তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ২ আষাঢ় তারিখে সহকারী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন।

সহকারী সভাপতি

বর্ষ	সহকারী সভাপতি
১৩০১	নবীনচন্দ্র সেন
	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০২ *	চন্দ্রনাথ বসু
	নবীনচন্দ্র সেন
	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৩	নবীনচন্দ্র সেন
	মনোমোহন বসু
	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৪	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৫	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩০৬	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৭	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
১৩০৮	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৯	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
	সারদাচরণ মিত্র
১৩১০	সারদাচরণ মিত্র
	শিবনাথ শাস্ত্রী
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১১	সারদাচরণ মিত্র
	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
১৩১২	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৩	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩১৪-৫	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৬	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩১৭	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১৮	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
১৩১৯ +	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	আশুতোষ চৌধুরী
	শ্রীশরৎকুমার রায়

---

* প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের দিন (২৪ চৈত্র [illegible]) পরিষদের পূর্ব্ব নিয়মাবলী আলোচিত হইয়া কোন-কোনটির পরিবর্ত্তন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই নূতন নিয়মানুসারে সহকারী সভাপতির সংখ্যা দ্বিতীয় বর্ষ হইতে দুই জনের স্থলে তিন জন নির্দ্দিষ্ট হয় (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বৈশাখ ১৩১২, পৃ. ৯৪)।

+ ১৫ই বৈশাখ ১৩১৯ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের নূতন নিয়মাবলী আলোচিত হইয়া গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৯ বর্ষ হইতে সহকারী সভাপতির সংখ্যা তিন জনের পরিবর্ত্তে চারি জন নির্দ্দিষ্ট হয়। এই চারি জনের মধ্যে অন্যূন দুই জন মফস্বলের অধিবাসী হইবেন।

১৩২০	সারদাচরণ মিত্র
	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
	আশুতোষ চৌধুরী
	শ্রীশরৎকুমার রায়
১৩২১	সারদাচরণ মিত্র
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্রীশরৎকুমার রায়
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
১৩২২ *	সারদাচরণ মিত্র
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্রীশরৎকুমার রায়
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	জগদিন্দ্রনাথ রায়
	শ্রীকিরণচন্দ্র দে
১৩২৩	সারদাচরণ মিত্র
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	জগদিন্দ্রনাথ রায়
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	শ্রীশরৎকুমার রায়
১৩২৪	সারদাচরণ মিত্র +
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	জগদিন্দ্রনাথ রায়
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
১৩২৫	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	আশুতোষ চৌধুরী
	চুণীলাল বসু
	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	শ্রীযদুনাথ সরকার
১৩২৬	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
	শ্রীযদুনাথ সরকার
	শ্রীআবদুল করিম
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‡
	আশুতোষ চৌধুরী
	চুণীলাল বসু
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
১৩২৭	আশুতোষ চৌধুরী
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	চুণীলাল বসু
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব
	শ্রীযদুনাথ সরকার
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

* পরিষদের সদস্য-সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ায় ২২শ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে (২৩ শ্রাবণ ১৩২২) সহকারী সভাপতির সংখ্যা বাড়াইয়া ৪ হইতে ৮ জন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২২শ বর্ষের স্থগিত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৯ ভাদ্র) স্থির হয় যে, এই আট জন সহকারী সভাপতির অন্যূন ৪ জন মফস্বলের অধিবাসী হইবেন। তালিকার শেষোক্ত ৪ জন সহকারী সভাপতি এই অধিবেশনে নিযুক্ত হন।

+ সারদা বাবুর মৃত্যুর পর কা. নি. স. (=কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি) তাঁহার স্থানে ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ তারিখে চুণীলাল বসুকে সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করেন।

‡ রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার স্থানে সহকারী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি হন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্থানে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ৬ শ্রাবণ, ১৩২৬)।

বর্ষ	নাম
১৩২৮	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	আশুতোষ চৌধুরী
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্রীযদুনাথ সরকার
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	চুণীলাল বসু
১৩২৯	চুণীলাল বসু
	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত
	শ্রীজলধর সেন
	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	শ্রীশরৎকুমার রায়
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩৩০	শ্রীজলধর সেন
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
	অমৃতলাল বসু
	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	শ্রীশরৎকুমার রায়
	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
১৩৩১	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
	চুণীলাল বসু
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
১৩৩২	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী *
	চুণীলাল বসু
	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	জগদিন্দ্রনাথ রায় +
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	পঞ্চানন তর্করত্ন
	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
১৩৩৩	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়
	পঞ্চানন তর্করত্ন
	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	চুণীলাল বসু
	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩৩৪	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	চুণীলাল বসু
	শ্রীযদুনাথ সরকার
	পঞ্চানন তর্করত্ন
	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	শ্রীশরৎকুমার রায়
১৩৩৫	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	চুণীলাল বসু
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্যামাদাস বাচস্পতি
	পঞ্চানন তর্করত্ন
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

* '৩২ বর্ষের জন্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাঁহার স্থানে কা. নি. স. ৭ ভাদ্র ১৩৩২ তারিখে দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে নির্ব্বাচিত করেন।

+ জগদিন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্থানে নদীয়ার মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (ক. নি. স. ১২ মাঘ ১৩৩২)।

বর্ষ	নাম
১৩৩৬	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্যামাদাস বাচস্পতি
	পঞ্চানন তর্করত্ন
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী *
	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
১৩৩৭	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
	শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
	সতীশচন্দ্র রায়
১৩৩৮	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী †
	শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
১৩৩৯	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	কামিনী রায় ‡
	শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
	শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
১৩৪০	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
	শ্যামাদাস বাচস্পতি
	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
	কামিনী রায় §
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
	শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
	শ্রীঅনুরূপা দেবী
১৩৪১	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ¶
	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ‖
	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
	শ্রীঅনুরূপা দেবী
	শ্রীযদুনাথ সরকার
১৩৪২	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	শ্রীরাজশেখর বসু
	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
	শ্রীঅনুরূপা দেবী
	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
	শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

* মণীন্দ্রচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্থানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)।

† ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ তারিখে শাস্ত্রী-মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ৫ চৈত্র ১৩৩৮)।

‡ ৩৯ বর্ষের জন্য শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্বাস্থ্য-বশতঃ তিনি এই পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার স্থলে কামিনী রায় নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯)।

§ কামিনী রায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার স্থানে শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪০)।

¶ ৪১শ বর্ষের জন্য শ্যামাদাস বাচস্পতি সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৫ আষাঢ় ১৩৪১)।

‖ খগেন্দ্র বাবু সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীরাজশেখর বসু সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৬ ভাদ্র ১৩৪১)।

সম্পাদক

১৩০১	এল. লিওটার্ড *	১৩১৯-২৫	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩২৬-৯	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩০২	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় †	১৩৩০-৩৪	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১৩০৩	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	১৩৩৫-৯	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
১৩০৪-৫	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৪০	শ্রীরাজশেখর বসু
১৩০৬-১০	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৩৪১	শ্রীরাজশেখর বসু ‡
১৩১১-৮	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩৪২	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ ‖

সহকারী-সম্পাদক

১৩০১	ঈশানচন্দ্র বসু §	১৩০২	চন্দ্রনাথ তালুকদার ¶

* লিওটার্ড সাহেব সম্পাদক ও ধনরক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহা ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে (১৯ কার্ত্তিক ১৩০১) পঠিত ও গৃহীত হয়। সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ) "শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের স্থানে অন্যতর সম্পাদকনিয়োগের কথা উঠিলে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনানুসারে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে তৎপদে নিয়োগ করা হইল।" (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩০১, পৃ. ২০৪, ২০৭)

† দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে (১০ কার্ত্তিক ১৩০২) সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২৪ আশ্বিন ১৩০২ তারিখে লিখিত পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়। তাঁহার স্থানে এই অধিবেশনে "বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব এবং কুঞ্জলাল রায়ের অনুমোদনে এবং উপস্থিত সভ্যের ঐকমত্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম. এ. মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকপদে মনোনীত হইলেন।" (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩০২, পৃ. ৫১৬-১৭)

‡ রাজশেখর বাবু অসুস্থতাবশতঃ বর্ষমধ্যে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কা. নি. স. কর্তৃক সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন (২৬ ভাদ্র ১৩৪১)। কয়েক মাস পরে মিত্র-মহাশয় পদত্যাগ করিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ সম্পাদক নিযুক্ত হন (৫ চৈত্র ১৩৪১)।

‖ ১২ আশ্বিন ১৩৪২ তারিখে সুকুমারবাবু কার্য্যবশতঃ দিল্লী গমন করিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ী সম্পাদক হন।

§ "শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুকে বেতনভুক্ত সহকারী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইল।…স্থিরীকৃত হইল যে, বাবু ঈশানচন্দ্র বসুকে এই কার্ত্তিক মাস হইতে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে আপাততঃ বেতন দেওয়া হউক।"—৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ১৯ কার্ত্তিক ১৩০১।

ঈশানবাবুর কার্য্যপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি "১৩০২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম হইতে অবসর দান" করেন। (কা. নি. স. ১৯ ফাল্গুন ১৩০১)

¶ ১৩০২ সালের ২৫ কার্ত্তিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশনে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহ. সম্পাদক, গ্রন্থরক্ষক ও ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভাকে অনুরোধ করা হউক এমত ধার্য্য হইল।" পরবর্ত্তী ২৯ অগ্রহায়ণ তারিখে সপ্তম মাসিক অধিবেশনে এই মন্তব্য গৃহীত হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশনে (২৫ কার্ত্তিক) "শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবৈতনিক সহ. সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক পদে নিযুক্ত করা হইল।" কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ষ্ঠ স্থগিত অধিবেশনে (৯ অগ্রহায়ণ) স্থির হয়, "অস্থায়ী সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হওয়ায় তিনি যতদিন পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্য করিতে না পারেন, ততদিনের জন্য তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে কার্য্য করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসুর প্রতি অর্পিত হউক।" কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এই মন্তব্যও ৭ম মাসিক অধিবেশনে (২৯ অগ্রহায়ণ) গৃহীত হয়। "কুঞ্জবাবু ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ কাল ঐ কার্য্য…সম্পন্ন করেন" (২য় বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৮)

১৩০৩	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০৪	কুঞ্জবিহারী বসু চারুচন্দ্র ঘোষ *
১৩০৫	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতুলচন্দ্র বসু
১৩০৬-৮	ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১৩০৯-১০	ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমন্মথমোহন বসু
১৩১১ †	ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমন্মথমোহন বসু নিত্যগোপাল বসু ‡
১৩১২	ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমন্মথমোহন বসু শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ §
১৩১৩	ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমন্মথমোহন বসু (৩য় সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন নাই)
১৩১৪	ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমন্মথমোহন বসু হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৩১৫-৬	ব্যোমকেশ মুস্তফী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১৭ ¶	ব্যোমকেশ মুস্তফী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত
১৩১৮ ‖	ব্যোমকেশ মুস্তফী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত শ্রীবিনয়কুমার সরকার
১৩১৯	ব্যোমকেশ মুস্তফী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গানারায়ণ সেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৩২০	ব্যোমকেশ মুস্তফী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত দুর্গানারায়ণ সেন শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* "সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সহ-সম্পাদকের সমর্থনে স্থির হইল যে পরিষদের দুই জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।" ৩য় মাসিক অধিবেশন ২৮ আষাঢ় ১৩০৪ (সা. প. পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩০৪)। এই নিয়মানুসারে ৩য় মাসিক স্থগিত অধিবেশনে (৩ শ্রাবণ ১৩০৪) অন্যতর সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র ঘোষ নির্ব্বাচিত হন (সা. প. পত্রিকা, ১৩০৪, ৩য় সংখ্যা)।

† সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কার্য্যবৃদ্ধি হওয়ায় দশম বার্ষিক অধিবেশনে (২৬ বৈশাখ ১৩১১) আর এক জন সহকারী সম্পাদক-পদের সৃষ্টিকরণার্থ নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

‡ শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত।—কা. নি. স. ৩১ শ্রাবণ ১৩১১।

§ কিশোরীবাবু আশ্বিন মাসে ছুটি লন ও পরে পদত্যাগ করেন। ১৩শ অধিবেশনে তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং বর্ষমধ্যে তাঁহার স্থানে আর কোন সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় নাই।—দ্বাদশ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১০, ১২।

¶ ষোড়শ বার্ষিক স্থগিত অধিবেশনে (৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে সহকারী সম্পাদকের সংখ্যা তিন হইতে চারি জন করা হয়।

‖ সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে (৩১ বৈশাখ ১৩১৮) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে সহকারী সম্পাদকের সংখ্যা বাড়াইয়া চারি জন হইতে পাঁচ জন করা হয়।

১৩২১ — ব্যোমকেশ মুস্তফী; হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত; দুর্গানারায়ণ সেন ১; শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ; শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

১৩২২ — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২; ব্যোমকেশ মুস্তফী ৩; বাণীনাথ নন্দী; শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

১৩২৩ — শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার ৪

১৩২৪ — শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী; হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ৫; ললিতচন্দ্র মিত্র

১৩২৫ — শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী; শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ললিতচন্দ্র মিত্র

১৩২৬ — শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ; হেমচন্দ্র ঘোষ

১৩২৭ * — শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীগণপতি সরকার; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ; হেমচন্দ্র ঘোষ; হিরণকুমার রায় চৌধুরী

১৩২৮ — শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ; হেমচন্দ্র ঘোষ; হিরণকুমার রায় চৌধুরী; শ্রীগণপতি সরকার

---

১ সেন-মহাশয় পদত্যাগ করিলে, ২১শ বর্ষের শেষ ভাগের জন্য তাঁহার স্থলে বাণীনাথ নন্দী নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৪ বৈশাখ ১৩২২)।

২ ত্রিবেদী-মহাশয় বর্ষমধ্যে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহার স্থলে শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ৩১ ভাদ্র ১৩২২)।

৩ ব্যোমকেশ বাবু এই বর্ষে প্রথমতঃ অসুস্থ হইয়া ছুটি লওয়ায় ও পরে পরলোকগমন করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ১৩ আশ্বিন ও ১৯ কার্ত্তিক ১৩২২)।

৪ সুরেন্দ্র বাবু ১৭ চৈত্র পদত্যাগ করায় ২৩শ বর্ষের বাকী কয় সপ্তাহের জন্য তাঁহার স্থলে শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২১ চৈত্র ১৩২৩)।

৫ হেমবাবু বর্ষশেষে পদত্যাগ করেন। ১৭ বৈশাখ ১৩২৫ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। এই পদে আলোচ্য বর্ষে কোন সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন নাই।

* ২৬শ বর্ষের সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশনে (১৫ চৈত্র ১৩২৬) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে ২৭শ বর্ষ হইতে সহ-সম্পাদকের সংখ্যা ৫ হইতে ৬ জন করা হয়।

৬ রবীন্দ্র বাবু পদত্যাগ করিলে কা. নি. স. ৮ পৌষ ১৩২৮ তারিখে বাণীনাথ নন্দীকে নির্ব্বাচিত করেন।

১৩২৯	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ১,
	হিরণকুমার রায় চৌধুরী
	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীগণপতি সরকার
	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৩৩০	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	হেমচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীগিরিজাকুমার বসু ২
	শ্রীগণপতি সরকার
	হিরণকুমার রায় চৌধুরী
১৩৩১	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
	হেমচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
	শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ ৩
১৩৩২	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
	শ্রীগণপতি সরকার
১৩৩৩	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	শ্রীরমেশ বসু
১৩৩৪ *	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
১৩৩৫	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
	একেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৩৩৬	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	একেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৩৩৭	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	হেমচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
১৩৩৮	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	হেমচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
১৩৩৯	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
	হেমচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
১৩৪০	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

১ জ্ঞানবাবু ৮ আষাঢ় ১৩৩০ তারিখে পদত্যাগ করায়, ২৯ বর্ষের বাকী কয় সপ্তাহের জন্য তাঁহার স্থানে শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন (কা. নি. স. ২৪ আষাঢ় ১৩৩০)।

২ গিরিজা বাবু বর্ষের শেষভাগে পদত্যাগ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৭ আষাঢ় ১৩৩১ তারিখের অধিবেশনে তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়। ৩০ বর্ষের বাকী দিনগুলির জন্য তাঁহার স্থানে অন্য কোন সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় নাই।

৩ তারাপ্রসন্ন বাবু প্রথমাবধি মফস্বলে থাকায় পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে শ্রীগণপতি সরকার নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ১২ মাঘ ১৩৩১)।

* ৩৩শ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে স্থির হয় যে ১৩৩৪ সাল হইতে সহকারী সম্পাদকের সংখ্যা কমাইয়া ৬ জনের স্থলে ৪ জন হইবে।

১৩৪১	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ ১	১৩৪২	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী		শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ		শ্রীসুধাকান্ত দে
	শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ২		শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পত্রিকাধ্যক্ষ

১৩০১-৩	রজনীকান্ত গুপ্ত ৩	১৩২৬-৯	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৩০৪-৫	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৩৩০	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩০৬-১০	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩৩১-৫	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
১৩১১-৮	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৩৩৬-৪০	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩১৯-২৩	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৩৪১	শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত
১৩২৪-৫	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩৪২	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ধনাধ্যক্ষ

১৩০১	এল্. লিওটার্ড ৪	১৩০৩	চারুচন্দ্র সরকার
১৩০২	চন্দ্রনাথ তালুকদার ৫	১৩০৪	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬

---

১ সুকুমার বাবু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ৫ চৈত্র ১৩৪১)।

২ অসুস্থতাবশতঃ পরেশবাবু পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। (কা. নি. স. ১০ ফাল্গুন ১৩৪১)।

৩ "সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বর্ত্তমান বর্ষের জন্য সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।"—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রথম অধিবেশন, ৭ আষাঢ় ১৩০১।

১৩০৩ সালে "শারদীয়া পূজার পরে পত্রিকা সম্পাদক শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করায় পত্রিকা প্রকাশে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটে। তন্নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নবম, অর্থাৎ ১৬ই কার্ত্তিকের অধিবেশনে পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদনের ভার, সাধারণ সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়, সুতরাং ঐ সংখ্যা উঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।"—তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৭।

৪ "সর্ব্বসম্মতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইল যে অসুস্থতা-বশতঃ মিঃ এল্. লিওটার্ড ধনরক্ষকের কার্য্য করিতে না পারায় শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ তালুকদারকে তাঁহার স্থানে কিছুদিনের জন্য ধনরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক।"—কা. নি. স. ৪র্থ অধিবেশন, ১৪ জুলাই ১৮৯৪।

৫ অসুস্থতানিবন্ধন তালুকদার-মহাশয় পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে "শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র সরকার এম এ, বি এল মহাশয়কে অবৈতনিক ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করা হইল।"—কা. নি. স. ৬ষ্ঠ অধিবেশন, ২৫ কার্ত্তিক ১৩০২।

৬ চতুর্থ বর্ষের জন্য চারুচন্দ্র সরকার ধনরক্ষক নিয়োজিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ না করাতে ২৭ বৈশাখ ১৩০৪ তারিখে প্রথম মাসিক অধিবেশনে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন।

১৩০৫	চারুচন্দ্র ঘোষ	১৩২৯	মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ১
১৩০৬-১০	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৩০-১	শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
১৩১১-৩	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৩৩২-৪	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
১৩১৪-২২	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৩৫-৯	শ্রীগণপতি সরকার
১৩২৩-৭	শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১৩৪০-১	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
১৩২৮	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১৩৪২	শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

গ্রন্থাধ্যক্ষ

১৩০১	চন্দ্রনাথ তালুকদার	১৩২৬	শ্রীসুশীলকুমার দে ৫
১৩০২	চন্দ্রনাথ তালুকদার ২	১৩২৭-৮	শ্রীপঞ্চানন মিত্র
১৩০৩	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৩	১৩২৯	শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
১৩০৪-৬	প্রতুলচন্দ্র বসু ৪	১৩৩০	শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা ৬
১৩০৭-৮	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১৩৩১	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৯	বাণীনাথ নন্দী	১৩৩২	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩১০-৩	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১৩৩৩	হিরণকুমার রায় চৌধুরী
১৩১৪	বাণীনাথ নন্দী	১৩৩৪-৫	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
১৩১৫	শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩৬-৯	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১৩১৬-২০	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৩৪০	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩২১-৩	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৪১	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩২৪-৫	শ্রীসুশীলকুমার দে	১৩৪২	শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

১ সিংহ-মহাশয় পরলোকগমন করিলে তাঁহার স্থানে শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ১ অগ্রহায়ণ ১৩২৯)।

২ তালুকদার-মহাশয় বর্ষমধ্যে পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈতনিক সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন (কা. নি. স. ২৫ কার্ত্তিক ১৩০২)। ইহার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীবাবু পীড়িত হইয়া পড়ায় কুঞ্জবিহারী বসু ছয় সপ্তাহ কাল তাঁহার কার্য্য করেন (২য় বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৮)।

৩ "১লা চৈত্র [১৩০৩] পর্য্যন্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থরক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনে তিনি কার্য্য বাহুল্যবশতঃ ঐ পদ পরিত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তাঁহার ও সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে ২রা চৈত্র হইতে শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় অবৈতনিক গ্রন্থরক্ষক পদে নিযুক্ত হন।"—৩য় বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৮।

৪ প্রতুলচন্দ্র বসু ১৩০৬ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থরক্ষকের পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে সতীশচন্দ্র মিত্র নিযুক্ত হন (কা. নি. স. ২২ শ্রাবণ ১৩০৬)। মিত্র-মহাশয় ফাল্গুন মাসে পরিষদের সভাপদ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে বাণীনাথ নন্দী গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন (৯ম মাসিক অধিবেশন, ২৮ ফাল্গুন ১৩০৬)।

৫ সুশীলবাবু ১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসে বিলাত গমন করায় তাঁহার স্থানে কা. নি. স. ৬ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীপঞ্চানন মিত্রকে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করেন।

৬ অনঙ্গবাবু ১৩৩০ সালের শেষভাগে পদত্যাগ করিলে কা. নি. স. ১৭ আষাঢ় ১৩৩১ তারিখে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্তকে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

৭ ব্রজেন্দ্রবাবু সহকারী সম্পাদক হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ৫ চৈত্র ১৩৪১ তারিখে কা. নি. স. কর্ত্তৃক গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন।

ছাত্রাধ্যক্ষ

১৩১২ *	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১৩২৯-৩০	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
১৩১৩	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩৩১	শ্রীমন্মথমোহন বসু
১৩১৪-৮	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৩৩২-৪	শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৩১৯-২২	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১৩৩৫	শ্রীবিনয়কুমার সরকার
১৩২৩	শ্রীকালিদাস নাগ ১	১৩৩৬-৭	শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
১৩২৪-৫	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩৩৮-৯	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
১৩২৬	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২	১৩৪০	শ্রীবিনয়কুমার সরকার
১৩২৭	শ্রীমুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৩৪১ +	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
১৩২৮	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার		

চিত্রশালাধ্যক্ষ

১৩১৯-২১ †	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৩৩১	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৫
১৩২২	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	১৩৩২	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
১৩২৩	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৩	১৩৩৩-৭	শ্রীঅজিত ঘোষ
১৩২৪-৬	বনওয়ারিলাল চৌধুরী ৪	১৩৩৮-৪০	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
১৩২৭-৩০	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৪১-২	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

* ১৩১২ সাল হইতে 'ছাত্র-সভ্য' নামে আর এক শ্রেণীর সভ্য-পদের প্রচলন হওয়ায়, 'ছাত্র-পরিদর্শক' পদের সৃষ্টি হয়।

১ কালিদাস বাবু ১৭ চৈত্র পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে চৈত্রের বাকী তিন সপ্তাহের জন্য শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নিযুক্ত হন (কা. নি. স. ২১ চৈত্র ১৩২৩)।

২ সুনীতি বাবু বিলাত গমন করায় তাঁহার স্থানে কা. নি. স. শ্রীমন্মথমোহন বসুকে ছাত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন (১৬ ভাদ্র ১৩২৬)।

+ ১৩৪১ সালের ২৯ মাঘ তারিখে সপ্তম মাসিক অধিবেশনে গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে ছাত্রাধ্যক্ষ-পদের লোপ হয়; এবং 'পুথিশালাধ্যক্ষ' নামে এক নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

† ১৮শ বর্ষের শেষে, ১৫ই বৈশাখ ১৩১৯ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে, নূতন নিয়মাবলী গৃহীত হয়। এই নূতন নিয়মানুসারে চিত্রশালাধ্যক্ষ নামে এক নূতন অবৈতনিক কর্ম্মাধ্যক্ষের পদের সৃষ্টি হয়।

৩ নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় ২৩শ বর্ষের জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় কা. নি. স. ১৬ ভাদ্র ১৩২৩ তারিখে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারকে এই পদে নির্ব্বাচিত করেন। মজুমদার-মহাশয় ১৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পদত্যাগে কা. নি. স. ২১ চৈত্র ১৩২৩ তারিখে ২৩শ বর্ষের অবশিষ্ট কয় সপ্তাহের জন্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুকে চিত্রশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

৪ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪শ বর্ষের জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কা. নি. স. ১৬ আশ্বিন ১৩২৪ তারিখে বনওয়ারিলাল চৌধুরীকে এই পদে নিযুক্ত করেন।

৫ মনোমোহন বাবু ১৩৩১ সালের অধিকাংশ সময়ই পীড়িত ছিলেন বলিয়া এই পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে কা. নি. স. ২৭ পৌষ ১৩৩১ তারিখে শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ

১৩৪১ *	শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য	১৩৪২	শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

১৩০১-২	শারদারঞ্জন রায়	১৩২০	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	রজনীনাথ রায়		শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল
১৩০৩	মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য	১৩২১ ৫	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কুঞ্জবিহারী বসু		শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৩০৪	মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য	১৩২৬	শ্রীগিরিজাকুমার বসু
	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৫	বাণীনাথ নন্দী	১৩২৭-৩০	শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২
১৩০৬-৮	চারুচন্দ্র ঘোষ	১৩৩১	শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
	বাণীনাথ নন্দী		শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
১৩০৯	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১৩৩২ ৫	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
	চারুচন্দ্র ঘোষ ১		শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
১৩১০	গৌরীশঙ্কর দে	১৩৩৬-৭	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
	বাণীনাথ নন্দী		উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১১	গৌরীশঙ্কর দে	১৩৩৮-৯	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অবিনাশচন্দ্র বসু		শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
১৩১২-৮	গৌরীশঙ্কর দে	১৩৪০-১	শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
	ললিতচন্দ্র মিত্র		শ্রীদেবীবর ঘোষ
১৩১৯	গৌরীশঙ্কর দে	১৩৪২	শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
	শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল		শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

* ৪১শ বর্ষের ৭ম মাসিক অধিবেশনে (২৯ মাঘ ১৩৪১) ছাত্রাধ্যক্ষ-পদ রহিত হয় এবং 'পুথিশালাধ্যক্ষ' নামে এক নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদের সৃষ্টি হয়। তদনুসারে ১০ ফাল্গুন ১৩৪১ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্যকে পুথিশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

১ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ চৈত্র ১৩০৯ তারিখের অধিবেশনে চারুবাবুর মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। তাঁহার স্থলে বাণীনাথ নন্দী আয়ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২ উপেন্দ্র বাবু ১৩২৮ ও ১৩৩০ সালে কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী গমন করিলে তাঁহার স্থানে কা. নি. স. ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ ও ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩০ তারিখে যথাক্রমে শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও শ্রীঅনাথনাথ ঘোষকে নিযুক্ত করেন।

বান্ধব

১২ শ্রাবণ ১৩১৯ * মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাসিমবাজার)
১২ শ্রাবণ ১৩১৯ শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ (বর্দ্ধমান)

আজীবন-সদস্য

১৪ বৈশাখ ১৩০৯ + নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ
১২ শ্রাবণ ১৩১৯ ‡ রাসবিহারী ঘোষ
মন্মথনাথ মিত্র
শ্রীশরৎকুমার রায়
শ্রীজগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ শ্রীগোপাললাল রায়
১৬ বৈশাখ ১৩২৪ শ্রীসূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী
১৩২৬ সতীপ্রসাদ গর্গ ১

---

* ১৮শ বর্ষের শেষে, পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে (১৫ বৈশাখ ১৩১১) নূতন নিয়মাবলী গৃহীত হয়। এই "পরিবর্ত্তিত নিয়মের ২৪ধারা অনুসারে যাঁহারা পরিষদের উপকারার্থ এককালে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা বা তত্তুল্য কোন দান করিবেন, তাঁহারা এই পরিষদের 'বান্ধব' বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্ব্বে যে সমস্ত উপকারী বন্ধু ব্যক্তির নিকট এইরূপ দান এককালে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারাও পরিষদের 'বান্ধব' বলিয়া গণ্য হইবেন।"—১৯শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১২৩।

"সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে দাতার নাম পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে ঘোষণা করিয়া দাতাকে বান্ধবশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।" —১৩১৯ সালের সা. প. পত্রিকা, পৃ. ১১।

+ "যাবজ্জীবন-সভ্য—...১৩০৭ সালের শেষভাগে উক্তরূপ সভ্য-নির্ব্বাচনের উপযোগিতা উপলব্ধি হওয়ায় ১৩০৭ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক তাঁহাদের ১২শ অধিবেশনে [১১ বৈশাখ ১৩০৮] ঐরূপ নিয়ম গঠিত হয় এবং ১৩০৮ সালের ১১শ মাসিক অধিবেশনে [১৪ বৈশাখ ১৩০৯] উহা অনুমোদিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।"—৮ম বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৩। নিয়মটি এইরূপ :—

"পরিষদের উন্নতিকল্পে যাঁহারা পরিষদের সাধারণ তহবিলে এককালে ৫০০৲ বা তদতিরিক্ত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা আজীবনকাল পরিষদের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।"—১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ২৫।

‡ ১৮শ বর্ষের শেষে, পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে (১৫ বৈশাখ ১৩১১) আজীবন-সদস্য-নির্ব্বাচনের নিয়ম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায় :—

"৮। যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য এককালে অন্যূন ৫০০৲ টাকা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির হস্তে দান করিবেন, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কাহারও নিকট ঐরূপ দান গ্রহণ করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে সম্পাদক পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে সেই দান ঘোষণা করিয়া দাতাকে আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্ব্বে যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহারাও অতঃপর আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।"—১৩১৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ৯।

৩৩শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (৯ আশ্বিন ১৩৩৩) আজীবন-সদস্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নূতন নিয়মটি গৃহীত হয় :—

"৯। যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য এককালে অন্যূন ২৫০৲ টাকা পরিষৎকে দান করিবেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।"

১। ১৩২৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ৩।

১৫ চৈত্র ১৩৩৭ * শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীগণপতি সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৮ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীসত্যচরণ লাহা
শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১৬ আষাঢ় ১৩৪১ + শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪১ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

৭ শ্রাবণ ১৩৪২ শ্রীসতীশচন্দ্র বসু
১৩৪২ শ্রীহরিহর শেঠ

বিশিষ্ট-সদস্য

১৩০১ ‡ উইলিয়ম হাণ্টার
জন্ বীমস্
মনিয়ার উইলিয়মস্
জর্জ বার্ডউড ১
রাজনারায়ণ বসু
কালীপ্রসন্ন ঘোষ
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নবীনচন্দ্র সেন
চন্দ্রনাথ বসু
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ

* ১৩৩৭ সালে ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে (৭ ভাদ্র ১৩৩৭) এই নিয়মের প্রথম ছত্রের "পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য" এই কথাগুলি বাদ দেওয়া হয় (৩৭ বা. বি. পৃ. ২৭)।

+ ৪১শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৯ মাঘ ১৩৪১) আজীবন-সদস্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নূতন নিয়মটি গৃহীত হয় :—

"৯। আজীবন-সদস্যের দেয় চাঁদা ২৫০৲ আড়াই শত টাকা এবং ইহা নগদ এককালীন বা এক বৎসর মধ্যে দেয়। এই টাকা দাতার নির্দ্দেশমত পরিষদের কোন তহবিলে অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে স্থায়ী তহবিলে বা অন্য কোন তহবিলে যাইবে।"

‡ পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৩১৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল "বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ১২ জনের অধিক হইবে না।" নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ ছিল—"খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'বিশিষ্ট-সভ্য' নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।... অন্যূন পাঁচ জন সভ্য কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য করিবার প্রস্তাব পত্রদ্বারা জানাইলে, পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব 'ব্যালট' দ্বারা বিবেচিত হইবে। যদি সভা ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, তবে প্রস্তাবিত সভ্যের নাম পত্রদ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার ত্রি-চতুর্থাংশের সম্মতি অনুসারে সেই সভ্যকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে।" ১৮শ বর্ষের শেষে পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে (১৫ বৈশাখ ১৩১৯) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত হয়; এই পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে "বিশিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক হইবে না।" নির্ব্বাচন-প্রণালী বর্ত্তমান নিয়মের অনুরূপ।

১ প্রথম বর্ষের ২য় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে ঐ অধিবেশনে নির্ব্বাচিত ১০ জন বিশিষ্ট সভ্যের নাম আছে (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ১৩০১, পৃ. ৫৫)। ইহাতে বিশিষ্ট সভ্য স্যর জর্জ বার্ডউডের নাম নাই। কিন্তু ১ম বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত যে "পরিষদের সদস্য" তালিকা আছে (সা. প. প. ১৩০১, পৃ. ২১২) তাহাতে ওয়েডার বর্ণের নামের পরিবর্ত্তে বার্ডউডের নাম বিশিষ্ট সভ্যরূপে দেওয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে ওয়েডারবর্ণ ও বার্ডউড দুই জনই বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। সপ্তম বার্ষিক বিবরণের ৫ম পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে :—"সার জর্জ বার্ডউড্ মহোদয়ের নাম গত বর্ষের বিবরণীতে ভ্রমবশতঃ বিশিষ্ট সভ্যের স্বতন্ত্র তালিকা মধ্যে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু 'ক' পরিশিষ্টে সভ্য-তালিকায় ছিল।" ওয়েডারবর্ণের নাম ৩য়-৬ষ্ঠ বার্ষিক বিবরণে বিশিষ্ট সভ্যের তালিকার মধ্যে দেওয়া আছে।

১৩০৫	রমেশচন্দ্র দত্ত	১৩১৯	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১০	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	১৩২১	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু	১৩২৯	সিলভাঁ লেভি
	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়		
		১৩৩০	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩১৬	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৩৩৬	জর্জ এ. গ্রীয়ারসন্
১৩১৮	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	১৩৪১	শ্রীজলধর সেন
	শরচ্চন্দ্র দাস		শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
	অক্ষয়চন্দ্র সরকার		শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়		শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অধ্যাপক-সদস্য

১২ আশ্বিন ১৩২০*	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	শ্রীদুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ	২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬	শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী
	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী		শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
	চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ		শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
			শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ
১৭ মাঘ ১৩২৭	শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ		শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য +

* ১৮শ বর্ষের শেষে পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে (১৫ বৈশাখ ১৩১৯) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে 'অধ্যাপক-সদস্য'-পদ সৃষ্ট হয়। নিয়মটি এইরূপ :—

"৯। চতুষ্পাঠীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোন অধ্যাপকের নাম সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি অধ্যাপক-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১০। অধ্যাপক সদস্যের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না।" (১৩১৯ সালের সা. প. পত্রিকা, পৃ. ৯)

+ এই পাঁচ জন অধ্যাপক-সদস্যের নির্ব্বাচনের প্রস্তাব ১৮ই বৈশাখ ১৩৩৬ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গৃহীত হয়। ৩৬শ বার্ষিক বিবরণীতে ভ্রমক্রমে শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নাম বাদ পড়িয়াছে।

বিশেষ-সভ্য ও সহায়ক-সদস্য

বিশেষ-সভ্য

১৩০৮ *	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	শ্রীআবদুল করিম
১৩০৯	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১৩১১	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
১৩১২	শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ
	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১৪	বাণীনাথ নন্দী
১৩১৫	শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ
১৩১৬	দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
	বিজয়চন্দ্র পুরকায়েত
	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
১৩১৭	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
১৩১৮	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়ক-সদস্য

১৩১৯ †	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
	শ্রীআবদুল করিম
	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
	শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ
	বাণীনাথ নন্দী
	জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	হেমচন্দ্র ঘোষ
	অমৃতগোপাল বসু
১৩২০	রওশন আলী চৌধুরী
	আনন্দনাথ রায়
	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

---

* "যাঁহারা পরিষদের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায়ে বিশেষভাবে উপকার-সাধন করিয়া থাকেন বা যাঁহাদের নিকট পরিষৎ ঐরূপ কোন উপকারের আশা করেন, তাঁহারা সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে নানা কারণে অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগকে যাহাতে পরিষদের সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় এই উদ্দেশ্যে পরিষৎ আলোচ্য বর্ষের [১৩০৮ সালের] ২৭শে মাঘের মাসিক অধিবেশনে দ্বাদশজন 'বিশেষ সভ্য' নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত মাসিক অধিবেশনে সম্পাদকের প্রস্তাবমতে বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।" (৮ম বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ২)

† ১৮শ বর্ষে পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে (১৫ই বৈশাখ ১৩১৯) গৃহীত "পরিষদের নূতন নিয়মানুসারে বিশেষ-সভ্যের শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই স্থলে 'সহায়ক-সদস্য' নামক নূতন এক শ্রেণীর সদস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে শ্রেণীর সাহিত্যিক 'বিশেষ' সভ্য-নামে অভিহিত হইতেন, বর্ত্তমান নিয়মানুসারে সেই শ্রেণীর সাহিত্যিকই সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্বে বিশেষ সভ্যগণ পরিষদের যে-কোন অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন এবং নির্ব্বাচিত হইলে যে কতদিন তাঁহাদের সভ্যপদের অধিকার থাকিবে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে সহায়ক-সদস্যগণ কেবল বার্ষিক অধিবেশনেই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন এবং তাঁহারা পাঁচ বৎসরকাল ঐ প্রকার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।" (১৯শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১২৪-২৫)

১৩২১ শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৩২২ শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

১৩২৩ শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৩২৪ শ্রীখয়রুল আনাম
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ ,,
বাণীনাথ নন্দী ,,
জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ ,,
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
শ্রীআবদুল করিম ,,

১৩২৫ শ্রীনুর আহম্মদ
ব্রহ্মচারী শ্রীগণেন্দ্রনাথ
সতীশচন্দ্র ঘোষ পুনর্নির্ব্বাচিত
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ,,
মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ,,

১৩২৬ শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ পুনর্নির্ব্বাচিত

১৩২৭ শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী পুনর্নির্ব্বাচিত

১৩২৮ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্ততীর্থ
শ্রীঅন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন

১৩২৯ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীআবদুল করিম ,,
শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ ,,
বাণীনাথ নন্দী ,,
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩০ শ্রীচারুচন্দ্র বসু
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
ব্রহ্মচারী শ্রীগণেন্দ্রনাথ পুনর্নির্ব্বাচিত
সতীশচন্দ্র ঘোষ ,,
মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ,,
শ্রীনুর আহম্মদ ,,

১৩৩১ শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী ,,
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ,,
শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ,,

১৩৩৩ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীআবদুল করিম ,,
শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ ,,
বাণীনাথ নন্দী ,,
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ,,
শ্রীঅন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ,,
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৩৩৪ শ্রীশ্যামাচরণ বসাক

১৩৩৫ সতীশচন্দ্র ঘোষ পুনর্নির্ব্বাচিত
ব্রহ্মচারী শ্রীগণেন্দ্রনাথ ,,

শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় "
মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী "
শ্রীনুর আহম্মদ "
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র
সত্যচরণ মিত্র
শ্রীবরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩৩৬ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
শ্রীশিবরতন মিত্র
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ "
শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী "

১৩৩৭ শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী

১৩৩৮ শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র
শ্রীরমেশ বসু
শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পুনর্নির্ব্বাচিত

শ্রীআবদুল করিম পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ "
শ্রীঅন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন "
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় "

১৩৩৯ শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১৩৪০ শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "
শ্রীখয়রুল আনাম "

১৩৪১ শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ

১৩৪২ শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীবিমলেন্দু কয়াল
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী পুনর্নির্ব্বাচিত

ন্যাসরক্ষক (ট্রাষ্টি)

১৩০৭ শ্রীশরৎকুমার রায় (দীঘাপাতিয়া)
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (কলিকাতা)
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)

বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের সদস্য তালিকা

(ক) প্রথম অধিবেশন, ২৩ জুলাই ১৮৯৩—৮ই শ্রাবণ ১৩০০ সাল, রবিবার

উপস্থিত সভ্যবৃন্দ

বিনয়কৃষ্ণ দেব
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এল. লিওটার্ড
শ্যামলাল গোস্বামী
আশুতোষ মিত্র
কে. চক্রবর্ত্তী [ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী]
* ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
* ব্রজভূষণ গুপ্ত
কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন
গোপালচন্দ্র গুপ্ত
সরোজমোহন দাসগুপ্ত
* হরিমোহন সরকার কবিরত্ন
নীলরতন মুখোপাধ্যায়
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীমোহন দাসগুপ্ত
অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত

(খ) পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহে নির্ব্বাচিত ও গৃহীত সভ্যবৃন্দ

ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী	২য় অধিবেশন, ৩০ জুলাই ১৮৯৩
মতিলাল হালদার	ঐ
আশুতোষ রায় চৌধুরী	ঐ
রজনীকান্ত দত্ত	ঐ
সারদাপ্রসাদ দে	৫ম অধিবেশন, ২০ আগষ্ট ১৮৯৩
নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
টি. এন. মুখার্জ্জি [ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়]	৭ম অধিবেশন, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩
শ্রীজগৎচন্দ্র সেন	ঐ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮ম অধিবেশন, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩
শরচ্চন্দ্র দাস	ঐ
নবগোপাল মিত্র	ঐ

---

* [illegible]
সদস্য-পদ গ্রহণ করেন নাই।

উমেশচন্দ্র দত্ত	৯ম অধিবেশন, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩
এন্. এন্. ঘোষ [নগেন্দ্রনাথ ঘোষ]	১০ম অধিবেশন, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩
তারাকুমার কবিরত্ন	ঐ
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১২শ অধিবেশন, ৮ অক্টোবর ১৮৯৩
মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩শ অধিবেশন, ২৯ অক্টোবর ১৮৯৩
শ্রীসুন্দরীমোহন দাস	ঐ
মনোমোহন বসু	ঐ
সাতকড়ি হালদার	ঐ
আশুতোষ ঘোষ	ঐ
গোঁসাইদাস গুপ্ত	১৫শ অধিবেশন, ১২ নবেম্বর ১৮৯৩
রাজনারায়ণ বসু	১৬শ অধিবেশন ১৯ নবেম্বর ১৮৯৩
এন্ কে. বসু [নন্দকৃষ্ণ বসু]	১৭শ অধিবেশন, ২৬ নবেম্বর ১৮৯৩
ডি. কে. মুখার্জ্জি [দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়]	ঐ
ডবলিউ. সি. বটব্যাল [উমেশচন্দ্র বটব্যাল]	ঐ
কে. পি. ভট্টাচার্য্য [ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য]	ঐ
সি. সি. ঘোষ [চারুচন্দ্র ঘোষ]	ঐ
আর. সি. দত্ত [রমেশচন্দ্র দত্ত]	১৮শ অধিবেশন, ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৩
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯শ অধিবেশন, ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	২২শ অধিবেশন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪
রাখালচন্দ্র সেন	২৪শ অধিবেশন, ৪ মার্চ ১৮৯৪
রাজেন্দ্রলাল সিংহ	২৭শ অধিবেশন, ৮ এপ্রিল ১৮৯৪

(গ) বিশিষ্ট-সদস্য

জন্ বীম্স	২০শ অধিবেশন, ৭ জানুয়ারি ১৮৯৪
উইলিয়ম ডবলিউ হাণ্টার	ঐ
মনিয়ার উইলিয়াম্স	ঐ
শ্রীমানকুমারী বসু	২৪শ অধিবেশন, ৪ মার্চ ১৮৯৪
এফ. এইচ. ক্রাইন *	ঐ
জর্জ বাডডড	২৫শ অধিবেশন, ২৫ মার্চ ১৮৯৪

বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা

বর্ষ	বিশিষ্ট	আজীবন	বিশেষ বা সহায়ক	অধ্যাপক	সাধারণ	মোট	ছাত্র
১ম বর্ষ (১৩০১)	১১				১৯৩	২০৪	
২য় বর্ষ	১১				২৩১	২৪২	
৩য় বর্ষ	১১				২০৪	৩১৫	
৪র্থ বর্ষ	১১				২৩১	৩৪২	
৫ম বর্ষ	১১				২৩৮	৩৪৯	
৬ষ্ঠ বর্ষ	৯				২৫৩	৩৬২	
৭ম বর্ষ	৯				৪১৪	৫২৩	
৮ম বর্ষ	৯	১	২		৪৮৬	৫৯৮	
৯ম বর্ষ	৮	১	৩		৬২৩	৬৩৫	
১০ম বর্ষ	১০	১	৩		৬৪৮	৬৬২	
১১শ বর্ষ	১০	১	৩		৬৯২	৭০৬	
১২শ বর্ষ	১০	১	৫		৭৪৮	৭৬৪	৪৫
১৩শ বর্ষ	১০	১	৫		৭৬৮	৭৮৪	৪১
১৪শ বর্ষ	১০	১	৬		৭৯০	৮০৭	৬২
১৫শ বর্ষ	৯	১	৭		১০০২	১০১৯	৯৩
১৬শ বর্ষ	৯	১	১০		১২৪৮	১২৬৮	১০২
১৭শ বর্ষ	৭	১	১৩		১৫২২	১৫৪৩	৯৩
১৮শ বর্ষ	১১	০	১৫		১৮১৬	১৮৪২	১২৯
১৯শ বর্ষ	১২	৪	১৩		১৮৭৭	১৯০৬	১৪৬
২০শ বর্ষ	১২	৫	১৫	৪	১৯৯২	২০২৮	১৩০
২১শ বর্ষ	১৩	৫	১৫	৪	২১১১	২১৪৮	১৩৪
২২শ বর্ষ	১৩	৫	১৭	৩	২১৮৩	২২২১	৪৯ ?
২৩শ বর্ষ	১২	৬	১৮	৩	২৩৬০	২৩৯৯	৪৯
২৪শ বর্ষ	৯	৬	১৯	৩	৩২১৪	৩২৫১	৬৪ ?
২৫শ বর্ষ	৯	৬	২০	৩	২৪৫৫	২৪৯৩	৭০
২৬শ বর্ষ	৮	৭	২০	৩	২০৮১	২১১৯	৭০
২৭শ বর্ষ	৮	৬	২০	৪	২১১২	২১৫০	৭৩
২৮শ বর্ষ	৮	৬	২২	৫	২১৯১	২২৩২	৭৫

বর্ষ	বিশিষ্ট	আজীবন	সহায়ক	অধ্যাপক	সাধারণ	মোট	ছাত্র
২৯শ বর্ষ	৯	৬	২০	৫	২২৭৮	২৩১৮	?
৩০শ বর্ষ	১০	৬	২১	৫	২০০৭	২০৪৯	?
৩১শ বর্ষ	১০	৬	২০	৫	২০৭৯	২১২০	?
৩২শ বর্ষ	৯	৫	১৯	৫	২১৮৩	২২২১	৩৫
৩৩শ বর্ষ	৯	৫	২১	৫	১৩১৪	১৩৫৪	৪৯
৩৪শ বর্ষ *	৯	৫	২১	৫	৯১৮	৯৫৮	৫০
৩৫শ বর্ষ	৯	৫	২৩	৫	১০০৩	১০৪৫	৫০
৩৬শ বর্ষ	৯	৫	২৩	১০	১০৬১	১১০৮	৫৫
৩৭শ বর্ষ	৯	৭	১৪	১০	৯৬৪	১০০৪	?
৩৮শ বর্ষ	৮	১০	২২	৯	১০০৬	১০৫৫	?
৩৯শ বর্ষ	৭	১০	২২	৯	১০৬৩	১১১১	২৩
৪০শ বর্ষ	৭	১০	২২	৯	৭৮২	৮৩০	২৪
৪১শ বর্ষ +	১১	১২	১৮	৯	৮১৮	৮৬৮	১৯

* ৩৩ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে ১৩৩৪ সাল হইতে শহরবাসী সদস্যের চাঁদা মাসিক ॥০ আনা স্থলে মাসিক ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় (কা. নি. স. ২৮ পৌষ ১৩৩৩)।

+ ৪০ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে (২৬ চৈত্র ১৩৪০) গৃহীত নূতন নিয়মানুসারে ১৩৪১ সাল হইতে শহরবাসী সদস্যের চাঁদা মাসিক এক টাকা স্থলে মাসিক ॥০ আনা নির্দ্দিষ্ট হয়।

পরিষদ্-মন্দির প্রতিষ্ঠা

বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের ও তৎপরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় প্রথমে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন, ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। ১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি কার্য্যালয় বিনয়কৃষ্ণ দেবের ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে স্থানান্তরিত হয় ও পরিষদের অধিবেশনাদি তাঁহার ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে হইতে থাকে (কা. নি. স. ১৪ ভাদ্র ১৩০৩)।

"১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে পরিষদের স্থাপনা হয়; ১৩০৬ সালের আরম্ভে সভ্যসংখ্যা ৩৪৮ হইয়াছিল। দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান এই শিশু পরিষৎকে ধাত্রীক্রোড় হইতে বাহির করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, অনেকের মনেই এই চিন্তা এই সময়ে উদিত হইতেছিল। ১৩০৬ সালের শেষভাগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এই এগার জন সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়; ঐ পত্রে পরিষদের কার্য্যালয় কোন সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ ছিল। ঐ পত্রানুসারে ৩রা ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) বুধবার সাড়ে পাঁচটার সময় বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়; পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভাস্থলে শতাধিক সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রস্তাব সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় এবং সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বিরুদ্ধবাদী সভ্যগণ সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সভাস্থল ত্যাগ করায় অবশিষ্ট সভ্যগণের সকলের সম্মতিক্রমে পরিষৎকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপরদিন পরিষদের কার্য্যালয় ১৩৭।১ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

"এই ভাড়াটিয়া বাড়ীর সঙ্কীর্ণ ঘর কয়খানিতে পরিষদের স্থান কুলাইবে না তাহা প্রথমেই বুঝা গিয়াছিল। স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে পরিষদের সভ্যসংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধিলাভ করে। প্রাচীন সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে মতভেদ বশতঃ পদত্যাগ করিলেও ষষ্ঠ বর্ষের শেষে সভ্যসংখ্যা ৩৫২, সপ্তম বর্ষের শেষে ৫২৩এ পরিণত হয়। সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারও দিন দিন বাড়িতে থাকে। প্রশস্ত ভূমির উপর আপনার উপযোগী অধিষ্ঠান ভবন নির্ম্মাণ না করিলে পরিষদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী বদান্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট কিছু ভূমি ভিক্ষা করিবার জন্য পরিষৎ সঙ্কল্প করেন; ১৩০৭ সালের প্রারম্ভেই ১লা বৈশাখ তারিখে ইষ্টার

ছুটির সময়ে পরিষদের কতিপয় সভ্য এই জন্য কাশীমবাজার গমন করেন। ৺চারুচন্দ্র ঘোষ, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ও নগেন্দ্রনাথ বসু এই পাঁচ জন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ভূমি প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনা মাত্রেই মহারাজ হালশীবাগানে অপার সারকুলার রোডের উপর পাঁচ কাঠা ভূমি দান করিতে সম্মত হয়েন। কিছু দিন পরে মহারাজের কলিকাতা অবস্থিতিকালে ভূমির পরিমাণ আরও কিছু বাড়াইয়া দিবার জন্য মহারাজকে আবার প্রার্থনা করা হয়; ৺হেমচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভৃতি কতিপয় সভ্য এই জন্য মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এবারও মহারাজ প্রার্থনামাত্রেই ভূমির পরিমাণ প্রায় আরও দুই কাঠা বাড়াইয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে দলীল লেখা পড়া হয়। পরিষদের পাঁচ জন সভ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমার রায়, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই পাঁচ জন পরিষদের পক্ষ হইতে ন্যাসরক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং মহারাজ এই ট্রষ্টীদের অনুকূলে হালশীবাগান রোড ও অপার সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থানে ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপত্র লিখিয়া রেজিষ্টারি করিয়া দিলেন। ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে (১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে) নিষ্পন্ন এই দলীলের প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।" (১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ১৬৯-৭০)

১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্য্যালয় ভাড়াটিয়া বাড়ি হইতে নূতন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয় এবং ২১ অগ্রহায়ণ গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের বদান্যতায় প্রায় সাতাশ হাজার টাকা ব্যয়ে পরিষদ্-মন্দির-নির্ম্মাণ সম্ভব হয় তাঁহাদের নাম ও দানের তালিকা দেওয়া হইল। সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মন্দিরের দ্বিতল নির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয় ১০,০৫৮৲ টাকা একাই বহন করিয়াছেন। "মুর্শিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল···পরিষদের নিম্নতলের হল, প্রধান দ্বারের সম্মুখ ভাগ, এবং কুঠরিদ্বয় মণ্ডিত করিবার জন্য প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুট মূল্যবান্ মার্ব্বেল প্রস্তর দান করিয়া পরিষৎকে চিরঋণী করিয়াছেন। তাঁহার এই দানের ফলে কেবল যে মন্দিরের সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইয়াছে এমন নহে, নিম্নতলস্থ লাইব্রেরির পুস্তকগুলি আর্দ্র ভূমির উপর থাকিলে নষ্ট হইবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্যিকগণের মূর্ত্তি বসাইবার বেদিগুলি মণ্ডিত করিবার জন্য প্রায় একশত বর্গফুট উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর দান করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।" (১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ১০২-৩)

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে এক শত বা তদূর্দ্ধ টাকার দান

১৩১৫	শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া)	৫০০৲
১৩০৯	আশুতোষনাথ রায় (মুর্শিদাবাদ)	১০০৲
১৩১৫	ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৫৲
১৩১০	কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	২০০০৲
১৩১৬	কাশ্মীরের মহারাজা	১০০০৲
১৩০৯	কুঞ্জমোহন মৈত্র (তালন্দ)	১৫০৲
১৩১৮	কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী (কাসিমপুর)	২০০৲
১৩১৩	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০৲
১৩১৬	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
১৩১৬	শ্রীগোপালদাস চৌধুরী (ময়মনসিংহ)	১০০৲
১৩১৬	ঘনদানাথ রায় ও ক্রীঙ্কারীনাথ রায় (দুবলহাটী)	১০০৲
	১৩১৭ ...	১০০৲
	১৩২০ ...	৫০৲
১৩১৭	দেবকুমার রায় চৌধুরী	৭০০৲
১৩১৬	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	১০০৲
১৩২০	নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছ)	১০০৲
১৩১৩	নরেন্দ্রলাল খাঁ (নাড়াজোল)	২০০৲
১৩১০	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুর)	২০০৲
১৩১০	শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক	১০০৲
১৩১৫	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)	৫০০৲
১৩১৫	প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)	১০০৲
১৩১৫	শ্রীপ্রদ্যোতকুমার ঠাকুর	৫০০৲
১৩১০	শ্রীবিজয়চন্দ মহতাব (বৰ্দ্ধমান)	১০০৲
১৩১৫	বিজয়সিংহ দুধোরিয়া (আজিমগঞ্জ)	৩০০৲
১৩৩২	রাধাপ্রসাদ রায়	২৫০৲
১৩১৫	শ্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)	৩০০৲
১৩১৪	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০০৲
১৩১০	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১০০০৲
১৩১৫	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)	১০০৫৮৲
১৩১০	রণজিৎ সিংহ (নশীপুর)	৩০০৲
	১৩১৫ ...	২০০৲
১৩১৫	শ্রীরমণীকান্ত রায় (চোগাঁ, রাজশাহী)	২০০৲
১৩১৫	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫০৲
১৩১০	রামচন্দ্র ভঞ্জ দেব (ময়ূরভঞ্জ)	৫০০৲
১৩১০	ললিতমোহন মৈত্র (বোয়ালিয়া)	৩০০৲
১৩১১	লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (বাগবাজার)	১০০৲
১৩১৬	শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক (পাঁচথুপী)	১০০৲
১৩১৪	শ্রীশরৎকুমার রায় (দীঘাপাতিয়া)	১৫৪২৶৪
	১৩১৫ ...	৮০০৲
	১৩১৬ ...	২০০৲
১৩১৫	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)	৫০৲
	১৩১৬ ...	৫০৲
১৩১৫	শ্রীনাথ রায় (ভাগ্যকুল)	১৮৭৷০
১৩১৬	সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ)	৫০০৲
১৩১৪	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০০৲

৭ই বৈশাখ ১৩১০ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গৃহনির্ম্মাণে দান সম্বন্ধে শ্রীমন্মথমোহন বসুর এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

যাঁহারা পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ পাঁচ শত বা তদূর্দ্ধ টাকা দান করিবেন তাঁহাদের নাম পরিষৎ-গৃহে প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত হইবে।

পরিষদের গৃহপ্রবেশ-উৎসব-সভায় অনেক সুধী ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানাভাবে এখানে তাহার দুইটি মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—

কিছুকাল হইল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার কোনো একটি প্রবন্ধে পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে পুত্রশব্দের অর্থ ছিল, যে পূর্ণ করে সেই পুত্র। পুৎনামক কোনো একটি নরক হইতে ত্রাণ করে, এই ব্যাখ্যাটি পরবর্ত্তীকালে আমাদের পুরাণে স্থান পাইয়াছে।

পিতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে বলিয়াই পুত্রের গৌরব। পুত্র পিতার অকৃতকর্ম্মগুলিকে সম্পন্ন করে, তাঁহার ভারকে বহন করে, তাঁহার ঋণকে পরিশোধ করিয়া দেয়। এই কারণেই কেবলমাত্র স্নেহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নহে, কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য, অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই পুত্রকে আমাদের দেশে দেবতার বিশেষ প্রসাদলাভের মতই গণ্য করিত।

আমাদের দেশ বহুকাল হইতে পুত্রহীন হইয়া শোক করিতেছে। সে যাহা আরম্ভ করে তাহা কোনো একটি ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় এবং সেই একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়,—তাহার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা, অসমাপ্তি কেবলই দেশের ঋণের বোঝা বাড়াইয়াই চলিয়াছে, কোনোটাই পরিশোধ হইবার কোনো সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এই সম্পূর্ণতাহীন খণ্ডতাশাপগ্রস্ত বন্ধ্যদশা ঘুচাইবার জন্য আমাদের অভাগা দেশ কামনা করিতেছিল। কারণ, বন্ধ্যত্বমাত্রই বন্ধন। যে ব্যক্তি নিজের ফল ফলাইতে পারিল না সে নিষ্কৃতি পাইল কই? আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে অভিপ্রায় রহিয়াছে, সেই অভিপ্রায় যদি চারিদিকে সফলতার বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া উঠিতে না থাকে, যদি তাহা কেবল গুপ্তই থাকিয়া যায়, যদি তাহা অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইতে থাকে, তবে এমন কোন কৃত্রিম উপায় নাই যাহার সাহায্যে দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যাহারা নিরন্তর কালের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সংকল্পকে সিদ্ধির পথে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে, তাহারাই দেশের পুত্র। দুঃখিনী বঙ্গভূমি সেই পুত্র কামনা করিতেছিল।

আমাদের দেশমাতাকে বহুপুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রদের কেহবা দেশের জ্ঞানকে, কেহবা দেশের ভাবকে, কেহবা দেশের কর্ম্মকে অনুবৃত্তি দান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা নানালোকের উদ্যমকে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া লইবে, তাহারা নানাকালের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানাব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে। এমনি করিয়াই দেশের বন্ধ্যা অবস্থার সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে, সে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পুত্রের জন্য বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয়চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালীর চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালীচিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের, যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীর্ত্তিকে, পিতৃসাধনাকে এইরূপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে—দেশপুত্রও দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে বৃহৎ দেশে বৃহৎ কালে ঐক্য দান করিয়া তাহাকে সত্য করে, তাহাকে চরিতার্থ করে। সাহিত্য-পরিষৎও বাংলাদেশের চিত্তকে এইরূপ নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে মহৎ রূপে সত্য

করিয়া তুলিবার আশা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি।

আমাদের এই সাহিত্য-পরিষৎ এতদিন গর্ভবাসে ছিল। সে অল্পে অল্পে রসে রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুহৃদ্‌গণ তাহাকে নানা আঘাত অপঘাত হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। তাহার দশমাস কাটিয়া গিয়াছে—আজ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। ধর্ম্মসাধনের গোড়াতেই শরীরের প্রয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদের সেই আদ্য প্রয়োজন আজ সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন হইতে তাহার ধর্ম্মসাধনা সবলে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে।

ইতর জন্তুর অপেক্ষা মানুষের গর্ভবাসকালও দীর্ঘ; তাহার শৈশব অবস্থাও অচির নহে। শ্রেষ্ঠতালাভের মূল্যস্বরূপ মানুষকে এই বিলম্ব স্বীকার করিতে হয়।

সাহিত্য-পরিষৎকেও তাহার বাহ্যশরীর পূর্ণ করিতে বিলম্ব সাধিতে হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া নিজের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্থানলাভ করিয়া তবে তাহার এই স্থূলদেহটি আজ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই স্বাভাবিক বিলম্বই আমাদের পক্ষে আশার কারণ। ইহা ভোজবাজির খেলার মত অকস্মাৎ কোনো খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার জোরে একরাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃৎসঞ্চারিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

কিন্তু এখনো আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবার সময় আসে নাই। এখনো এ শিশু অনেক দিন জননীর সতর্ক স্নেহের অপেক্ষা রাখে—তাহার পরে বড় হইয়া বলিষ্ঠ হইয়া জননীকে নির্ভর দান করিবে।

অদ্যকার উৎসবে এই নবদেহপ্রাপ্ত সাহিত্য-পরিষদের মুখ দেখিয়া সমস্ত দেশের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এই আমরা আশা করিয়া আছি। যে পর্য্যন্ত ইহার শৈশবের দুর্ব্বলতা কিছুমাত্র থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙালী ইহাকে পোষণ করিবে, রক্ষা করিবে, ইহার অভাব দূর করিয়া নিজের অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আনন্দ করিতে আসিয়াছি।

তবু মন হইতে ভয় দূর হয় না। কারণ, যাহারা দুর্ভাগা তাহারা স্বভাব হইতেই ভ্রষ্ট হয়। যে পুত্র পূর্ণতা দান করে, সকলে তাহাকে স্বভাবতই পূর্ণ করিতে চায়; কেবল ভাগ্যে যাহার দুর্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাস্পদকেও অন্নদান করিতে বিমুখ হয়।

বাংলাদেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,—এমনি করিয়া অনেক নবীন আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই সকল অপমানিত মঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে—তাহারাই আমাদের উন্নতিপথের এক একটি বড় বড় বাধা রচনা করিয়া রহিয়াছে। বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্য-পরিষৎ-রূপে আমাদের দর্শনগোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের আনুকূল্য প্রসারিত হউক,—বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অদ্য এই শিশুর ললাটে যে অদৃষ্টলিপি লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীর্ত্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক্, অন্তরের এই কামনা প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ করিতেছি।

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি :—

আজ ২১শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গালীর স্মরণীয় দিন ;—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে, বাঙ্গালীর জাগরণের উজ্জ্বল পরিচ্ছেদে, ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ সুবর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। বাঙ্গালীর এই মাতৃমন্দিরে,—নবনির্ম্মিত সারস্বত-নিকেতন,—যার পবিত্র দেউল আমাদের জাতীয় তীর্থ কে তাহা অস্বীকার করিবে ? বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ এই মহাতীর্থে সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয় সিদ্ধি ও কাম্য ফললাভ করিবে। আজ বাঙ্গালী যে কল্যাণ-কল্পতরুর প্রতিষ্ঠা করিবেন, ভবিষ্যতের কোনও মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে তাহার ফল ফলিবে। নবভাবে অনুপ্রাণিত,—নূতন আশায় উদ্দীপিত,—মনুষ্যত্বে প্রভাবিত,—নিষ্কাম-কর্ম্মের ও স্বদেশ-ধর্ম্মের পুণ্যমহিমায় সমুদ্ভাসিত ভবিষ্যতের বাঙ্গালী সেই অমৃত ফলের অধিকারী হইয়া মর-জগতে অমরতা লাভ করিবে। আজ সাধনার তপোবনে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যসাধকগণ যে 'অগ্নিশরণে'র প্রতিষ্ঠা করিলেন,—এক দিন সেই পবিত্র সারস্বত আশ্রমে ভারতের ভারতী আবির্ভূত হইয়া বরাভয়ে বাঙ্গালীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। বাঙ্গালী এই সারস্বত মন্দিরে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করুন ;—সারস্বত সাধনায় ধন্য ও কৃতার্থ হউন। এই ক্ষুদ্র মন্দির নব-ভারতের ভাবকেন্দ্রে—হোমশালায় পরিণত হউক। এই পবিত্র মন্দিরে ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক বাঙ্গালী সেই মহাভাবের সাধনা করুন,—কন্যাকুমারী হইতে তুষারকিরীটী হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক।

বাঙ্গালা সাহিত্য নব-ভারতের ভাবগঙ্গার পবিত্র উৎস—গোমুখীর অমর নির্ঝর। মাতৃমন্ত্রের ঋষি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রে আজ ভারতভূমি মুখরিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালীর 'আনন্দমঠ' তাহার মূল প্রস্রবণ ; বাঙ্গালী সে জন্য আত্মপ্রসাদ, গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতে পারে।—হে বঙ্গের সাধক। বাণীর উপাসক! সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিপুল দায়িত্বও তোমার। তুমি যদি এই সাধনমন্দিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—তাহা হইলে, বাঙ্গালীর এই গৌরব যাবচ্চন্দ্রদিবাকর জাজ্বল্যমান থাকিবে। আর্য্যাবর্ত্ত আবার নব-গৌরবে উদ্ভাসিত, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রভাবিত, সত্য ও সুন্দরের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা লাভ করিবে। কর্ম্মহীন, ধর্ম্মহীন, সত্যহীন ভারতবাসী জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও সত্যের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আবার বিশ্বের বিরাট-সভায় আপনার স্থান অধিকার করিবে।

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভে 'সাহিত্যে'র সূচনায় লিখিয়াছিলাম,—যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। "জাতীয় জীবনের উন্নতি সাহিত্য-সাপেক্ষ।"—আজ যৌবনের শেষে নবভারতের স্বদেশী যুগে প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝিয়াছি, সাহিত্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জাতির জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।—রাজনীতির রণক্ষেত্রে জাতীয়তার স্থান নাই। স্বার্থের সংঘর্ষ ও বিজেতা ও বিজিতের বিষম দ্বন্দ্বও জাতীয়তার উৎস নহে। বিশাল ও বিপুল, উদার ও পবিত্র সাহিত্যই মানবকে উন্নত ও জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সাহিত্যই মানবের উন্নতির সোপান, মুক্তির পথ ;—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

যাহা সত্য ও সুন্দর, সাহিত্য তাহার রত্নাকর। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের উপাসক। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক।—সাহিত্যের সাধনা, সৃষ্টি ও পুষ্টি জাতীয়তার, মানবতার ও মনুষ্যত্বের কামধেনু। যাহা সত্য ও সুন্দর নহে, তাহা কখনও 'শিব' হইতে পারে না। আমরা সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় বিরত হইয়া, সত্য ও সুন্দরের মহিমা বিস্মৃত হইয়া, অধঃপাতের অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি,—অবসাদে মুমূর্ষু হইয়াছি। যাহা সত্য নহে, তাহা সুন্দর হইতে পারে না। যাহা সুন্দর নহে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। যাহা একাধারে সত্য ও সুন্দর,—তাহাই 'শিব'। সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরং' ভারতের বরেণ্য দেবতা ;—এবং সাহিত্যই সেই দেবতার সুবর্ণ দেউল, আমরা যেন কখনও তাহা বিস্মৃত না হই। বাঙ্গালী! আবার সাহিত্যের তপোবনে সত্য ও সুন্দরের উপাসনায়, সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—সাহিত্যকে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' বলিয়া বরণ কর, অসত্যের কুহেলিকা ভেদ করিয়া, ভারতে সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হউক,—কুৎসিতের চিতানলে সুন্দরের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

এই পবিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্ম ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বাণীর বরপুত্রগণ কমলার প্রিয়-পুত্রগণের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।—তাঁহারা দরিদ্র সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যের ভক্তগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালার সারস্বত সমাজের পক্ষ হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী, বাঙ্গালার অতীত গৌরবের শ্মশান,—বাঙ্গালার অতীত স্মৃতির ভগ্নস্তূপ—সোনার বাঙ্গালার শেষ স্বপ্ন—মুর্শিদাবাদে স্বনামধন্য মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কমলালয়ে ভিক্ষাভাণ্ডহস্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মহারাজ বাহাদুর আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন; যে ভূমিখণ্ডের উপর এই মাতৃমন্দির,—বাঙ্গালীর এই অগ্নিশরণ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভূমিখণ্ড দান করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর বাঙ্গালার অনেক ধনকুবের তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদের ভিক্ষাভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছেন।—মন্দির-পত্তনের পর, পরিষদের চিরসহায়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, সহৃদয়, লোক-হিতব্রত লালগোলার রাজা শ্রীল শ্রীযুত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও মহোদয়—এই বিশাল 'হলে'র সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।—বাঙ্গালী কখনও ইঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। দীন সাহিত্যসেবীর ধন্যবাদ অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশের ভাবী মনুষ্যত্বের কল্যাণের কল্পনা সেরূপ তুচ্ছ নহে। তাঁহারা সেই কল্পনা ও মার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন,—আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

কিন্তু এই শুভদিনে আমাদের আর একটি প্রার্থনা আজ আপনাদের গোচর করিবার প্রলোভন ও দুঃসাহস আমরা কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। হে কমলার প্রিয়পুত্র সম্প্রদায়! আপনারা দরিদ্র সাহিত্যসেবীকে বসিতে দিয়াছেন,—এখন যদি আমরা শুইতে চাই, আশা করি, তাহা হইলে, বিস্মিত বা বিরক্ত হইবেন না। আপনারা ভারতীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখন আমাদের,—আপনাদের—সমগ্র দেশের—সমগ্র ভারতের যিনি মা,—সেই ভগবতী সরস্বতীর চিরন্তন সেবার ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমরা নিঃস্ব, দীন, নিঃসম্বল,—শুষ্ক জীর্ণ বিল্বপত্র ও গঙ্গোদক আমাদের পূজার সম্বল।—মার পূজার নৈবেদ্য,—মার আরতির সুবর্ণপ্রদীপ দরিদ্র সাহিত্যসেবীর কুটীরে অত্যন্ত দুর্লভ। ভগবতী ভারতী দরিদ্র সাহিত্যসেবীর জননী,—কিন্তু তিনি ভারতের রাজরাজেশ্বরী।—আমরা গঙ্গাজলেই তাঁহার নিত্য সেবা নির্ব্বাহ করি; কিন্তু আজ আপনারা যে সুন্দর মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, সে মন্দিরে মার পূজায় কি শুষ্ক বিল্বদল ও গঙ্গাজলই বাঙ্গালীর চির-সম্বল থাকিবে? তাই আজ সমগ্র সাহিত্যসেবীর পক্ষ হইতে আমরা আপনাদের রাজশ্রী ও লক্ষ্মীশ্রীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আপনারা মার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিন,—মার নিত্য-পূজার জন্য স্থায়ী সংস্থানের ভার গ্রহণ করুন।—অন্ততঃ—পঞ্চাশ হাজার টাকার চিরস্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা কি বাঙ্গালার ধনকুবেরগণের সাধ্যায়ত্ত নহে? হে কমলার প্রসাদপূত বঙ্গের অভিজাত-সম্প্রদায়! আজ আপনারা মার চরণকমলে সোনার কমল ঢালিয়া দিন—সাহিত্যসেবীর শুষ্ক বিল্বদলে কমলার কাঞ্চন-রশ্মি প্রতিফলিত হউক,—লক্ষ্মী সরস্বতীর চির-বিবাদের প্রবাদ মিথ্যাবাদে পরিণত হউক।

এই সাহিত্য মন্দিরে আপনাদের প্রসাদে আমরা অতীত ইতিহাসের জীর্ণ সমাধি হইতে জাতীয় গৌরবের কঙ্কাল সংগ্রহ করি।—ভবিষ্যতে কোনও পুণ্যবান্—মার প্রসাদে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র লাভ করিয়া, মহীয়ান ও গরীয়ান হইয়া, সেই কঙ্কালে সুন্দর দেহের সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।—তখন সেই নবপ্রাণ-বলে বলীয়ান, মহীয়ান ও গরীয়ান জাতীয় গৌরবের উদ্বোধনে ও আহ্বানে জাগরূক হইয়া যে নূতন বাঙ্গালী বাঙ্গালার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবে, তখন তাহারা কোটী কণ্ঠে এই পুণ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও কমলার বরপুত্রগণের গৌরব-গাথা গান করিবে! সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া, হে বাঙ্গালী, হে পতিত বিধ্বস্ত আত্মবিস্মৃত, সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালী! তুমি আজ জগতের আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদের ভাষায় গাও,—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

ন্যাসপত্র

THIS INDENTURE made this 20th day of August in the Christian era one thousand nine hundred and one Between Moharaja Manindra Chunder Nundy Bahadur of Kasimbazar in the District of Moorshedabad son of deceased zemindar (hereinafter called the said Donor) of the one part and Babu Rabindra Nath Tagore son of Maharshi Devendra Nath Tagore zemindar of No. 6 Dwarkanath Tagore's Lane in the town of Calcutta Kumar Sarat Kumar Roy son of Raja Pramatha Nath Roy deceased zemindar of Dighapatia in the District of Rajshay Roy Pramathanath Chowdhury son of Dwarika Nath Roy Chowdhury deceased zemindar of Santosh in the District of Mymensing Roy Yatindranath Chowdhury son of Rai Mathura Nath Chowdhury deceased zemindar of Taki in the Twenty four Pergunnahs and Hirendranath Datta son of Dwarkanath Datta deceased Attorney-at-Law No. 139 Cornwallis Street in Calcutta aforesaid (hereinafter called the said Trustees) of the other part Whereas the said donor being seised in fee simple in possession of the land hereinafter granted has from the great interest that he takes in the advancement and improvement of the Bengali language and Literature and from a desire to promote and further the objects of the Bangya Sahitya Parishad being a literary Association founded at Calcutta aforesaid in the year One thousand and three hundred B. S. with the objects following namely

(a) The cultivation encouragement and improvement of the Bengali language and literature by the following and if, and when, necessary by other means.

(1) the compilation and publication of a Grammar and a Dictionary of the Bengali Language.

(2) the compilation and publication of Scientific and philosophical technical terms in Bengali.

(3) the collection acquisition and publication of old Bengali Manuscripts.

(4) the translation into Bengali of Standard books and publications in other languages and the publication of such translations.

(5) the study and cultivation of Philosophy, History, Science, Poetry and all other forms of literature and the publication of excellent books and pamphlets thereon.

(a) The publication of a periodical journal in Bengali to be entitled the Sahitya Parishad Patrica.

(b) The holding and management of all fund or funds raised for the above objects.

(c) The purchase or acquisition on hire or in exchange or on hire or otherwise of any real or personal property and any rights or privileges necessary or convenient for the purposes of the Association.

(d) The sale improvements managements and developments of all or any part of the property of the Association.

(e) The doing of all such things as are incidental or conducive to the attainments of the above objects or any of them.

and duly registered under Act XXI of 1860 (an Act for the registration of literary scientific and charitable Societies) has resolved to dedicate the said land in the Schedule hereunder fully described and intended to be hereby granted in perpetuity to such purposes as hereinafter specified and to grant the said land to the said trustees upon the trusts and with and subject to the powers and provisions hereinafter declared expressed and contained concerning the same Now this Indenture witnesseth that for effectuating the said resolution and in consideration of the premises and of the interest and affection of the said donor in and for the said Bangiya Sahitya Parishad he the said donor doth hereby freely and voluntarily and without any valuable consideration give and grant unto the said Trustees their executors administrators and assigns and their successors in office as hereinafter provided all and singular the plot or parcel of land hereditaments and premises fully set forth and described in the Schedule hereunder written and delineated with the dimensions and boundaries thereof upon the plan or map hereto annexed or howsoever otherwise the said land hereditaments and premises are known or reputed to be together with all buildings yards ways liberties easements and appurtenances to the said land hereditaments and premises belonging or in any wise appertaining or usually held or occupied therewith or reputed to belong or to be appurtenant thereto and all the estate right title and interest of the said donor or of any other person or persons claiming any interest on his behalf in the said land hereditaments and premises and every part thereof the present market value whereof is estimated to be Rupees (5000) Five thousand To have and to hold the said land hereditaments and all and singular other the premises expressed to be hereby granted or intended so to be with their appurtenances unto and to the use of the said trustees their executors administrators and assigns upon the trusts and with and subject to the powers provisoes argeements and declarations hereinafter declared expressed and contained concerning the same and the said trustees hereby declare that they and the survivors and survivor of them and the executors or administrators of such survivor their or his assigns do and shall stand possessed of the said premises hereinbefore expressed to be hereby granted and of the rents and profits thereof and of the proceeds of any sale or mortgage of or other dealing with the said premises under the trusts or powers of these presents upon trust for the general purposes for the time being of the said Bangiya Sahitya Parishad and shall let build upon pull down rebuild and alter or otherwise deal with the said premises and any buildings for the time being thereon and shall allow the said buildings or any of them or any part thereof to be occupied by or for the purposes of the said Institution or otherwise and shall pay over apply and deal with the said rents profits and all monies received by the said Trustees and compensation as hereinafter provided or otherwise in such manner in every respect as a majority in number of the members of the said institution assembled at any ordinary or Extraordinary meeting thereof convened and conducted according to the rules for the time being in force of the said Institution and voting upon the question shall from time to time authorise or direct and shall keep proper books of account of the receipts and payments of the said trustees or trustee Provided always and it is hereby agreed and declared by and between the said parties hereto that in case the said Association should be dissolved or should cease to exercise any of its functions for the time being consecutively for two

years then and in such case the land hereditaments and premises hereby granted with the buildings and structures erected and built and at the time standing thereon shall revert to the said donor his heirs representatives or assigns provided that he or they should within a reasonable time pay to the trustees for the time being of these presents the market value at the time being of the said buildings and structures as standing fixtures such value to be ascertained by agreement of the parties or their representatives for the time being or in case they should fail to come to an agreement by two arbitrators one to be appointed by each side or if they disagree by their umpire and the sum or sums of money so received by the Trustees shall be dealt with and applied as assets of the said Sahitya Parishad Provided always and it is hereby distinctly agreed and declared that any alteration in or amendment of the objects and functions of the said Parishad consistent and in keeping with its main purpose of promoting and encouraging the Bengali language and literature nor the reconstruction of the Parishad or its amalgamation with any institution or institutions having similar objects with its own whether under its existing or any new or altered name shall not operate as if the said Institution had been dissolved or had ceased to exercise its functions as aforesaid Provided also that if the premises hereby granted or any part thereof be acquired for a public purpose the whole of the compensation receivable in respect thereof shall be paid to the said trustees who shall invest the same in the purchase of landed property to be held by them upon the trusts hereinbefore declared on the same conditions as aforesaid and it is hereby further agreed and declared that a trustee shall be at liberty to retire from the trust and shall be disqualified to hold his office and he shall accordingly vacate his office if he ceases to be a member of the said Institution or if he becomes or is declared a bankrupt or an Insolvent or be declared a lunatic or become of unsound mind though not so found by inquisition or shall otherwise become unfit or incapable to act and It is hereby agreed and declared that new trustees to be appointed for the purposes of these presents shall be selected out of the members of the said institution by a majority in number of the members assembled at any ordinary or Extraordinary meeting of the said institution and voting upon the question and that any vacancy in the number of the trustees shall be filled up as soon as may be after the occurrence thereof and that the said trust permises shall be conveyed and transferred to or otherwise legally vested in the whole body of trustees for the time being whenever the number of persons in whom the same premises shall for the time be legally vested shall be reduced to two but no omission to comply with any of the above requirements shall invalidate any act deed or thing done or executed by the trustees for the time being which would have been valid if all such requirements had been complied with and every trustee for the time being may as well before as after the said trust premises shall have become vested in him in all things act and assist in the execution and exercise of the trusts and powers of these presents.

In witness whereof the parties to these presents have hereunto set and subscribed their respective hands and seals the day and year first above mentioned.

Manindra Chandra Nandy

Signed Sealed and Delivered at Calcutta by Maharaja Manindra Chandra Nandy in the presence of

Jogendra Nath Ghosh
302 Upper Circular Road

Signed by Babu Rabindranath Tagore in the presence of Premtosh Bose 115 Amherst Street

Rabindranath Tagore.

Signed by Babu Pramathanath Roy Chowdhury in the presence of Anukul Chandra Bose 35/2 Beadon Street

Pramathanath Roy Chowdhury

Signed by Kumar Saratkumar Ray of Dighapatiya in the presence of Ramendrasundar Trivedi 6 William's Lane

Sarat Kumar Ray
of Dighapatiya

Signed by Ray Yatindranath Chaudhuri in the presence of Sib Chandra Mukerjee Baranagore

Raya Yatindra Nath Choudhury

Signed by Babu Hirendranath Datta in the presence of Satis Chandra Sen Gupta 52 Hidaram Banerjee's Lane

Hirendranath Datta

SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

All that piece or parcel of rent-free land or ground containing by measurement six cottas seven chittaks and thirty seven square feet be the same a little more or less situate lying at and being portion of the Halsibagan Bustee No. 243 Upper Circular Road Holding No.
Block No. Mouza Halsibagan in the north Division of the town and registration District of Calcutta particularly delineated in the Map or Plan hereto annexed and butted and bounded in manner following that is to say on the South by Halsibagan Road on the West by Upper Circular Road and on the north and East by the other portions of the said premises No. 243 Upper Circular Road.

Manindra Chandra Nandy

Witness

Jogendra Nath Ghose

[Registered in Book I Vol. 61 Page 146 to 155 being No. 2191 for 1901.]

পরিষৎ রেজিষ্টারির নিদর্শন-পত্র

[১৮৮৯ সালের ৩৩ নং সার্টিফিকেটের নকল]

In the Office of the Registrar of Companies
under Act VI of 1882.

In the Matter of *The Bangiya Sahitya Parisad*

I do hereby Certify that pursuant to Act xxi, 1860, of the Legislative Council of India, Memorandum of Association and Certified Copies of Rules (annexed) have been this day filed and registered in My Office, and that the said Society has been duly incorporated pursuant to the provisions of the said Act. Dated this Fourteenth day of April, One Thousand Eight Hundred and Ninety-nine.

(Sd.) Pratapachandra Ghosha
Registrar of Companies
Under Act vi of 1882.
15-4-99

In the matter of Act XXI of 1860 of the Acts of the Viceroy and Governor General of India iu Council being an Act for the Registration for Literary Scientific and Charitable Societies and

IN THE MATTER OF
THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION.

1. The name of the Association is "BANGIYA-SAHITYA-PARISHAD."
2. The objects for which the Association is established are :—

(*a*) The cultivation, encouragement and improvement of the Bengali language and literature by the following and if and when necessary by other means, namely

(1) The compilation and publication of a Grammar and a Dictionary of the Bengali language (2) the compilation, coinage and publication of scientific, philosophical and other technical terms in Bengali (3) the collection, acquisition and publication of old Bengali manuscripts (4) the translation into Bengali of standard books and publications in other languages and the publication of such translations (5) the study and cultivation of philosophy, history, science, poetry and all other forms of literature and the publication of useful books and pamphlets thereon and (6) the publication of a periodical Journal in Bengali to be entitled "The Sahitya-Parishad-Patrika."

(b) The holding and management of all fund or funds raised for the objects aforesaid.

(c) The purchase or acquisition on lease or in exchange or on hire or otherwise of any real or personal property and any rights or privileges necessary or convenient for the purposes of the Association.

(d) The sale, improvement management and development of all or any part of the property of the Association.

(e) The doing of all such things as are incidental or conducive to the attainment of the objects aforesaid or any of them.

3. The names, addresses and occupations of the persons who are members of and form the Executive Committee or Governing body of the said Association are as follows:—

1. **Babu Dwijendranath Tagore,** *President,*
   Zemindar, of No. 6, Dwarkanath Tagore's Lane, Calcutta.
2. **Rai Kali Prosanna Ghose Bahadur,**
   Land-holder, of Armanitolla, Dacca.
3. **Babu Akhoy Chunder Sircar,**
   Land-holder, of Kadamtolla, Chinsura, District Hooghly.
4. **Mohamahopadhya Hara Prosaud Shashtri,**
   Professor, Presidency College, of 48-1, Harrison Road, Calcutta.

   (Nos. 2–4: *Vice-Presidents.*)
5. **Babu Nagendranath Vasu,**
   Land-holder and Author, of No. 14, Telipara Lane, Calcutta.
6. ,, **Chandranath Basu,**
   Bengali Translator, Government of Bengal, of No. 5, Rughunath Chatterjee's Lane.
7. ,, **Rajendra Chandra Shastri,**
   Bengal Librarian, of No. 30, Tarruck Chatterjee's Lane.
8. ,, **Rajani Kanto Gupta,**
   Land-holder and Author, of No. 28/16, Akhil Mistry's Lane.
9. ,, **Surrut Chunder Sircar,**
   Land-holder, of No. 77/1, Muktaram Babu's Street.
10. **Roy Jotindranath Chowdhury,**
    Zemindar, of Burraha Nagore.
11. **Babu Monamohun Basu,**
    Land-holder and Author, of No. 203/2, Cornwallis Street.
12. ,, **Gopal Chunder Mukhopadhya,**
    Land-holder and Author, of No. 40, Sunkur Haldar's Lane.
13. ,, **Shiba Prosunna Bhuttacharjee,**
    Vakil, High Court, of No. 13, Punchanuntolla Lane.
14. ,, **Suresh Chunder Somajputty,**
    Editor, Sahitya Magazine, of No. 50, Hurry Ghose's Street.
15. ,, **Jogendra Nath Bidyabhusan,**
    Deputy Magistrate, Faridpore.

16. **Babu Gobindo Lal Dutt,**
Land-holder, of No. 18, Akroor Dutt's Lane.
17. **Babu Jogneswar Bundopadhya,**
Author and Editor, of No. 1, Sreenath Dass' Barrack.
18. **Babu Herendra Nath Dutt,** *Secretary,*
Solicitor, High Court, of No. 139, Cornwallis Street.
19. ,, **Pratul Chunder Basu,** *Assistant Secretary,*
Land-holder, of No. 12, Nababdi Ostagar's Lane.
20. ,, **Chundy Churun Bandopadhya,** *Assistant Secretary,*
Author, of No. 18, Ram Shaha's Lane.
21. ,, **Charu Chundra Ghose,** *Treasurer,*
Land-holder, of No. 7, Nobin Sircar's Lane.

4. The income and property of the association whencesoever derived shall be applied solely towards the promotion of the objects of the association and set forth in this memorandum of Association and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profits to the persons who at any time are or have been members of the association or to any of them or to any person claiming through any of them. Provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any officers or servants of the association or to any member thereof or other person in return for any services rendered to the association.
5. If upon the dissolution of the association there shall remain after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever the same shall not be paid to or distributed among the members of the association or any of them but shall be given or transferred to some other association or associations Institution or Institutions having objects similar to the objects of this association to be determined by the votes of not less than three-fifth of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution or in default thereof by such Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal as may have acquired Jurisdiction in the matter.

A copy of the Rules and Regulations of the said Bangiya Sahitya Parishad is filed with this memorandum of Association and the undersigned being three of the members of the Governing body of the said association do hereby certify that such copy of such rules and regulations is a correct copy of the rules and regulations of the said Bangiya Sahitya Parishad.

As witness our several and respective hands and signature this 10th day of April one thousand eight hundred and ninetynine.

Witness to the signatures.
Herendranath Datta
Solr. Calcutta.

Amrita Krishna Mullick,
Pleader, Shampukur, Calcutta.
Siba Prasanna Bhattacharjee,
Pleader, 33 Punchanantola, Calcutta.
N. K. Basu,
Magistrate, Rajshye.
Chunilaul Bose,
Chemical Examiner, Mahendra Bose's Lane, Calcutta.

Haridev Shastri,
Professor, Bishop's College, Ballygunj, Calcutta.

Roy Yatindra Nath Chowdhury,
Zemindar, Baranuggur, 24 Pergunnas.

Haraprosad Shastri,
Professor, Naihati, 24 Pergunnas.

Dwijendranath Tagore,
Zemindar, 6, Dwarkanath Tagore's Street, Calcutta.

Rajani Kanta Gupta,
Author, 28/16, Akhil Mistrie's Lane. Calcutta.

Suresh Chandra Samajpati,
Editor, 50, Hari Ghose's Street.

Nagendranath Vasu,
Editor, 14, Telipara Lane, Shampukur.

No. I.

Bangiya Sahitya Parisad
In the matter of Act XXI
of 1860
and
In the Matter of the Bangiya
Sahitya Parishad.
Memorandum
of
Association
Filed and Registered by me
as no. 1 of 1899—1900.
This 14th April 1899
(Registrar of Companies under
Act VI of 1882.)
Sd. Pratapa Chandra Ghosha
Registrar of Companies.
15-4-99.

প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব

পরিষদের প্রথমাবস্থায় বাৎসরিক অধিবেশন ছাড়া একটি সাম্বৎসরিক সম্মিলনীরও আয়োজন হইত। এই সম্মিলনীতে পরিষদের সভ্য ও গণমান্য ব্যক্তিবৃন্দ আহূত হইতেন। "পরিষৎ প্রতিষ্ঠার দিন প্রতি বৎসর পরিষদ্-মন্দিরে এক উৎসবের আয়োজন করা সম্বন্ধে" হিরণকুমার রায় চৌধুরী ১৩২৭ সালের ১৩ ফাল্গুন তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। তাহার পর ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিষ্ঠা-দিবস (৮ শ্রাবণ ১৩০০) স্মরণীয় করিবার জন্য এই দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া তাহাতে কোন মৃত সাহিত্যিকের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়" একখানি পত্র লেখেন। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে এই পত্র উপস্থিত করিলে স্থির হয় :—

(ক) আগামী ৮ই শ্রাবণ তারিখে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিষ্ঠা-দিবসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইবে এবং এই অধিবেশনে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবমত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

(খ) প্রতি বৎসর ৮ই শ্রাবণ এই উপলক্ষে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইবে এবং সেই বিশেষ অধিবেশনে এক বা একাধিক মৃত সাহিত্যিকের বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইবে।"

১৩৩৬ সাল হইতে প্রতি বর্ষে ৮ই শ্রাবণ তারিখে পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই দিন সাহিত্যিকগণের একটি প্রীতিসম্মিলন হয়। উৎসবের ব্যয়ভার প্রধানতঃ পরিষদের সদস্যবৃন্দের স্বতন্ত্র চাঁদার দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়।

প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

সাহিত্যিকগণের মৃত্যুতে পরিষদের মাসিক বা বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা আছে। শুধু শোকপ্রকাশই নহে, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পরলোকগত অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন।

১৩০৭ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হইলে পরিষৎ তাঁহার চিত্রপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। ইহাই পরিষৎ কর্ত্তৃক স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। রজনীবাবুর চিত্র প্রস্তুত হইলে ৭ মাঘ ১৩১২ তারিখের মাসিক অধিবেশনে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৩০৮ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখের মাসিক অধিবেশনে আর এক জন সাহিত্যিকের চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। তিনি আহিরিটোলা বীণাপাণি-সাহিত্য-সমিতি ও 'বীণাপাণি' মাসিক-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা রামগোপাল সেন; ১৩০৭ সালের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার অব্যবহিত পরেই ১৩০৮ সালের ১৯ ফাল্গুন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খ্যাতনামা স্বর্গীয় গ্রন্থকার ও লেখকগণের স্মরণচিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের ফটো, হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র প্রভৃতি সংগ্রহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু পরিষদের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত না-হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব স্থগিত থাকে। ১৩১৫ সালে পরিষদের বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মিত হইলে মৃত সাহিত্যিকগণের চিত্র রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমানে পরিষদ্-মন্দিরে সাহিত্যরথীগণের এত নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে যে, ইহার সহিত লণ্ডনের ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার আবি-মধ্যে 'পোয়েট্‌স্ কর্ণার'-এর তুলনা করা যাইতে পারে। এদেশে ইতিপূর্ব্বে এরূপভাবে একই স্থানে এত সাহিত্যিকের আলেখ্য-সংগ্রহের চেষ্টা আর কোথাও হয় নাই। এইখানে বলা দরকার, পরিষদে যে-সব চিত্র রক্ষিত হয়, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে; "পরিষদের নির্দ্দিষ্ট মাপ (৩'-৬" × ২'-৬")"—কা. নি. স. ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

এ যাবৎ পরিষদ্-মন্দিরে ৯টি প্রতিমূর্ত্তি ও ১৩৫খানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল।

মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার মূর্ত্তি	ভাস্কর	প্রদাতা
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	আর্ট স্কুলের শিক্ষক যদুনাথ পাল-নির্ম্মিত মৃন্ময়-মূর্ত্তি	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬ ভাদ্র ১৩৩৮	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমতিমোহন দত্ত-গুপ্ত	পরিষদের ব্যয়ে
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আর্ট স্কুলের অধ্যাপক হ্যাভেল সাহেবের পত্নী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্ল্যাষ্টার-মূর্ত্তি	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬ চৈত্র ১৩২৫	নবীনচন্দ্র সেন	১৫০০৲ টাকা ব্যয়ে জি. কে. মাত্রে-নির্ম্মিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি	পরিষদের ব্যয়ে
৪ আষাঢ় ১৩২৯	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১০০৲ টাকা ব্যয়ে ভি. পি. কর্ম্মারকার-নির্ম্মিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি	পরিষদের ব্যয়ে
১৩ শ্রাবণ ১৩২৩	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর		শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩ পৌষ ১৩৩৮	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	জনৈক ইটালীয়ান নির্ম্মিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি, bas-relief	শ্রীঅমল হোম
২২ চৈত্র ১৩১৫	রামমোহন রায়	ব্রিষ্টলে ডাঃ এষ্টলিন কর্ত্তৃক গৃহীত মুখের ছাঁচ হইতে নির্ম্মিত প্যারিস-প্ল্যাষ্টারের মূর্ত্তি	শিবনাথ শাস্ত্রী
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০০৲ টাকা ব্যয়ে ইটালীয়ান্ ভাস্কর এভাঞ্জেলিনো বইস্-নির্ম্মিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি	হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি

চিত্র

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	অক্ষয়কুমার দত্ত		তৈলচিত্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২০ আষাঢ় ১৩২৭	অক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীভবানীচরণ লাহা	ঐ	শ্রীভবানীচরণ লাহা
১৪ শ্রাবণ ১৩৪০	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
৩ আষাঢ় ১৩২৯	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ	অক্ষয়চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি
১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩	অদ্বৈতচরণ আঢ্য		ঐ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
? ১৩৩৭ *	অন্নদাপ্রসাদ বাগচী		ফটো	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র
১৬ আষাঢ় ১৩৪১	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		ঐ	জামাতৃগণ
১৪ শ্রাবণ ১৩২৩	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী		ঐ	শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৯ ফাল্গুন ১৩৩৪	অশ্বিনীকুমার দত্ত		ঐ	শ্রীসুকুমার দত্ত ও ভ্রাতৃগণ
১৩১৫ ?	আনন্দরাম বড়ুয়া		ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
৭ মাঘ ১৩৩৫	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	শ্রীকালীধন চন্দ্র	তৈলচিত্র	পরিষদের ব্যয়ে
২ ভাদ্র ১৩১৮	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশি	ঐ	মোহিনীনাথ বিশি
২২ ফাল্গুন ১৩১৬	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅভয়াচরণ চৌধুরী	ঐ	কতিপয় বন্ধুর অর্থে
২৭ শ্রাবণ ১৩১৩	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		ঐ	নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
২৪ আশ্বিন ১৩১৬	উমেশচন্দ্র বটব্যাল		ঐ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮	এণ্ডার্সন, জে. ডি.		ফটো	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
১৩১৮ ?	কানাইলাল মুখোপাধ্যায়		ঐ	শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	কালীকৃষ্ণ ঠাকুর		তৈলচিত্র	শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
৮ শ্রাবণ ১৩৩৯	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ		ঐ	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭	কালীপ্রসন্ন ঘোষ		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	কালীপ্রসন্ন সিংহ		ঐ	বিজয়চন্দ্র সিংহ
১৬ বৈশাখ ১৩২৪	কালীবর বেদান্তবাগীশ		ঐ	পরিষদের ও পরিষৎ-সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর ব্যয়ে
৭ ভাদ্র ১৩৩৭	কালীপ্রসাদ ঘোষ		ঐ	শ্রীনারায়ণপ্রসাদ ঘোষ
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার		ঐ	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
৮ আষাঢ় ১৩২০	কেদারনাথ দত্ত		ঐ	সচ্চিদানন্দ দত্ত

* "...অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষার্থ সংগ্রহ করা হউক।"—কা. নি. স. ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
১৮ ভাদ্র ১৩২২	কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ		তৈলচিত্র ও ফটো	ভক্তিবিনোদ-স্মৃতিসভা
১১ আষাঢ় ১৩২৯	কৈলাসচন্দ্র সিংহ		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
? ১৩১৩	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী		তৈলচিত্র	পুত্র
৮ আষাঢ় ১৩২০	গঙ্গাধর সেন কবিরত্ন		ঐ	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
৩ শ্রাবণ ১৩৩২	গিরিশচন্দ্র ঘোষ		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী		ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
১১ শ্রাবণ ১৩২৬	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়		ঐ	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
৩ আশ্বিন ১৩২৭	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীচিন্তামণি মান্না	ঐ	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৪ শ্রাবণ ১৩২৩	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার		তৈলচিত্র	মোহিনীনাথ বিশি
৩১ বৈশাখ ১৩১৮	চন্দ্রনাথ বসু	শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা	ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
৬ শ্রাবণ ১৩৩০	চন্দ্রশেখর কর		ফটো	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থে
১৪ শ্রাবণ ১৩৪০	চন্দ্রশেখর বসু		ঐ	শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন
৬ শ্রাবণ ১৩৩০	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৪ শ্রাবণ ১৩৪০	চিত্তরঞ্জন দাশ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	তৈলচিত্র	পরিষদের ব্যয়ে
২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪২	চুণীলাল বসু	শ্রীকালীধন চন্দ্র	ঐ	পুত্রগণ
১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		তৈলচিত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭ আশ্বিন ১৩৩৪	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়		ফটো	শ্রীজ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায়
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	দীনবন্ধু মিত্র		তৈলচিত্র	পুত্রগণ
২৩ চৈত্র ১৩১৫	দুর্গাদাস কর		ঐ	রাধাগোবিন্দ কর
১১ আষাঢ় ১৩২৯	দুর্গানারায়ণ সেন		ঐ	কতিপয় বন্ধুর অর্থে
৬ শ্রাবণ ১৩৩০	দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী		ঐ	ফুল্লনলিনী রায়
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫*	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		ঐ	?
৭ আশ্বিন ১৩৩৪	দেবেন্দ্রনাথ সেন		ফটো	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থে

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
২০ মাঘ ১৩৩০	দেবেন্দ্রবিজয় বসু		ফটো	পুত্রগণ
২৫ ফাল্গুন ১৩৪১	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শশিকুমার হেশ	তৈলচিত্র	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১ মাঘ ১৩৩৫	দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী		ঐ	শ্রীদ্বিপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়		ফটো	যোগেন্দ্রনাথ বসু, চন্দননগর
৪ শ্রাবণ ১৩৩১	ঐ		তৈলচিত্র	শ্রীজটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭	ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়		ঐ	শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬ আষাঢ় ১৩৩৯	নবীনচন্দ্র আঢ্য		ঐ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩	নবীনচন্দ্র দাস		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৬ শ্রাবণ ১৩৩৩	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		ঐ	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
৬ ভাদ্র ১৩৩৮	নীলরতন মুখোপাধ্যায়		ঐ	বীরভূমবাসী কতিপয় সদস্য
৩ শ্রাবণ ১৩৩২	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়		তৈলচিত্র	শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ
৬ শ্রাবণ ১৩৩০	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
২৪ মাঘ ১৩১৬	প্যারীচাঁদ মিত্র		তৈলচিত্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র
২৫ ভাদ্র ১৩২৩	প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		ফটো	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪ শ্রাবণ ১৩৩১	প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস		তৈলচিত্র	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮	প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী		ঐ	ভক্তগণ
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	দিব্যেন্দুসুন্দর ও পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩ শ্রাবণ ১৩২২	বরদাচরণ মিত্র		ঐ	পুত্রগণ
২৮ পৌষ ১৩২৪	বিনয়কৃষ্ণ দেব	শ্রীকালীধন চন্দ্র	ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
২০ ফাল্গুন ১৩৪০	বিপিনচন্দ্র পাল		ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
১৯ ভাদ্র ১৩২২	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়		ফটো	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২১ ভাদ্র ১৩১৫	বিবেকানন্দ		তৈলচিত্র	ব্রহ্মানন্দ স্বামী
৬ শ্রাবণ ১৩৩০	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী		ঐ	শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৪ শ্রাবণ ১৩৩১	বিহারীলাল সরকার		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
২৬ শ্রাবণ ১৩১৯	বীরেশ্বর পাঁড়ে		ঐ	মনোমোহন পাঁড়ে
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮	বৈকুণ্ঠনাথ বসু		ফটো	জানকীনাথ বসু
২৫ মাঘ ১৩২৫	ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা	তৈলচিত্র	পরিষদের ব্যয়ে
৭ চৈত্র ১৩২৭	ব্যোমকেশ মুস্তফী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী *	শ্রীঅজিতকুমার সেন	ফটো	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

* রামেন্দ্রবাবুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার দিন "এই যুগ্ম চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"—কা. নি. স. ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	ভূদেব মুখোপাধ্যায়		তৈলচিত্র	মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
৩ শ্রাবণ ১৩৩২	ভূপেন্দ্রনাথ বসু		ঐ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
১১ ফাল্গুন ১৩৩৬	ভোলানাথ চন্দ্র		ঐ	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র
১০ আষাঢ় ১৩৩৭	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়		ঐ	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
১৬ বৈশাখ ১৩২৪	মধুসূদন বাচস্পতি		ঐ	অটলবিহারী ঘোষ
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা	ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
৩ ফাল্গুন ১৩৩১	মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ		ফটো	দেবেন্দ্রবালা দাসী
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪১	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়		তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী		ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
৫ আশ্বিন ১৩২৫	মনোমোহন বসু	শ্রীঅবনীকৃষ্ণ বসু	ঐ	শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
১১ আষাঢ় ১৩২৯	মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭	মশারফ হোসেন	শ্রীঅজিতকুমার সেন	ঐ	ঐ
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি		ঐ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত		ফটো	
১০ ভাদ্র ১৩১৮	ঐ	শশিভূষণ পাল	তৈলচিত্র	শিবনাথ শাস্ত্রীর সংগৃহীত অর্থে
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪১	মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়		ফটো	শ্রীঅনুরূপা দেবী
২৬ আষাঢ় ১৩৩৯	যাদবেশ্বর তর্করত্ন		তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭	যোগীন্দ্রনাথ বসু		ঐ	শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়	শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা	ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
২৬ চৈত্র ১৩১৫	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু		ঐ	বরদাপ্রসাদ বসু
৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ		ঐ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ মাঘ ১৩১২	রজনীকান্ত গুপ্ত	তপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
১৪ শ্রাবণ ১৩২৩	রজনীকান্ত সেন	শ্রীকালীধন চন্দ্র	ঐ	রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি
৮ শ্রাবণ ১৩৩৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		ফটো	শ্রীঅমল হোম
২৪ আশ্বিন ১৩১৬	রাজনারায়ণ বসু		তৈলচিত্র	শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪২	রাজেশ্বর দাশগুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	পুত্রগণ
২ চৈত্র ১৩৩৫	রাধাগোবিন্দ কর		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪২	রামকৃষ্ণ পরমহংস		ঐ	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮	রামগোপাল সেন		ফটো	বীণাপাণি-সাহিত্য-সমিতি
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭	রামতনু লাহিড়ি		ঐ	শরৎকুমার লাহিড়ি

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
১২ আশ্বিন ১৩২০	রামদাস সেন		তৈলচিত্র	শ্রীমণিমোহন সেন ও বোধিসত্ত্ব সেন
২৭ ফাল্গুন ১৩৪০	রামমোহন রায়		ফটো	শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ আশ্বিন ১৩১৬	ঐ		ঐ	পরিষদের ব্যয়ে
৭ চৈত্র ১৩২৭ *	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপুলিনকৃষ্ণ কুণ্ডু	তৈলচিত্র	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬	লিওটার্ড, এল	শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা	ঐ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩০ আষাঢ় ১৩২৫	শরচ্চন্দ্র দাস		ঐ	শ্রীপ্রবোধকুমার দাস
৩০ শ্রাবণ ১৩২৭	শরচ্চন্দ্র দেব		ফটো	বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনী
১৪ চৈত্র ১৩৩৭	শশধর তর্কচূড়ামণি		তৈলচিত্র	কতিপয় শিষ্য
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫	শিবনাথ শাস্ত্রী		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১০ ভাদ্র ১৩১৮	শিশিরকুমার ঘোষ	শশিভূষণ পাল	তৈলচিত্র	শিশিরকুমার-স্মৃতি-সমিতি
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
৬ শ্রাবণ ১৩৩০	শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর		তৈলচিত্র	শ্রীঅবনীমোহন ঠাকুর
? ১৩১৫	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার		ফটো	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭	সখারাম গণেশ দেউস্কর	শ্রীঅজিতকুমার সেন	ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
১৬ আষাঢ় ১৩৪১	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		ঐ	শ্রীশতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
১১ আষাঢ় ১৩২৯	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ		তৈলচিত্র	কোন ভক্ত শিষ্য [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮	ঐ		ফটো	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার
২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭	সত্যচরণ মিত্র		ঐ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র
১২ শ্রাবণ ১৩১৯	সত্যব্রত সামশ্রমী		তৈলচিত্র	শ্রীশিবব্রত সামরত্ন
৩ চৈত্র ১৩২৯	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		ফটো	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
১০ আষাঢ় ১৩৩৭	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত		তৈলচিত্র	বালীগঞ্জ ললিতকলা-সংসদ্
৪ শ্রাবণ ১৩৩১ +	সারদাচরণ মিত্র		ঐ	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ ভাদ্র ১৩৩৮	ঐ		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার

* কা. নি. স. ৯ম অধিবেশন, ১৩ ফাল্গুন ১৩২৭।

+ "চিত্রখানি কোন কারণে সামান্য বিকৃত হওয়াতে চিত্রকর তাহা সংশোধনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে চিত্রকরের মৃত্যু হয়; কাজেই চিত্রখানি উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা হয় নাই।"—৩৮শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ২১।

প্রতিষ্ঠাকাল	কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
২৬ আষাঢ় ১৩৩৯	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর		ফটো	পুত্রকন্যাগণ
১৬ আষাঢ় ১৩৪১	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	তৈলচিত্র	পরিষদের ব্যয়ে
১ আশ্বিন ১৩৪২	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	শ্রীবিমলাচরণ লাহা
৯ ফাল্গুন ১৩২১	হরিনাথ ন্যায়রত্ন		ঐ	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২ শ্রাবণ ১৩১৯	হ্যাভেল, ঈ. বি.		ঐ	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিষদ্-মন্দিরে বিশেষজ্ঞগণের লোকরঞ্জক বক্তৃতা

অনেকে সময়-সময় অনুযোগ করিয়া থাকেন, পরিষৎ যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন বা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কোনই সাহায্য হইতে পারে না; কারণ, সেগুলি প্রধানতঃ বিশেষজ্ঞগণের উপযোগী হয়। এ অনুযোগ আংশিক সত্য। কিন্তু সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তাকল্পে পরিষৎ যে একেবারেই নিশ্চেষ্ট, এ-কথা বলিলে অন্যায় হইবে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রত্যেক বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে লোকরঞ্জক বক্তৃতাদানের উপকারিতা পরিষৎ প্রথমাবস্থা হইতেই উপলব্ধি করেন এবং ইহা কার্য্যকর করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর চেষ্টায় ১৩০৬ সালে সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হয়; তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে "একালের দর্শন" নামে চারিটি বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন। তাহার পর ১৩১২ সালে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় সাধারণের উপযোগী বক্তৃতা দেওয়াইবার বিশেষ চেষ্টা হয় এবং ইহার ফলে ১৩১৩ সালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বক্তৃতা করেন। ১৩১৬ সালে পরিষৎ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিজ্ঞান-প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ইন্দুমাধব মল্লিক ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দান করেন। তাহার পর শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু পরিষদের সভাপতি হইলে ১৩২৪ সাল হইতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ধারাবাহিক বক্তৃতামালার বিশেষ আয়োজন হয়। বসু-মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার আহ্বানে শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুণীলাল বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে পরিষদ্-মন্দিরে লোকরঞ্জক বক্তৃতা দান করেন।

এখনও প্রতি বৎসর বিশেষজ্ঞেরা সাধারণের উপযোগী বক্তৃতা দিয়া থাকেন। পরিষদের আয়োজনে এ-যাবৎ যে-সকল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত লোকরঞ্জক বক্তৃতাদ্বারা দেশে শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম, বক্তৃতার বিষয়, প্রভৃতির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল।

বক্তৃতার তারিখ	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
১৩০২, ২২ জ্যৈষ্ঠ	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	নাটকের ইতিবৃত্ত	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৩০৩, ১ আষাঢ়	চন্দ্রনাথ বসু	বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রচলন	
২৯ আষাঢ়	নবীনচন্দ্র সেন	বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন	চন্দ্রনাথ বসু
২৯ ভাদ্র, ২৪ কার্ত্তিক, ৫ মাঘ	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী	মনোবিজ্ঞান	ঐ
১৩০৬, ৮ জ্যৈষ্ঠ	চন্দ্রনাথ বসু	বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি	
১৮ অগ্রহায়ণ, ৮ মাঘ, ১৯ ও ২৫ চৈত্র	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	একালের দর্শন	
১৩১০, ৩১ জ্যৈষ্ঠ	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯ ফাল্গুন	শরচ্চন্দ্র দাস	লাসা নগর ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার	কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
১৩১২, ৯ পৌষ	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর *	সাংখ্যের লোকান্তরবাদ	
১৪ মাঘ	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশীর বৌদ্ধস্তূপ সারনাথ স্তম্ভের ছায়াচিত্র ও বক্তৃতা	প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
১৭ মাঘ	তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর	আত্মা ও কর্ম্ম	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
২৪ মাঘ	ঐ	পদার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
১ ফাল্গুন	ঐ	অদৃষ্ট ও পুরুষকার	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
৮ ফাল্গুন	ঐ	বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
১৩১৩, ৯ ও ২৬ আষাঢ়	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙ্গলা বর্ণমালা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১৭ আষাঢ়	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
২৭ শ্রাবণ	ঐ	ঐ	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
৩ ভাদ্র	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	মৃত ও পুনর্জ্জীবনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে তিব্বতীয় মত	সারদাচরণ মিত্র
১৩১৫, ৮ চৈত্র	শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল	ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩১৬, ২ আশ্বিন	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মায়াপুরী	সারদাচরণ মিত্র
১৬ আশ্বিন	বনওয়ারিলাল চৌধুরী	জীববিজ্ঞান	
৩, ২৩ ও ৩০ মাঘ	ইন্দুমাধব মল্লিক	শরীরবিজ্ঞান	
২২ ফাল্গুন	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	গাজী সাহেবের গান	সারদাচরণ মিত্র

* তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়কে পাঁচটি বক্তৃতার জন্য ২৩ চৈত্র ১৩১২ তারিখে ২৫ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়।

বক্তৃতার তারিখ	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
১৩১৭, ১৯ ভাদ্র, ২৫ অগ্রহায়ণ, ২২ মাঘ	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	অতীত যুগের মানব (ভূবিদ্যা-সম্বন্ধীয়)	
১৩১৮, ২৮ শ্রাবণ, ৩১ ভাদ্র	ঐ	ঐ	
১৩২১, ৯ ফাল্গুন	রিথাঙ কিমুরা	বাংলায় বক্তৃতাকরণ ও হরপ্রসাদশাস্ত্রীর স্বর্ণপদক দান	
১৩২৪, ১৬ অগ্রহায়ণ	শ্রীযদুনাথ সরকার	মারাঠা অভ্যুদয়ের ইতিহাস	
১৯ পৌষ	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	ভারত-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়	
৭ চৈত্র	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু	আহত উদ্ভিদ (যন্ত্রাদির সাহায্যে)	
১৩২৫, ২৫ আষাঢ়	শ্রীযদুনাথ সরকার	শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব	নিবারণচন্দ্র ঘটক
১১ চৈত্র	চুণীলাল বসু	আহার-তত্ত্ব (আলোকচিত্র সহ)	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
২৭ চৈত্র	ঐ	ঐ	শ্রীনীলরতন সরকার
১৩২৬, ১৫ শ্রাবণ	ঐ	ঐ	আশুতোষ চৌধুরী
৩ অগ্রহায়ণ	ঐ	পরিপাক-তত্ত্ব (আলোকচিত্র সহ)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৮ পৌষ	ঐ	ঐ	চুণীলাল বসু
১৬ ফাল্গুন	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২৩ ফাল্গুন	ঐ	উপনিষদে ব্রহ্ম ও জগৎ	ঐ
৩০ ফাল্গুন	ঐ	উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীব	ঐ
২৭ চৈত্র	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বাঙ্গালার লিপিকথা (ছায়াচিত্র সহ)	ঐ
২৯ চৈত্র	শ্রীমন্মথমোহন বসু	জীবের উৎপত্তি ও লক্ষণ	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩২৭, ১০ বৈশাখ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বাঙ্গালার লিপিকথা (ছায়াচিত্র সহ)	
৯ আশ্বিন	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	গান্ধারের ভাস্কর্য্য (আলোকচিত্র সহ)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৯ চৈত্র	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু	স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ (ছায়াচিত্র সহযোগে)	ঐ
১৩২৮, ২২ জ্যৈষ্ঠ	শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য	ব্রহ্মা	ঐ
২৪ জ্যৈষ্ঠ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	বিষ্ণু	ঐ
২৬ জ্যৈষ্ঠ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	মহাদেব	ঐ
২০ মাঘ	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	নেপালের শিল্প (আলোকচিত্র সহ)	ঐ
১৩২৯, ৪ কার্ত্তিক	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	ব্রাত্য কাহাকে বলে	ঐ
১৫ পৌষ	ঐ	জয়দেব ও চণ্ডীদাস	ঐ

বক্তৃতার তারিখ	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
১৩২৯, ২২ পৌষ	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	বৌদ্ধদর্শন	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
২৬ ফাল্গুন	ঐ	ঐ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩০ পৌষ	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ
১৩, ২০ ও ২৭ মাঘ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	সাংখ্যদর্শন	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
৫ ফাল্গুন	ঐ	ঐ	ললিতচন্দ্র মিত্র
১০ চৈত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শিবাজীর সৈন্যদল	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৩৩০, ৫ বৈশাখ	শ্রীবিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়	কৈলাস, মানস-সরোবর, আদি বদরী-নাথ প্রভৃতি (ম্যাজিক লণ্ঠন সহ)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৬ ও ১৯ শ্রাবণ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২৯ ভাদ্র	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বিদ্যাপতি	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
২১ পৌষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	হিন্দুর বিবাহ-বিধির মূলে সুজনবিদ্যা	শ্রীমন্মথমোহন বসু
১৬ মাঘ	শ্রীরেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ	উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
২৩ মাঘ	শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য	জৈনদর্শনে স্যাদ্বাদ	ঐ
৯ চৈত্র	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	জৈনদর্শন	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৩১, ২৯ মাঘ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্যোতিষিক বার্ত্তা	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১৬ ফাল্গুন	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	ধর্ম্মজগতে হিন্দুর স্থান	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৩২, ১৭ জ্যৈষ্ঠ	দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	রেখাশব্দাভিজ্ঞান	মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী
২৬ অগ্রহায়ণ	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন	ভারতে কাচ (ম্যাজিক লণ্ঠন সহ)	চুণীলাল বসু
১ ফাল্গুন	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	ব্রহ্মসূত্রে শাক্তবাদ	
৮ ফাল্গুন	ঐ	ব্রহ্মসূত্রে সাকার শক্তি তত্ত্ব	
২২ ফাল্গুন	ঐ	শাক্ত চিদচিদবাদ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২৯ ফাল্গুন	ঐ	ব্রহ্মসূত্রে মাতৃভাব	ঐ
৬ ও ১৩ চৈত্র	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বৌদ্ধধর্ম্ম	ঐ
১৩৩৩, ১৫ জ্যৈষ্ঠ	ঐ	ঐ	ঐ
৪ আষাঢ়	স্টেলা ক্রামরিশ	প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য্য (ইংরেজীতে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে)	চুণীলাল বসু
২৬ আষাঢ়	শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	বেতারের আবিষ্কার	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র
১২ অগ্রহায়ণ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাস্তব জীবনে ফলিত জ্যোতিষের স্থান	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বক্তৃতার তারিখ		বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
১৩৩৩,	৩০ মাঘ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	ছাতনায় চণ্ডীদাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	২৩ চৈত্র	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	সরস্বতী	ঐ
১৩৩৪,	৫ ও ১২ ফাল্গুন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	বলিদ্বীপ (ম্যাজিক লণ্ঠন সহ)	ঐ
	২৭ ফাল্গুন	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	সরস্বতী	চুণীলাল বসু
	৪ চৈত্র	শ্রীকালিদাস নাগ	কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা (ম্যাজিক লণ্ঠন সহ)	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৩৫,	১৪ পৌষ	শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর	গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
	৪ চৈত্র	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	সরস্বতী (ছায়াচিত্র সহযোগে)	চুণীলাল বসু
	৮ চৈত্র	শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	জড়ের উপাদান (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও ছায়াচিত্র সহযোগে)	শ্রীমন্মথমোহন বসু
১৩৩৬,	২৫ শ্রাবণ	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান	শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
	২০ আশ্বিন	ঐ	ঐ	শ্রীমন্মথমোহন বসু
	৪ ফাল্গুন	ঐ	ঐ	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	৫ আশ্বিন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	২১ অগ্রহায়ণ	শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল	সুরদাস	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	২৮ অগ্রহায়ণ	ঐ	ঐ	রেভারেণ্ড এ. দন্তেইন
	ফাল্গুন	ঐ	ঐ	শ্রীহেমচন্দ্র সেন
	১৩ ফাল্গুন	ঐ	ঐ	শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল
	২৫ মাঘ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শব্দ-চয়ন	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
১৩৩৭,	২১ আষাঢ়	শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল	সুরদাস	ঐ
	২৮ ভাদ্র	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	লক্ষ্মী (ছায়াচিত্র সহযোগে)	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	২৭ অগ্রহায়ণ	শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	যুধিষ্ঠিরের সময়	মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী
১৩৪০,	৪ চৈত্র	শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু	পুরাণে যুগকল্পনা	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
১৩৪১,	২৩ বৈশাখ	ঐ	কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল	ঐ
	১১ অগ্রহায়ণ	উৎকলনিবাসী ধর্ম্মগুরু ব্রহ্মাবধূত বিশ্বনাথ বাবা	উড়িষ্যার মহিমা বা অলেখ নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব ও ইতিকথা	শ্রীবিনায়ক মিশ্র
	১৮ মাঘ	শ্রীযদুনাথ সরকার	উত্তর-ভারতে মুসলমানী ও ইংরেজী যুগের সন্ধিক্ষণ	শ্রীযদুনাথ সরকার
	৩ ফাল্গুন	ঐ	মহারাষ্ট্র দেশে ইতিহাস-চর্চ্চার ধারা	ঐ
	১১ ফাল্গুন	ঐ	ঐতিহাসিক গবেষণার অত্যাবশ্যক উপাদান	ঐ

বক্তৃতার তারিখ	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
২১ ও ২৬ বৈশাখ	সুন্দর শর্ম্মা	ভারতবর্ষের একটি প্রাক্-বৌদ্ধ মানমন্দির (ইংরেজীতে)	
৩ আশ্বিন	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	সাধনা ও সাহিত্য	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৪ আশ্বিন	শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু	রামের তাম্রশাসন ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লৌহস্তম্ভের কথা	ঐ
৫, ২৩ পৌষ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি	
৬ চৈত্র	শ্রীযদুনাথ সরকার	মারাঠা জীবন-প্রভাত	
৭ চৈত্র	ঐ	শিবাজী	
৮ চৈত্র	ঐ	শিবাজীর পরবর্ত্তী মারাঠা ইতিহাসের সার কথা	

পদক ও পুরস্কার

বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে, লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য অর্থ কিংবা পদক পারিতোষিকের ব্যবস্থা সম্বন্ধে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৩০১ সালের ৩০ ভাদ্র তারিখে পরিষদের সভাপতিকে লিখিয়াছিলেন :—

> "…বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। তজ্জন্য সময়ে সময়ে প্রবন্ধ ও রচনা লিখিবার জন্য এবং বক্তৃতা দিবার জন্য নূতন লেখক এবং বক্তাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তজ্জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতা এবং বক্তাদিগকে অর্থ কিংবা পদক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে লোকের মনও এদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষারও পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে। বিশেষতঃ দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষার উচ্চ শ্রেণীর অতি অল্পই পুস্তক আছে। এই উপায়ে বঙ্গভাষার সে অভাবও অনেকটা দূরীকৃত হইবে।—১ম বর্ষ, ৫ম মাসিক অধিবেশনের (৮ আশ্বিন ১৩০১) কার্য্যবিবরণ।

এই পত্র লিখিয়াই যতীন্দ্রবাবু কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে (৭ মাঘ ১৩০১) বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পাঁচ শত টাকা, এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখককে আড়াই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের ভার পরিষদের হস্তে সমর্পণ করেন। আরও অনেক বিদ্যোৎসাহী বন্ধু কেহ স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক, কেহ পুস্তক, কেহ বা নগদ মুদ্রার পুরস্কার বিতরণের ভার পরিষদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এ-যাবৎ যে-সকল পদক ও পুরস্কার পরিষৎ কর্ত্তৃক বিতরিত হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক

"যতীন্দ্রনাথ" পুরস্কার

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩০৫	২৫০৲	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	প্রাচীন ও নব্য ন্যায়	মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ	চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ
১৩০৬	৫০০৲	ঐ	অদ্বৈতবাদ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীবর বেদান্তবাগীশ	শ্রীদুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ও প্রিয়নাথ সেন, এম-এ, বি-এল্ (তুল্যাংশে)

"কৃষ্ণভাবিনী বসুমল্লিক" পুরস্কার

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩০৬	৫০০৲ এবং মুদ্রণ-ব্যয় ১৫০৲	মন্মথনাথ বসু-মল্লিক	আর্য্যজাতির সমাজ-বন্ধন	চন্দ্রনাথ বসু, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	শ্রীভারদ্বাজ ওরফে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিনয়কৃষ্ণ দেব পুরস্কার

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩০৬	৫০৲	বিনয়কৃষ্ণ দেব	বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় নবপ্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা ভাষার রচনা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারে		পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

"বীরেশ্বর পাঁড়ে" পুরস্কার

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩১৯	১০০৲	মনোমোহন পাঁড়ে	বেদে উক্ত দেবগণের রূপ-কল্পনা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৩২০	১০০৲	ঐ	বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী (তুল্যাংশে)

রজনীকান্ত সেন রৌপ্যপদক

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩১৯	রৌপ্য পদক	পাবনা ইউনিয়ন সভা	রজনীকান্ত সেনের জীবনী	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকালিদাস রায়

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক

নবীনচন্দ্র স্মৃতিপদক

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩১৯	রৌপ্য-পদক	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন	নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে নারীচরিত্র	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবঙ্কলামোহন দাশগুপ্ত
১৩২০	ঐ	ঐ	কবিবর নবীনচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র	ঐ	শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা
১৩২৭	ঐ	ঐ	নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র	ঐ	ঐ
১৩২৮	ঐ	ঐ	নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা'-চরিত্র	ঐ	শ্রীউষাময়ী সেনগুপ্তা
১৩৩০	ঐ	ঐ	নবীনচন্দ্রের কাব্যে জরৎকারু চরিত্র	ঐ	শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়

হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩২২	স্বর্ণপদক	হেমচন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডার	কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সমালোচনা	বরদাচরণ মিত্র ১	শ্রীননীগোপাল মজুমদার
১৩২৫	ঐ	ঐ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যসমালোচনা	যোগীন্দ্রনাথ বসু ২	শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৩২৮	ঐ	ঐ	মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ধর
১৩৩৫	ঐ	ঐ	নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীরামচরণ নাথ
১৩৩৬	ঐ	ঐ	হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

প্রভাবতী পুরস্কার

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩২০	৪৭ টাকা মূল্যের পুস্তক	রাজবল্লভ মিত্র	প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথা অবলম্বনে নারীজাতির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী৩	শ্রীকনকলতা গুপ্তা

১ কা. নি. স. ১১ই শ্রাবণ ১৩২১।
২ কা. লি. স. ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।
৩ কা. নি. স. ৬ই বৈশাখ ১৩২০।

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
			কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণপদক		
১৩২০	১০০৲ মূল্যের স্বর্ণপদক	হৃষীকেশ মিত্র	বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
			শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার		
১৩২০	২৫৲	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ভক্ত গদাধর পণ্ডিতের জীবনী	সারদাচরণ মিত্র	শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ডু
১৩২২	ঐ	ঐ	বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন ভক্তের জীবনী ৪	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী৫	শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট
১৩২৪	ঐ	ঐ	শ্রীনিবাসের জীবনচরিত	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী৬	শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট
১৩২৬	ঐ	ঐ	নরহরি সরকারের জীবনী	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীভোলানাথ ঘোষ
১৩২৭	২৫৲ মূল্যের সুবর্ণপদক	ঐ	সেণ্ট অগষ্টিনের জীবনচরিত্র	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ
১৩২৮	২৫৲	ঐ	নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
			রাধেশচন্দ্র শেঠ রৌপ্যপদক		
১৩২০	রৌপ্যপদক অথবা ২১৲	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ
১৩২৭	২১৲	ঐ	মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবঙ্কিমচরণ মল্লিক
			হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণপদক		
১৩২৪	স্বর্ণপদক	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত'	ললিতচন্দ্র মিত্র ৭	শ্রীবঙ্কিমচরণ মল্লিক

৪ কা. নি. স. ২২ পৌষ ১৩২০। এই পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধটি খুব সম্ভব ১৩২২ সালের ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত "মাধব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটি-মাহাত্ম্য"।

৫ কা. নি. স. ১১ শ্রাবণ ১৩২১।

৬-৭ কা. নি. স. ৭ ভাদ্র ১৩২৩।

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
১৩২৪	স্বর্ণপদক	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক	শ্রীমন্মথমোহন বসু ৮	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
১৩৩০	ঐ	ঐ	জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

কেদারনাথ দত্ত রৌপ্যপদক

১৩২৪	রৌপ্যপদক	শ্রী এস্ দত্ত	রূপকথা সংগ্রহ	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৯	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার।

১৩২৪	২৫৲	প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী-স্মৃতিসমিতির পক্ষ হইতে রায় নীরদ-কৃষ্ণ রায়	জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০	শ্রীআশালতা সেন

শশিপদ রৌপ্যপদক

১৩২৫	রৌপ্যপদক	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায়	চুণীলাল বসু ১১	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
১৩২৬	ঐ	ঐ	জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব	শ্রীযদুনাথ সরকার	শ্রীসুশীলানন্দ সেন
১৩২৭	ঐ	ঐ	জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩৩০	ঐ	ঐ	বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন	চুণীলাল বসু	শ্রীকালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৮-১০ কা. নি. স. ৭ ভাদ্র ১৩২৩।

১১ কা. নি. স. ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
			ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদক		
১৩২৫	স্বর্ণপদক	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	বঙ্গের পাঁচালি সাহিত্য	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২	শ্রীরাধাবল্লভ নাগ
১৩২৮	ঐ	ঐ	বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীপুরাণদাস সাংখ্যতীর্থ
			ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক		
১৩২৬	স্বর্ণপদক	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
১৩২৭	ঐ	ঐ	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচারব্যবহারের পরিচয়	ঐ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন
১৩৩০	ঐ	ঐ	বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত)	ঐ	শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
			দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার		
১৩২৬	১০০৲	দীনবন্ধু মিত্রের পুত্রগণ	বঙ্গের নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৩	শ্রীসুশীলকুমার দে
			যোগীন্দ্রনাথ রায় স্বর্ণপদক		
১৩২৮	স্বর্ণপদক	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়	রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনায় সঙ্গীত-পারদর্শিতার জন্য		শ্রীলীলা দেবী
			স্যর গুরুদাস রৌপ্যপদক		
১৩৩০	রৌপ্যপদক	স্যর গুরুদাস স্মৃতি-তহবিল	৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য-সংগ্রহ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

১২ কা. নি. স. ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

১৩ কা. নি. স. ১৮ আষাঢ় ১৩২৫।

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
		অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক			
১৩৩৫	রৌপ্যপদক	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরত্নমালা দেবী
		জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক			
১৩৩৫	রৌপ্যপদক	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার	মাইকেলের ছন্দ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	শ্রীরামচরণ নাথ
		গগনচন্দ্র পুরস্কার			
১৩৩৫	৫০৲	শ্রীগণপতি সরকার	স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীমালতীমালা দেবী
		রামগোপাল রৌপ্যপদক			
১৩৩৬	রৌপ্যপদক	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	অক্ষয়কুমারের 'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার বসু
		রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার			
১৩৩৬	১০০৲	রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি তহবিল	শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যান সমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীসুকুমার সেন

প্রাদেশিক শাখা-সভা

পরিষদের প্রথম বর্ষে, শিলং সাহিত্য-সভার সম্পাদক হরিচরণ সেন ২ আশ্বিন ১৩০১ তারিখে পরিষদ্‌কে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি আসামের শিলং সাহিত্য-সভাকে "পরিষদের শাখা ও সহচর" রূপে পরিগণিত করিবার অনুরোধ করেন। পর বৎসর (১৩০২) দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় "মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখাস্থাপন" সম্বন্ধে পত্র লেখেন। কিন্তু পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নাই (কা. নি. স. ১২ কার্ত্তিক ১৩০১ ; ১৬ ভাদ্র ১৩০২)। তাহার পর ১৩০৮ সালে ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রাদেশিক শাখা-সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাও তখন স্থগিত করা হয় (১২শ বা. বি. ১১)।

"কুণ্ডী-সন্তঃপুষ্করিণী হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসারবৃদ্ধি এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় উহার একটি করিয়া শাখা-সভা স্থাপিত হউক।' ঠিক এই সময়েই পরিষদের অন্যতম নেতা এবং পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও উহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তারের জন্য এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মফস্বলের সাহিত্য-সমিতিগুলির সহিত পরিষদের একটা সংযোগ ও একক্রিয়তা স্থাপনের জন্য পত্রব্যবহার করিতেছিলেন।··· এই উভয় প্রস্তাব-সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র তারিখে পরিষদের [কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির] একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উপস্থিত প্রস্তাব দুইটি অত্যাবশ্যকীয় এবং প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি, শেষোক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বিবেচনায়, পরিষদ্ বহু আলোচনার পর এই উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। আপাততঃ পরীক্ষার জন্য রঙ্গপুরেই পরিষদের প্রথম শাখা স্থাপিত হউক, ইহা নির্ণীত হয়। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া, রঙ্গপুরে শাখা-সভা গঠনজন্য পরিষৎ অনুরোধ করেন।" (১৩১৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ৮৩-৪)

১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে রংপুর-শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী তিন বৎসরে ভাগলপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ ও বারাণসী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদিন শাখা-সভাস্থাপনের নিয়মের বাঁধাবাঁধি ছিল না। ৩০ চৈত্র ১৩১৬ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়, "শাখাসভা-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত আর শাখাসভা স্থাপিত হইবে না···।" অতঃপর শাখাসভার খসড়া নিয়মাবলী ২৮ শ্রাবণ ১৩১৭ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করা হইলে নিয়মগুলি

অস্থায়ী ভাবে গৃহীত হয় এবং স্থির হয় "শাখা-সমিতিগুলির এই নিয়ম সম্বন্ধে অভিমত জানিবার জন্য এই সমস্ত নিয়মের প্রতিলিপি শাখা-সভাসমূহের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং শাখা-সভাসমূহের মতামত আসিলে পর এই সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হইবে।"

শাখা-সভাগুলির অভিমত পাইবার পর, ৭ চৈত্র ১৩১৭ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে "শাখা-সভা পরিচালনের জন্য নিয়মগুলি গৃহীত হইল।" ইহার পর মূল পরিষদের নিয়মাবলীতে শাখা-সভা সংক্রান্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই নিয়ম ১৮শ বর্ষের পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে (১৫ বৈশাখ ১৩১৯) অনুমোদিত হয়।

মূলের সহিত শাখার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে শাখা-সভার নিয়মাবলী পুনরায় সংস্কার করিয়া ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়। এই সংস্কৃত নিয়মাবলী সম্বন্ধে শাখা-সভাগুলির অভিমত গ্রহণ করিবার পর ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২১ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে নূতন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়। এই নিয়মাবলী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৩২৮ সালে "কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পরিষৎ-শাখাসমূহের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রণালী সংক্রান্ত ৩৬ (খ) সংখ্যক নিয়মটির কিছু পরিবর্ত্তন হয়।—২৭শ বা. বি. (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮), পৃ. ৭।

প্রতিষ্ঠাকাল-সমেত শাখা-পরিষদগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল।

শাখা-পরিষৎ

সংখ্যা	কা. নি. স. কর্ত্তৃক অনুমোদনের তারিখ	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠার স্থান	বিলোপ-সংবাদ
১	৬ চৈত্র ১৩১১	বৈশাখ, ১৩১২	রংপুর	
২		শ্রাবণ, ১৩১২	ভাগলপুর	
৩		চৈত্র, ১৩১৩	রাজশাহী	বা. বি. ১৩৩০
৪		বৈশাখ, ১৩১৪	ময়মনসিংহ	কা. নি. স. ১৬ আষাঢ় ১৩১৯
৫		কার্ত্তিক (?) ১৩১৪*	মুর্শিদাবাদ	কা. নি. স. ১৭ আষাঢ় ১৩৩১

* ১৪শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১০১ ; ১৫শ বা. বি., পৃ. ১১১ ; ১৩১৪ সালের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ। কিন্তু মুর্শিদাবাদ-শাখার বিবরণে প্রকাশ, "১৩১৫ সাল ২৫শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট) রবিবার মুর্শিদাবাদ শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে" ১৩১৬ সালে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা, পৃ. ১৬১)।

সংখ্যা	কা. নি, স, কর্ত্তৃক অনুমোদনের তারিখ	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠার স্থান	বিলোপ-সংবাদ
৬		ফাল্গুন, ১৩১৫	বারাণসী	
৭	৫ আশ্বিন ১৩১৮	১৩১৮	বরিশাল	
৮	১০ কার্ত্তিক ১৩১৮	১৩১৮	গৌহাটী	
৯	২৯ মাঘ ১৩১৮	১৩১৮	চট্টগ্রাম	
১০	১১ শ্রাবণ ১৩২০	১৩২০	বাঁকুড়া	বা. বি. ১৩২২ +
১১	২১ শ্রাবণ ১৩২০	১৩২০	বর্দ্ধমান	তারিখ অজ্ঞাত
১২	২১ শ্রাবণ ১৩২০	১৩২০	কালনা	
১৩	৬ ফাল্গুন ১৩২০	১৩২০	দিল্লী	
১৪	১৪ বৈশাখ ১৩২২	১৩২২	মেদিনীপুর	
১৫	১৪ বৈশাখ ১৩২২	১৩২২	পুরুলিয়া, মানভূম	কা. নি. স. ৫ চৈত্র ১৩৩২
১৬	১৪ বৈশাখ ১৩২২	১৩২২	মীরাট	
১৭	২৫ বৈশাখ ১৩২৩	১৩২৩	ত্রিপুরা	
১৮	১৯ আষাঢ় ১৩২৩	১৩২৩	কৃষ্ণনগর, নদীয়া	
১৯	১২ মাঘ ১৩২৪	১৩২৪	উত্তরপাড়া, হুগলী	
২০	১৫ আশ্বিন ১৩২৭	১৩২৭	কটক	
২১	২৮ পৌষ ১৩৪০	১৩৪০	ফরিদপুর	
২২	২৪ আষাঢ় ১৩৪২	১৩৪২	আগ্রা	

+ ৯ পৌষ ১৩২২ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—"বাঁকুড়া শাখা উঠাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে উক্ত শাখার সম্পাদকের প্রস্তাব বিষয়ে স্থির হইল যে উক্ত শাখার সম্পাদককে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করা হউক যে তিনি উক্ত পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইয়া পত্র লিখিতেছেন কি না।"

১৩২২ সালের বার্ষিক বিবরণের ২২ পৃষ্ঠায় আছে :—"পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া ও মানভূম শাখা-পরিষদের অস্তিত্বলোপের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

পরিষৎ কর্ত্তৃক সংবৰ্দ্ধনা, সান্ধ্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান ও অভিনন্দনপত্র-দান

পরিষৎ মাঝে মাঝে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগুণীর সংবৰ্দ্ধনা বা সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মানপত্রও দিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠানের ব্যয় প্রধানতঃ পরিষদের বন্ধুগণের পৃথক্ চাঁদার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

ব্যক্তি-বিশেষের সংবর্দ্ধনার জন্য ১৩২২ সালে একটি নিয়ম প্রণীত হয়। ১৩ই আশ্বিন ১৩২২ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে

"ভবিষ্যতে পরিষৎ কর্ত্তৃক ব্যক্তিবিশেষের সংবৰ্দ্ধনা করার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব পঠিত হইল। উহা সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ঐরূপ প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির অৰ্দ্ধেকের অধিক সদস্যগণের (absolute majority) দ্বারা অনুমোদিত হইলে গৃহীত হইবে এবং উক্ত বিষয়ে ব্যালট দ্বারা ভোট লওয়া হইবে। সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।"

পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সংবৰ্দ্ধনাদির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

তারিখ	কাহার সংবৰ্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
১৩০৪ আষাঢ়	মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলি	অভিনন্দন-পত্র
১৩০৫, ২৪ মাঘ	প্রত্নতত্ত্ববিৎ সি. বেণ্ডল সাহেবের কলিকাতা-আগমনে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩০৮, ২৩ ভাদ্র	মান্দ্রাজ হইতে আগত শতাবধানী পণ্ডিত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রীর অভ্যর্থনা। পরিষৎ হইতে তাঁহাকে ৪০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।	
১৪ পৌষ	বড়দিনের অবকাশে বহু সভাসমিতি উপলক্ষে কলিকাতায় আগত পরিষদের মফস্বলবাসী সদস্যদের জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩১০, ৪ আষাঢ়*	কালীপ্রসন্ন ঘোষের সংবৰ্দ্ধনা	
১৩১১, ১৭ চৈত্র	শহরের ও মফস্বল হইতে আগত পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে অভ্যর্থনা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছাত্রগণকে সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্কে স্বদেশসেবার্থ আহ্বান করেন।	

* কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সার্কুলার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। দশম বার্ষিক বিবরণে (পৃ. ৬) ভুলক্রমে এই সংবৰ্দ্ধনার তারিখ "১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০" ছাপা হইয়াছে।

তারিখ	কাহার সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
১৩১৫, ৯ শ্রাবণ	লালগোলাধিপতি শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সংবর্দ্ধনা	
২৬ পৌষ	পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্রের সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
মাঘ	গবর্ন্মেণ্ট কলাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ঈ. বি. হ্যাভেল	„ (ইংরেজী)
ঐ	কাশ্মীরপতি	„ (ইংরেজী)
১৩১৬, ২ বৈশাখ	পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩১৭, ৯ বৈশাখ	লালগোলাধিপতি শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩১৮, ২০ আশ্বিন	মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে আগত মুসলমান প্রতিনিধিগণের জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৪ মাঘ	একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে টাউন-হলে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
১৭ চৈত্র	'বিশ্বকোষ' সমাপ্তি উপলক্ষে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর অভ্যর্থনা ও সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩১৯ অগ্রহায়ণ	রাজপুতানার বিখ্যাত চাঁদ-কবির বংশধর পণ্ডিত নাথুরামের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
৯ পৌষ	কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিগণের জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩২০, ২৬ চৈত্র	কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে আগত সাহিত্যিকগণের জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩২১, ১৯ মাঘ	বাংলার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের অভ্যর্থনা	
৫ ভাদ্র	পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সংবর্দ্ধনা ও সান্ধ্য-সম্মিলন	অভিনন্দন-পত্র
১৩২২, ১৫ শ্রাবণ	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৭ আশ্বিন	কাসিমবাজার-অধিপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর রাজসম্মানপ্রাপ্তি উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
৪ পৌষ	বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্ তাবের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩২৩, ২৭ শ্রাবণ	শঙ্করণ নায়ারের অভ্যর্থনা	
১৩২৪, ১৩ পৌষ	জাতীয় মহাসমিতির কলিকাতা অধিবেশনে আগত বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যসেবীদের জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
৬ ফাল্গুন	কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশনের সদস্যগণের অভ্যর্থনা	
১৩২৭, ১২ মাঘ	কলিকাতায় সায়ান্স কংগ্রেস উপলক্ষে আগত প্রতিনিধিবর্গের সংবর্দ্ধনা	
মাঘ	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর স্বদেশ-প্রত্যাগমনে সোনার দোয়াত-কলম দিয়া সংবর্দ্ধনা	
চৈত্র	১১শ হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতায় আগত প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা	
১৩২৮, ১৯ ভাদ্র	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ-প্রত্যাগমনে সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন পত্র
১৪ মাঘ	কলিকাতায় দ্বিতীয় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে আগত পণ্ডিতমণ্ডলীর অভ্যর্থনা	
১৮ মাঘ	সিলভ্যাঁ লেভির জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	

তারিখ	কাহার সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
১৩২৯, ১৩ আষাঢ়	রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির 'অনারারী মেম্বর' নির্ব্বাচিত হওয়ায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
১৩৩২, ১০ জ্যৈষ্ঠ	মহাত্মা গান্ধীর অভ্যর্থনা	
৯ চৈত্র	বাংলার গবর্ণর লর্ড লিটনের অভ্যর্থনা	
১৩৩৩, ২৩ ফাল্গুন	কলিকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অল্ডারম্যান প্রভৃতির অভ্যর্থনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩৩৪, ৫ বৈশাখ	স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে শ্রীবিনয়কুমার সরকারের সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
২০ পৌষ	কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেস উপলক্ষে আগত প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা	
৫ ফাল্গুন	বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এইচ. লুডার্স ও তাঁহার পত্নীর সংবর্দ্ধনা	
১৩৩৫, ১৫ অগ্রহায়ণ	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
৭ মাঘ	ডিরেক্টর-জেনারেল অফ আর্কিওলজির সংবর্দ্ধনা	
৭ ফাল্গুন	কলিকাতার মেয়র শ্রীবি. কে. বসু, অল্ডারম্যান প্রভৃতির সংবর্দ্ধনা	
১৩৩৮, ১৫ জ্যৈষ্ঠ	২০শ হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গ ও সভাপতি জগন্নাথদাস রত্নাকরের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
৯ পৌষ	টাউন-হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী	অভিনন্দন-পত্র
১১ পৌষ	ত্রিপুরাধিপতি শ্রীবীর বিক্রমকিশোর মাণিক্যের অভ্যর্থনা	
১৩ পৌষ	পরিষদ্-মন্দিরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্দ্ধনা-উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩৩৯, ২৫ অগ্রহায়ণ	সপ্ততিবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে টাউন-হলে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
২৭ অগ্রহায়ণ	পরিষদ্-মন্দিরে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংবর্দ্ধনা-উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১২ পৌষ	বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩৪০, ২৮ ভাদ্র	নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা	
১৩৪১, ১৮ বৈশাখ	দক্ষিণ-ভারত হিন্দীপ্রচারক সভার সম্পাদক ও সভ্যগণের অভ্যর্থনা	
১৪ পৌষ	প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে কলিকাতায় আগত প্রতিনিধিগণের জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
৩ মাঘ	কলিকাতার মেয়র শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, ডেপুটী মেয়র, অল্ডারম্যান প্রভৃতির জন্য সান্ধ্য-সম্মিলন	
১৩৪২, ২৮ বৈশাখ	শ্রীজলধর সেনের সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
২৯ বৈশাখ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলন	

পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

পরিষৎ প্রথমাবস্থায় যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহার সবই প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ। তাহার পর বিভিন্ন ভাষার অনেক সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ এবং মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশের—বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশের—জন্য যাঁহারা পরিষৎকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে লালগোলার রাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আরও একটি দানের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। পরিষদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এবং পরিষৎকে উৎসাহিত করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্ট ১৩১৯ সাল হইতে গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলে প্রতিবৎসর ১২০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন এই সর্ত্তে, যে, পরিষদ্‌ও নিজ তহবিল হইতে ২৪০০৲ টাকা ব্যয় করিবেন (বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্টের পত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য পরিষৎ নামমাত্র মূল্যে বহু সৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষৎ-প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থ—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'কালিকা-মঙ্গল' প্রভৃতি—কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম. এ. ও বি. এ. পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে।

পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। তারকা-চিহ্নিত (*) পুস্তকগুলিতে পরিষদের কোন স্বত্ব নাই এবং পরিষৎ-কার্য্যালয়ে বিক্রীত হয় না। † চিহ্নিত পুস্তকগুলিতে পরিষদের স্বত্ব আছে কিন্তু মুদ্রিত বই আর অবশিষ্ট নাই।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩০৬	বৈষ্ণব রসশাস্ত্র	⁜ রসমঞ্জরী নায়ক-নায়িকার প্রীতিবর্ণনচ্ছলে রাগানুগা ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাংলা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে বাংলায় উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে।	পীতাম্বরদাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
[১৩০৬]	পুরাণ	⁜ মহাভারত [১] —১ম ভাগ ১৩০৮—২য় ভাগ কাশীদাসী মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন। ইহা মহাভারতের প্রাচীন বাংলা অনুবাদের সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ভূমিকায় ২২ খানি অনুবাদের আলোচনা আছে।	বিজয় পণ্ডিত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৭	পুরাণ	⁜ রামায়ণ —অযোধ্যাকাণ্ড ১৩১০—উত্তরকাণ্ড সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি হইতে সম্পাদিত।	কৃত্তিবাস	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩০৭	দর্শন	বৌদ্ধধর্ম্ম [২]	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
১৩০৭	দর্শন	শঙ্কর ও শাক্য মুনি [৩]	কালীবর বেদান্তবাগীশ	

১ ৬ষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১৪।

২।৩ ৭ম বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৮।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩০৯	ইতিহাস	ক রামায়ণ-তত্ত্ব —প্রথম ভাগ ৪ ১৩১১—দ্বিতীয় ভাগ ৫ বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর যক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর পর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ।	অনাথকৃষ্ণ দেব	
১৩১০	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী ৬ শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের রচিত প্রায় দেড় হাজার পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ১৩৪১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ কয়েকটি নূতন পদ সংযোজিত করিয়াছেন।		জগদ্বন্ধু ভদ্র
১৩১২	পুরাণ	ক ছুটীখানের মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব চট্টগ্রামের প্রাচীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা পরাগল খানের পুত্র ছুটীখানের আদেশে রচিত।	শ্রীকর নন্দী	শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
১৩১২	বৈষ্ণব-গীতি-কবিতা	রাধিকার মানভঙ্গ	নরোত্তম ঠাকুর	শ্রীআবদুল করিম

৪ ১৩০৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য়-৪র্থ সংখ্যারূপে প্রকাশিত।

৫ ১৩১১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যারূপে প্রকাশিত।

৬ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হয়।—৯ম বা. বি. পৃ. ১৪।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩১২	ইতিহাস-ভূগোল	৮ জয়দেব-চরিত্র তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত বাংলা পদ্যে জয়দেবের জীবনচরিত।	বনমালী দাস	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
১৩১২	মঙ্গলকাব্য	৮ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন গ্রন্থ	মাণিক গাঙ্গুলি	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
১৩১২	মঙ্গলকাব্য	৮ রাধিকা-মঙ্গল	কৃষ্ণরাম দত্ত	রাজচন্দ্র দত্ত
১৩১২	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	৮ বৈষ্ণব-পদাবলী	বাসুদেব ঘোষ	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
১৩১২	ইতিহাস-ভূগোল	৮ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যদেবের জীবনচরিত; নূতন ঐতিহাসিক তথ্যসহ তাঁহার তিরোভাবের বিবরণ।	জয়ানন্দ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, ৺কালিদাস নাথ
১৩১২	পুরাণ	৮ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী শ্রীমদ্‌ভাগবতের চারি শত বৎসরের প্রাচীন পয়ারানুবাদ।	ভাগবতাচার্য্য	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১২	দর্শন	* গীতায় ঈশ্বরবাদ ৭	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	
১৩১২	ইতিহাস-ভূগোল	৮ ব্রজ-পরিক্রমা ৮ মথুরা-মণ্ডলের ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিবরণসহ বৃন্দাবন-রহস্য।	নরহরি চক্রবর্ত্তী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৩	ইতিহাস-ভূগোল	৮ কাশী-পরিক্রমা ৯ কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয়; ১৮শ শতাব্দীর কাশীধামের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার উৎকৃষ্ট চিত্র। গ্রন্থকারের জীবনীসহ।	ভূ-কৈলাসের রাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

৭ গ্রন্থস্বত্ব লেখকের; তাঁহারই অর্থে মুদ্রিত।

৮।৯ লালগোলার রাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের অর্থে প্রকাশিত।—১১শ বা. বি. পৃ. ১২।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩১৩	বিজ্ঞান	*নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ১	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	
১৩১৩	ইতিহাস-ভূগোল	* প্রতাপাদিত্য ২ ইহাতে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' ও হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ঘটক-কারিকা, ছড়া, বিদেশী ভ্রমণকারীদের উক্তি প্রভৃতিও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।	নিখিলনাথ রায়	
১৩১৪	মঙ্গলকাব্য	† শূন্যপুরাণ ৩ বাংলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ ধর্ম্ম-পূজার আদিগ্রন্থ। সম্পাদকের মতে ইহাতে হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বাংলা গদ্য ও পদ্যের নমুনা আছে।	রামাইপণ্ডিত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৫	অনুবাদ	* মিলিন্দ-পঞ্হো ৪ (মিলিন্দ-প্রশ্ন) এই বিখ্যাত পালিগ্রন্থে প্রাচীন বাক্‌-ট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিলিন্দের (Menander) সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথন-চ্ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের সারকথা বর্ণিত হইয়াছে।		শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
১৩১৫	ভাষাতত্ত্ব	বাঙ্গালা ভাষা (প্রথম ভাগ) —+ ১ম খণ্ড, রাঢ়ের ভাষা ৫ ১৩১৭—+ ২য় খণ্ড, বাংগলা শব্দ-শিক্ষা ৬ ১৩১৯—+ ৩য় খণ্ড, ব্যাকরণ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	

১ লেখক নিজব্যয়ে পুস্তক মুদ্রণ করিয়া কতকগুলি খণ্ড পরিষদকে দান করিয়াছেন।
২ গ্রন্থস্বত্ব লেখকের; তিনি নিজে পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যয় বহন করিয়াছেন।
৩ লালগোলার রাজার অর্থে মুদ্রিত।
৪ শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থে প্রকাশিত; গ্রন্থস্বত্ব তাঁহার।
৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা।
৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক

(দ্বিতীয় ভাগ)

১৩২০—†১ম খণ্ড, বাঙ্গালাশব্দ-কোষ ১
১৩২০—†২য় খণ্ড, ঐ ২
১৩২১—৩য় খণ্ড, ঐ ৩
১৩২২—৪র্থ খণ্ড, ঐ ৪

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩১৬	ইতিহাস-ভূগোল	"নবদ্বীপ-পরিক্রমা"[৫] শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও লীলাস্থানের বিবরণ। তৎকালীন বাংলা দেশের অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণও	নরহরি চক্রবর্ত্তী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩১৬	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	*বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী[৬] কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণা ও মীমাংসা আছে। ইহা ছাড়া রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি, গঙ্গা-বিষয়ক ৩টি পদ ও নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ আছে।		শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৩১৬	ইতিহাস	*বিক্রমপুরের ইতিহাস[৭]	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	
১৩১৬	ইতিহাস	*চাক্‌মাজাতি[৮] পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাজাতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির বিবরণ।	সতীশচন্দ্র ঘোষ	

১-৫ লালগোলার রাজার অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
৬ সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সম্পত্তি; তাঁহারই অর্থে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়।
৭ গ্রন্থস্বত্ব লেখকের; তিনি নিজ অর্থে পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন।
৮ ইহা সতীশবাবুর সম্পত্তি।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩১৬	ইতিহাস	*ফরিদপুরের ইতিহাস[১] —১ম খণ্ড	আনন্দনাথ রায়	
১৩১৬	অনুবাদ	মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ[২] —+১ম খণ্ড ১৩১৮—২য় খণ্ড ইহা বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে বৃহত্তম গ্রন্থ। বহু পুরাণের—বহু উপাখ্যানের মূল ইহাতে আছে।		শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
১৩১৭	ইতিহাস	৺পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	
১৩১৭	ইতিহাস	৺পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	চন্দ্রশেখর কর	
১৩১৭	ইতিহাস	বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয়[৩]	শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ	
১৩১৭	বিজ্ঞান	মায়া-পুরী বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার উপক্রমণিকা।	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	
১৩১৭	ইতিহাস	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা[৪]	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	

১ গ্রন্থস্বত্ব লেখকের।

২ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত। ইহা 'ভারত-শাস্ত্র-পিটক' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই পিটকের প্রবর্ত্তক লালগোলার মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীশরৎকুমার রায়, সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৩ শ্রীশরৎকুমার রায়ের অর্থে মুদ্রিত ও সদস্যগণকে বিতরিত হয়।—১৭শ বা. বি. পৃ. ১৯। পুস্তকের বাকী খণ্ডগুলি শরৎবাবু পরিষৎকে দান করেন।—১৮শ বা. বি. পৃ. ২৪।

৪ বিনয়বাবু পুস্তকখানি নিজ অর্থে মুদ্রিত করিয়া প্রথম সংস্করণের স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন।—১৭শ বা. বি. পৃ. ১৯।

স্বাস্থ্যপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩১৮	অনুবাদ	*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ [১] আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত মূল গ্রন্থ অবলম্বনে অনুদিত		রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩১৮	ইতিহাস	কবি হেমচন্দ্র [২] কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্যের সমালোচনা। এই পুস্তকের ২য় সংস্করণ ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	
১৩১৮	অনুবাদ	* ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন [৩] (শ্রীভাষ্য সমেত) —১ম ভাগ ১৩১৯—২য় খণ্ড ১৩২০—৩য় খণ্ড ১৩২২—৪র্থ খণ্ড ১৩২২—৫ম খণ্ড		শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
১৩১৮	বিবিধ	Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishat.	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৩১৯	অনুবাদ	*বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা [৪] —১ম খণ্ড ১৩২০—২য় খণ্ড ১৩২১—৩য় খণ্ড ১৩২২—৪র্থ খণ্ড	ক্ষেমেন্দ্র	শরচ্চন্দ্র দাস

১ 'ভারত-শাস্ত্র-পিটক' গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীশরৎকুমার রায় ৩০ কার্ত্তিক ১৩১৮ সালে এই গ্রন্থের ৪৯৫ খানি পরিষৎকে দান করেন। ইহা তাঁহাদেরই অর্থে মুদ্রিত।

২ হেমচন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে মুদ্রিত।

৩ লালগোলার মহারাজা এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য লেখককে অর্থদান করেন। ইহা 'ভারত-শাস্ত্র-পিটক' গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থস্বত্ব লেখকের।

৪ 'ভারত-শাস্ত্র-পিটক' গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ—লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
		কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত বৌদ্ধ সংস্কৃত কাব্য। বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান ইহাতে সঙ্কলিত আছে।		
১৩১৯	বিবিধ	*ব্রত-কথা [১] রাঢ়দেশে পারিবারিক ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষ অনুষ্ঠিত ব্রতগুলি সম্বন্ধে যে-সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে।		শ্রীকিরণবালা দাসী
১৩১৯	বিজ্ঞান	*রাসায়নিক পরিভাষা (সংস্কৃত)	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
১৩২০	পুরাণ	কল্কিপুরাণ [২]	রামলোচন দাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
১৩২০	বিজ্ঞান	জ্যোতিষ-দর্পণ [৩]	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত	
১৩২১	বিবিধ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ —১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	শ্রীআবদুল করিম	
		১৩২০—১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা	ঐ	
		১৩২৬—২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	শ্রীশিবরতন মিত্র	
		১৩৩০—৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
		১৩৩৩—৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
		১৩৩৯—৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	

১ লেখিকার স্বামী ৺পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় গ্রন্থমুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।—১৯শ বা. বি. পৃ. ১৪৫।

২ দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ ৺গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।—১৯শ বা. বি. পৃ. ১৪৫।

৩ প্রধানতঃ কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহের অর্থে প্রকাশিত।—২০শ বা. বি. পৃ. ৩০।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩২১	মঙ্গলকাব্য	**দুর্গামঙ্গল** মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীমাহাত্ম্য ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।	ভবানীপ্রসাদ রায়	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩২১	বিবিধ	**সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম** [১] —১ম খণ্ড (নাগরী অক্ষরে) ১৩২৩—২য় খণ্ড (ঐ) ১৩২৩—৩য় খণ্ড (বঙ্গাংশ) সঙ্গীতের এই বৃহৎ কোষগ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাংলা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেশুয়ান, ইংরেজী ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গানের সংখ্যা ১৩৮৯২।	কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩২১	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	**+ চণ্ডীদাসের পদাবলী** [২] বহু অপ্রকাশিত পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।		নীলরতন মুখোপাধ্যায়
১৩২২	ইতিহাস-ভূগোল	**তীর্থ-মঙ্গল** নানা তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।	বিজয়রাম সেন বিশারদ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩২২	মঙ্গলকাব্য	**মৃগলুব্ধ** [৩] ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এক মৃগ ও লুব্ধের কাহিনী।	দ্বিজ রতিদেব	শ্রীআবদুল করিম
১৩২২	মঙ্গলকাব্য	**+ সত্যনারায়ণের পুথি** [৪] সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে অভিনব গল্প।	কবিবল্লভ	শ্রীআবদুল করিম

১ লালগোলার মহারাজা নিজব্যয়ে ছাপাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

২—৪ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩২২	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	শ্রীশ্রীপদকল্পতরু —১ম খণ্ড, ১-২ শাখা ১৩২৫—২য় খণ্ড, ৩য় শাখা ১৩৩০—৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, ১ম ভাগ ১৩৩৪—৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ শাখা, ২য় ভাগ ১৩৩৮—৫ম খণ্ড, পরিশিষ্ট পদকল্পতরুর পাঁচখানা পুথি ও পদরস-সার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েক খানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পদের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচার সহ সমস্ত পাঠান্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন পদ-কর্ত্তার পদাবলী, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ সহ পদাবলী-শব্দকোষ, পদাবলী ও পদ-কর্ত্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।	বৈষ্ণবদাস	সতীশচন্দ্র রায়
১৩২২	অনুবাদ	*সিয়ার্-উল্-মুতাখ্খরীণ্ ৺গৌরসুন্দর মৈত্র কর্ত্তৃক অনূদিত। ১ম খণ্ডের মাত্র নবম পরিচ্ছেদের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্রকাশিত		শ্রীযদুনাথ সরকার
১৩২২	মঙ্গলকাব্য	মৃগলুব্ধ-সংবাদ ১ এক মৃগ ও ব্যাধের কাহিনী প্রসঙ্গে শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা।	রামরাজা	শ্রীআবদুল করিম

*লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-ভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩২২	ইতিহাস-ভূগোগ	**তীর্থ-ভ্রমণ** যদুনাথ সর্ব্বাধিকারি-রচিত তাঁহার (১২৬০-৬৪ সালের) ভ্রমণের রোজনামচা	যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
১৩২৩	মঙ্গলকাব্য	**গঙ্গা-মঙ্গল** [১] ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ	দ্বিজ মাধব	শ্রীআবদুল করিম
১৩২৩	বৌদ্ধ গীতি-কবিতা	**বৌদ্ধগান দোহা** [২] ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। সম্পাদকের মতে গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত। ইহাতে বাংলার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়।		হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩২৩	বিবিধ	**ধর্ম্মপূজা-বিধান** [৩] এদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ, সম্পাদক তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।	রামাই পণ্ডিত	শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩২৩	মঙ্গলকাব্য	**মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা** [৪] কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান। চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ছোট-খাট অন্য উপাখ্যানও আছে।	ভবানীশঙ্কর দাস	শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত

১ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

২ লালগোলার মহারাজা নিজব্যয়ে শাস্ত্রী-মহাশয়কে এই গ্রন্থ ছাপাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রী-মহাশয় পরিষৎকে ইহা উপহার দেন।—২৩শ বা. বি. পৃ. ৬০-৬১।

৩-৪ লালগোলা তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩২৩	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন [১] —১ম সংস্করণ ১৩৪২—২য় সংস্করণ ২ এ পর্য্যন্ত বাংলার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম-স্থল। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক।	চণ্ডীদাস	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
১৩২৪	মঙ্গলকাব্য	সারদা-মঙ্গল [৩] অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত চণ্ডীর মাহাত্ম্যবর্ণনাপূর্ণ কাব্য।	মুক্তারাম সেন	শ্রীআবদুল করিম
১৩২৪	বিবিধ	জ্ঞান-সাগর [৪] দরবেশী গ্রন্থ; আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ	আলী রাজা মরহুম ওরফে কানু ফকির	শ্রীআবদুল করিম
১৩২৪	বিবিধ	নেপালে বাঙ্গালা নাটক [৫] কাশীনাথ-কৃত বিদ্যাবিলাপ, কৃষ্ণদেব-কৃত মহাভারত, গণেশ-কৃত রামচরিত্র, ধনপতি-কৃত মাধবানল-কামকন্দলা—এই চারিখানি নাটক ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নেওয়ারী অক্ষরে বাংলা বা মৈথিলী ভাষায় লেখা নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথি হইতে সম্পাদিত। বাঙ্গালী ও মৈথিল পণ্ডিতগণ কিরূপে নেপালে গিয়া আপন ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন, এইগুলি তাহার নিদর্শন। বইগুলি নাটকের আকারে লেখা।		শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১-৫ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩২৪	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস [১]	বাসুদেব ঘোষ	শ্রীআবদুল করিম
১৩২৪	অনুবাদ	ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) —১ম খণ্ড ১৩২৮—২য় খণ্ড ১৩৩২—৩য় খণ্ড [২] ১৩৩৩—৪র্থ খণ্ড ১৩৩৬—৫ম খণ্ড ইহাতে মূলসূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি আছে।		শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
১৩২৪	বিবিধ	গোরক্ষ-বিজয় [৩] গোরক্ষনাথ কি প্রকারে নিজ গুরু মীননাথকে ভোগবিলাসের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ। নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট।	শেখ ফয়জুল্লা মরহুম	শ্রীআবদুল করিম
১৩২৬	পুরাণ	শ্রীকৃষ্ণবিলাস [৪] শ্রীমদ্ভাগবতের যে-যে অংশে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বর্ণনা আছে, সেই সেই অংশের ভাবানুবাদ।	কৃষ্ণদাস	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১৩২৭	অনুবাদ	সর্ব্বসম্বাদিনী জীবগোস্বামী মহোদয়-কৃত ষট্ সন্দর্ভে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামক যে ছয়টি সন্দর্ভ আছে, সর্ব্বসম্বাদিনী তাহারই প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা।	জীবগোস্বামী	শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

১—৪ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩২৮	বিবিধ	*Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	
১৩২৮	বিজ্ঞান	মনোবিজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ববিষয়ক বিবিধ তথ্যপূর্ণ; অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে-সকল বিচার-বিশ্লেষণ আছে তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	
১৩৩০	বিজ্ঞান	উদ্ভিদ-জ্ঞান —১ম পর্ব্ব ১৩৩২—২য় পর্ব্ব	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু	
১৩৩০	ইতিহাস	লেখমালানুক্রমণী —১ম খণ্ড ভারতবর্ষের ধাতুফলকে, মূর্ত্তির পাদপীঠে ও শরীরগাত্রে, এবং প্রস্তরফলকে যে-সকল লেখ এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অশোকের লিপি ভিন্ন গুপ্ত-সম্রাট্‌দের সময় পর্য্যন্ত সকল লিপির বিবরণ।	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৩৩২	বৈষ্ণব রসশাস্ত্র	রসকদম্ব গ্রন্থকার বাইশ অধ্যায়ে বাইশ রসের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেরও পূর্ব্বে লিখিত।	কবিবল্লভ	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
১৩৩২	বিবিধ	সাধক-রঞ্জন ইহাতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।	কমলাকান্ত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, অটলবিহারী ঘোষ

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩৩৩	ইতিহাস	মাথুর-কথা [১] বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ভ্রমণবৃত্তান্তে মথুরার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের দেব-মন্দির, টিলা, ঘাট ইত্যাদির বিবরণও ইহাতে আছে।	পুলিনবিহারী দত্ত	
১৩৩৩	পুরাণ	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল [২] গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন ; সুতরাং এই গ্রন্থ প্রায় চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত।	কৃষ্ণদাস	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
১৩৩৩	অনুবাদ	ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস [৩]	গিজো (Guizot)	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
১৩৩৫	পুরাণ	মহাভারত—আদিপর্ব্ব [৪] এ-পর্য্যন্ত কাশীরাম দাসের মহাভারতের যতগুলি প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি (৯৮৫ সালে লিখিত) হইতে এই মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে।	কাশীরাম দাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১ গ্রন্থকার নিজব্যয়ে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া ৪০০ খানি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে জমা হইবে।—৩২শ বা. বি. পৃ. ২৮।

২ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

৩ বিনয়কুমার সরকার প্রবর্ত্তিত 'সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী'র প্রথম গ্রন্থ।—৩২শ বা. বি. পৃ. ২৮।

৪ শ্রীবিমলাচরণ লাহা-প্রবর্ত্তিত মহাভারত আদিপর্ব্ব-ভাণ্ডারের অর্থে মুদ্রিত।

খ্যাপত্রে মুদ্রিত কাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩৩৫	অনুবাদ	কৌলমার্গ-রহস্য বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত কৌলোপনিষৎ, রামেশ্বর-কৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ পরশুরাম-কল্পসূত্রের কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং উমানন্দ-কৃত নিত্যোৎসবের অংশ-বিশেষের অনুবাদ।		সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
১৩৩৬	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনামৃত [১] প্রাচীন বিশিষ্ট পদকর্ত্তৃগণের অনেক উৎকৃষ্ট পদ ইহাতে সংগৃহীত আছে।	দীনবন্ধু দাস	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১৩৩৬	ইতিহাস	স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র	দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	
১৩৩৭	মঙ্গলকাব্য	শ্রীধর্ম্মপুরাণ [২]	ময়ূর ভট্ট	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৩৭	মঙ্গলকাব্য	কালিকামঙ্গল [৩] বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান-বিষয়ক গ্রন্থ	বলরাম কবিশেখর	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
১৩৩৮	বিবিধ	হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা [৪] —১ম খণ্ড ১৩৩৯—২য় খণ্ড হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কৃতী ও মনীষী লেখকগণের ভারত-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণাপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ আছে।		শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১-৩ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

৪ হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন সমিতির সংগৃহীত অর্থে মুদ্রিত।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩৩৯	বিজ্ঞান	**গ্রহগণিত** সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে পঞ্জিকাগণনার সুবিধার জন্য সঙ্কলিত। ইহাতে সিদ্ধান্তশতকের সংস্কৃত মূল ও বঙ্গভাষায় বিবৃতি এবং ৪৯টি কোষ্ঠক দেওয়া হইয়াছে।		রাজকুমার সেন
১৩৩৯	ইতিহাস	**সংবাদপত্রে সেকালের কথা** [১] —১ম খণ্ড ১৩৪০—২য় খণ্ড ১৩৪২—৩য় খণ্ড মুদ্রিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—'সমাচার দর্পণে' বাঙ্গালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা—উনবিংশ শতাব্দীর এমন অল্প দিকই আছে যে-সম্বন্ধে অমূল্য উপকরণ এই পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা না-যায়।		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৪০	ইতিহাস	**বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** [২] ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস প্রামাণিক উপকরণের সাহায্যে লিখিত।	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৩৪০		**বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের তালিকা** (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত)		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১—২ সঙ্কলনকর্তা এই দুইখানি গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন।—কা. নি. স. ৩ আষাঢ় ১৩৩৯ ও ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার	সম্পাদক
১৩৪১	বৈষ্ণব গীতি-কবিতা	**চণ্ডীদাস-পদাবলী**—১ম খণ্ড বিস্তৃত পাঠভেদ-নির্দ্দেশসহ বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদসমষ্টির সঙ্কলন।	চণ্ডীদাস	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৪২	বিবিধ	**পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ** (ইংরেজী ও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত) ১৩৩৭ সাল পর্য্যন্ত, পরিষৎ-সংগৃহীত প্রায় ২০০০ সংস্কৃত পুথির বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা।		শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
১৩৪২	ইতিহাস	**দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস** [১] —১ম খণ্ড ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত দেশীয় সাময়িক পত্রের প্রামাণিক ইতিহাস।	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	

১ পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত, গ্রন্থস্বত্ব রঞ্জন পাব্লিশিং হাউসের।—কা. নি. স. ২৬ কার্ত্তিক ১৩[illegible]

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী

১৩০৭-৮৩

১৩০৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির *Bibliotheca Indica*র ন্যায় খণ্ডশঃ প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কথা উঠে। ১৩০৬ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন—

'প্রাচীন পুথি সংগ্রহ এবং প্রকাশ সাহিত্য-পরিষদের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। পরিষদ্ হইতে উক্ত কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু উহা রীতিমত এবং প্রণালীপূর্ব্বক যাহাতে হয় আমার তাহা একান্ত ইচ্ছা। এ বিষয়ে আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনিও আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন যে পরিষদ্ পত্রিকার ন্যায় অপর একখানি পত্রিকায় রীতিমত ভাবে প্রাচীন পুথি প্রকাশ হইলে ভাল হয়। এবং এই প্রস্তাব পরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে তিনি তাহার সম্পাদকতা করিতে প্রস্তুত আছেন।'

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন। তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল নিয়ম-মত দুই মাস অন্তর অন্ততঃ আট ফর্ম্মা প্রকাশ করা হইবে। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ধার্য্য করা হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গেল বৎসরে প্রায় ৫০০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে। প্রথম বৎসরের জন্য যতীন্দ্রবাবু কাগজের ব্যয় বাবদ ২৫০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হইল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রধান সম্পাদকত্বে ১৩০৭ সাল হইতে 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী' নামে দ্বৈমাসিক পত্রিকা বাহির হয়। প্রত্যেক সংখ্যায় দুই-তিনখানি গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইত। পরিষদের সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেন। আমি এই পত্রিকার ১৩০৭ সালের চারি সংখ্যা এবং ১৩০৮ সালের প্রথম দুই সংখ্যা দেখিয়াছি।

১৩০৯ সালে শাস্ত্রী-মহাশয় এই পত্রিকার সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহা ৬ই চৈত্র তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে দুঃখের সহিত গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে আরও স্থির হয়,

প্রাচীন গ্রন্থাবলী বিক্রয়ার্থ তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ-গ্রন্থগুলি খুলিয়া বাঁধাইবার ব্যবস্থা করা হউক স্থির হইল।

শাস্ত্রী-মহাশয়ের পর সম্পাদকের পদে আর কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই; বিভিন্ন গ্রন্থের সম্পাদকগণদ্বারাই গ্রন্থ-সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। ৯ম বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১২শ অধিবেশনে (২ বৈশাখ ১৩১০) প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণকে পারিশ্রমিক দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ :—

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণকে পারিশ্রমিক প্রদানের ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়া যে পত্র লেখেন তাহা উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন,—

"পরিষদের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে যাঁহাদের উপর প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের ভার ন্যস্ত হইবে তাঁহাদিগকে

রয়েল প্রতি ফর্ম্মার জন্য অনধিক ৪৲ অথবা ডিমাই আট পেজী প্রতি ফর্ম্মার জন্য অনধিক ৩৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। অবশ্য যাঁহারা গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য এই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন।" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "তাঁহাদিগকে" এই শব্দের পর "আবশ্যক মত" কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় এই সংস্কৃত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। বহু আলোচনার পর অধিকাংশ সভ্যের মতে মন্মথবাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

৯ম বর্ষে আরও স্থির হয়, "অতঃপর গ্রন্থাবলী মাসিক বা দ্বৈমাসিক খণ্ডাকারে প্রকাশ না করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ ভাবে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে (৯ম বা. বি. পৃ. ১৩)। ১৩১৩ সালে একমাত্র 'দুর্গামঙ্গল' ছাড়া "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী শ্রেণীতে আরব্ধ সকল গ্রন্থের ছাপাই শেষ হইয়া গিয়াছে" (১৩শ বা. বি. পৃ. ৯৬)।

এখানে বলা প্রয়োজন, 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী' ছাড়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতেও কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থ—যেমন, 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'—প্রথমে প্রকাশিত হয়; স্বতন্ত্রভাবেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী' প্রথম বর্ষ ছাড়া কখনও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে যে-সকল গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয় তাহাদের তালিকা :—

১। বিদ্যাপতির পদাবলী—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২। ছুটিখানের মহাভারত
৩। বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত
৪। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী
৫। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
৬। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল
৭। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
৮। রাধিকার মানভঙ্গ
৯। ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল

বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্টের পত্র

No. 2213 T. G.

From

J. H. Kerr, Esq., C. I. E., I. C. S.,
Secretary to the Government of Bengal.

To

The Honorary Secretary,
Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta.

General Department,
Miscellaneous Branch. Darjeeling, the 19th October, 1912.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 976/19, dated the 26th June 1912, in which the following prayers have been made on behalf of the Bangiya Sahitya Parishad.

That the Government be pleased (1) to subscribe for a substantial number of copies of the quarterly Journal and Proceedings of the Parishad of which 4 ordinary quarterly issues and occasional extraordinary issues are published every year ;

(2) to buy from time to time the Parishad's literary publications for distribution to school and college libraries ;

(3) to allot an annual grant of Rs. 3,600/- in aid of the Society's publication fund ;

(4) to supply the Government reports and scientific publications including the Calcutta Gazette, to the Parishad Library.

2. In consideration of the excellent work done by the Bangiya Sahitya Parishad in the department of Indian history and Bengali literature and of the educational value and the worth of its publications, the Governor in Council is pleased to direct that an annual grant of Rs. 1,200/- shall be given in aid of the Society's publication fund on condition that the Parishad spends at least double this amount under this head from its own resources.

3. Two hundred copies of the quarterly Journal of the Bangiya Sahitya Parishad will be purchased for distribution to schools and colleges and Inspecting Officers. The copies should be supplied direct to the Director

of Public Instruction, Bengal, and the bill for Rs. 675/- at Rs. 3-6-0 per copy should be submitted to him for payment. Two copies of the Journal should be supplied for the Secretariat Library and your bill for the same should be submitted to this Department. As regards the purchase of the literary publications of the Parishad, a copy of the list appended to your letter is being forwarded to the Director of Public Instruction for information and for such action as may seem to him proper.

4. As for the Government reports and scientific publications I am to say that orders have been issued to the Officer-in-Charge, Bengal Secretariat Book Depot to supply the Parishad Library with a copy of each of the publications noted in the margin which are issued under the orders of the General Department of this Government. Copies of your letter under reply and of this letter will be forwarded to the other Departments of this Government for the issue of orders in respect of their publications.

1. Bengal Administration Report.
2. Education Report and Resolution thereon.
3. Registration Report and Resolution on Triennial Report.
4. Emigration (Colonial and Inland) Reports and Resolutions.
5. Report on Archaeological Survey, Eastern Circle.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. J. H. Kerr
Secretary to the Government of Bengal.

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্ব্বাচন-সমিতিতে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি

বহু দাতা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে নানারূপ বৃত্তি দানের জন্য অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। কয়েকটি বৃত্তি দাতাদের ইচ্ছানুযায়ী কতকগুলি সর্ত্তের অধীন। এরূপ কোন বৃত্তি দিবার পূর্ব্বে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় একটি নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন করিয়া থাকেন। দানের সর্ত্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত নির্ব্বাচন-সমিতিগুলিতে পরিষদের এক জন প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে :—

(১) স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-প্রবর্ত্তিত 'জগত্তারিণী-সুবর্ণপদক-সমিতি' ও 'কমলা-লেকচারশিপ-সমিতি'।

(২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি-সমিতির প্রবর্ত্তিত 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ-লেকচারশিপ-সমিতি'।

(৩) স্বর্গীয় সুখেন্দ্রলাল মিত্র-প্রবর্ত্তিত 'ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতি'।

ইহা ছাড়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সময়ে সময়ে অন্য কোন কোন নির্ব্বাচন-সমিতিতেও পরিষদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়াছেন।

কোন্ বৎসর কোন্ কোন্ সমিতিতে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের তারিখ	নির্ব্বাচন-সমিতি	পরিষদের প্রতিনিধি
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮	জগত্তারিণী-সুবর্ণপদক-সমিতি	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
২৪ আষাঢ় ১৩৩০	ঐ	ঐ
৩ চৈত্র ১৩৩১	ঐ	ঐ
৯ ভাদ্র ১৩৩৪	ঐ	ঐ
১ চৈত্র ১৩৩৫	ঐ	ঐ
*১৩৩৬	ঐ	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১৯ আষাঢ় ১৩৩৮	ঐ	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
৩ চৈত্র ১৩৩৯	ঐ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১৭ শ্রাবণ ১৩৪২	ঐ	ঐ
১৫ চৈত্র ১৩৩০	কমলা-লেক্‌চারশিপ-সমিতি	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
৩ চৈত্র ১৩৩১	ঐ	ঐ
৫ চৈত্র ১৩৩২	ঐ	ঐ +
২০ বৈশাখ ১৩৩৪	ঐ	চুণীলাল বসু
৭ চৈত্র ১৩৩৪	ঐ	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১ চৈত্র ১৩৩৫	ঐ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
২৩ ফাল্গুন ১৩৩৬	ঐ	ঐ
২৬ ফাল্গুন ১৩৩৭	ঐ	ঐ
৫ চৈত্র ১৩৩৮	ঐ	ঐ
৯ চৈত্র ১৩৩৯	ঐ	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩০ ফাল্গুন ১৩৪০	ঐ	শ্রীরাজশেখর বসু
৮ পৌষ ১৩৪১	ঐ	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১৭ বৈশাখ ১৩৩৮	গিরিশচন্দ্র ঘোষ-লেক্‌চারশিপ-সমিতি	শ্রীমন্মথমোহন বসু
২১ আষাঢ় ১৩৪০	ঐ	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬ বৈশাখ ১৩৪২	ঐ	ঐ
[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫ চৈত্র ১৩৩৮	রামতনু লাহিড়ী-লেক্‌চারশিপ-সমিতি	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* ৩৬শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১১।

+ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ায় ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহার স্থলে চুণীলাল বসু নির্ব্বাচিত হন।

বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পরিষদের সাহিত্যিক প্রদর্শনী

১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ভারতীয় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীতে শিক্ষা-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পরিষৎ হইতে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি, বঙ্গভাষায় মুদ্রিত কতিপয় প্রাচীন পুস্তক ও ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত বঙ্গের নানা জনপদ, রাজধানী, প্রাসাদ, মন্দির ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মূর্ত্তি প্রভৃতির ফটোগ্রাফ এবং সুপ্রাচীন অঙ্কিত চিত্র, খোদিত লিপি, তাম্র-শাসনাদি ও বাংলা সাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পরিষদের বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা এই সকল দ্রব্য ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে ক্রমশঃ পরিষদ্-মন্দিরে এই শ্রেণীর বহু দ্রব্য সংগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপে পরিষদের চিত্রশালা বা কলাভবনের সূচনা হয়। প্রাচীন জিনিষ দর্শন, রক্ষণ ও সংগ্রহ যে বিশেষ তৃপ্তির, আদরের ও গৌরবের তাহা লোকে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। উক্ত প্রদর্শনীতে এই সকল পুরাকীর্ত্তির গৌরবময় বিবরণ শুনিয়া লোকের মনে এই শ্রেণীর দ্রব্য অনুসন্ধানের ও সংরক্ষণের স্পৃহার স্ফুরণ হয় এবং বঙ্গদেশের ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালী ও ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের লোকের নিকট পরিষদের নাম ও উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। নানা দিক্ দিয়া পরিষদের এই প্রদর্শনী সফল হইয়াছিল। তদবধি কলিকাতায় ও বঙ্গদেশের নানা স্থানের প্রদর্শনীতে পরিষৎ সংগৃহীত দ্রব্যগুলির কিছু কিছু প্রদর্শনের জন্য আহূত হইয়াছেন।

যে-যে ক্ষেত্রে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

তারিখ	প্রদর্শনীর নাম	পরিষদের প্রেরিত দ্রব্যাদি
১৩১৩, ৬ পৌষ-১৪ ফাল্গুন	কলিকাতায় কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতীয় শিল্পকৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রদর্শনী	পুরাতন পুস্তক, প্রাচীন পুথি, পৌরাণিক মূর্ত্তি, ঐতিহাসিক স্থানাদির ফটোগ্রাফ, প্রাচীন ব্যক্তির হস্তাক্ষর প্রভৃতি
১৩১৬, চৈত্র (?)	কুষ্টিয়া প্রদর্শনী	পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী
১৩২২, ২৯ পৌষ	ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টসের প্রদর্শনী	পিতলের মূর্ত্তি
১৩২৯, ২৮ পৌষ	ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির হলে প্রদর্শনী	প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, দলিলপত্র ও পুস্তক ; প্রাচীন বাংলা সংস্কৃত ও ফার্সী পুথি
১৩৩০, পৌষ-মাঘ	কলিকাতায় ব্রিটিশ এম্পায়ার প্রদর্শনী	
১৩৩১, ১৪ চৈত্র	বাঁশবেড়িয়ায় হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলনীর প্রদর্শনী	পুরাতন সাময়িক পত্র
১৩৩২, ১ কার্ত্তিক	গৌরাঙ্গদেবের স্মরণ-মহোৎসব উপলক্ষে পানিহাটি স্কুলগৃহে প্রদর্শনী	বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাচীন পুথি
১৩৩৪, ২১ বৈশাখ	চন্দননগরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী (৫ম বৎসর)	কতকগুলি ফটো
৪ আষাঢ়	কলিকাতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রদর্শনী	বৈষ্ণবধর্ম্মসংক্রান্ত পুথি, প্রাচীন গ্রন্থ ও চিত্রাদি
২৪-২৫ ভাদ্র	চন্দননগরে হুগলী জেলার পাঠাগার সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	হস্তাক্ষর, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও পুস্তক
৮ মাঘ	পরিষদের হলে অল-বেঙ্গল লাইব্রেরি কনফারেন্সের পুস্তকাগার সম্পর্কীয় প্রদর্শনী	
১৩৩৫, ৩-৬ অগ্রহায়ণ	লাহোরে ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স	গীতগ্রামে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্য
৮ই পৌষ	কলিকাতায় শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতার বার্ষিক জয়ন্ত্যুৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	গীতা-সংক্রান্ত পুথি ও পুস্তকাদি
৯-১৩ পৌষ	কলিকাতায় সিনেট হলে নিখিলভারত গ্রন্থালয় সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুথি, প্রাচীন চিত্র, হস্তাক্ষর প্রভৃতি
১৩৩৭, ২৩-২৫ জ্যৈষ্ঠ	পরিষদের রমেশ-ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধিবেশন	

তারিখ	প্রদর্শনীর নাম	পরিষদের প্রেরিত দ্রব্যাদি
১৩৩৮, ১২-১৫ জ্যৈষ্ঠ	কলিকাতায় কুমার সিংহ হলে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের ২০শ অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	
৯ পৌষ	রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে টাউন-হলে প্রদর্শনী	
১৮ মাঘ	এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	প্রাচীন দলিল, হস্তাক্ষর, পুথি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি
১৩৩৯, ১৪-১৮ মাঘ	শ্রীরামপুরে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিখিল-বঙ্গ-পুস্তকালয়-সমিতির প্রদর্শনী	দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও দ্রব্যাদি
২৪ মাঘ	এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	প্রাচীন সংবাদপত্র, তাম্রশাসন, প্রাচীন চিত্র, প্রাচীন হস্তাক্ষর প্রভৃতি
১৩৪০, ৯-১৬ পৌষ	রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় আশুতোষ হলে প্রদর্শনী	রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন, চিঠিপত্র, গ্রন্থাবলীর মূল সংস্করণ প্রভৃতি
১ ফাল্গুন	রোটারি ক্লাবে কলিকাতার ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী	কলিকাতা-সম্বন্ধীয় প্রাচীন পুস্তকাদি
১৩৪১, ৯ অগ্রহায়ণ	ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে ফিরদৌসী-স্মৃতি-উৎসব	সচিত্র 'শাহ্‌নামা'
১৩৪২, ৩২ শ্রাবণ —১ ভাদ্র	কলিকাতা টাউন-হলে জর্নালিষ্ট কনফারেন্স-সংক্রান্ত প্রদর্শনী	দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সাময়িক পত্র
১৭-২৬ মাঘ	বেঙ্গল এডুকেশন উইক, ১৯৩৬ (প্রেসিডেন্সি কলেজে)	সাহিত্যিকগণের হস্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি
২০ মাঘ	এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন	বাংলা প্রাচীন পুথি
২১-২২ চৈত্র	হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী, রাজবলহাট, হুগলী	সাহিত্যিকগণের হস্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রব্য ও প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকাদি
২৮-২৯ চৈত্র	জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতে প্রদর্শনী	চিত্রিত প্রাচীন পুথির পাতা ও পাটা

নানা সভা-সমিতিতে পরিষদের প্রতিনিধি

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও প্রচারকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যাহা করিয়াছেন তাহার ফলে পরিষদের খ্যাতি দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই হেতু বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরে ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সংক্রান্ত ও সাহিত্য-বিষয়ক সভা-সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য সময়ে সময়ে পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি আহূত হন।

যে-যে স্থানে পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল; কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং শাখা-পরিষদের বার্ষিক উৎসবে প্রেরিত প্রতিনিধিদের নাম এই তালিকায় দেওয়া হয় নাই।

তারিখ	সভা-সমিতি	নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি
১৩১০, চৈত্র (?)	রাজশাহীতে মুসলমান শিক্ষাসমিতির অধিবেশন	হরকুমার সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীওয়াহেদ হোসেন
১৩১১, বৈশাখ (?)	ত্রিপুরায় মুসলমান শিক্ষাসমিতির প্রাদেশিক অধিবেশন	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৩১৬, ৬-৮ কার্ত্তিক	বরোদায় মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১৭, ২৩-২৪ আশ্বিন	প্রথম হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, কাশী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনিবারণ-চন্দ্র চৌধুরী
১৩১৮, আশ্বিন (?)	কলিকাতায় মুসলমান শিক্ষাসমিতির অধিবেশন	সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শহীদুল্লা, আবদুল করিম, কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ, আবুল কাসিম, শ্রীওয়াহেদ হোসেন ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
১৩ ফাল্গুন	সর্ব্ববঙ্গ হিন্দু শিক্ষা সম্মিলনী ও কমিশন	শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র বসু, দুর্গানারায়ণ সেন প্রভৃতি
আশ্বিন	দ্বিতীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ	শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোজমোহন বসু ও কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ
ফাল্গুন (?)	সর্ব্ববঙ্গ-হিন্দু-শিক্ষাসমিতির অধিবেশন	

তারিখ	অনুষ্ঠান	নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি
১৩১৯, ১৩-১৫ কার্ত্তিক	আকোলা নগরে মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন	* দুর্গানারায়ণ সেন-শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৬-৮ পৌষ	কলিকাতায় তৃতীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন	সারদাচরণ মিত্র, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন
১৩২২, জ্যৈষ্ঠ (?)	বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন	শ্রীরাজশেখর বসু
ঐ	গুজরাতী-সাহিত্য-সম্মিলন, সুরাট	বি. এল. গুপ্ত
অগ্রহায়ণ (?)	৬ষ্ঠ হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন, লাহোর	স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকালীনাথ রায়
৮-১৪ পৌষ	কাশীতে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন	সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও কাশী শাখা-পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক
১৩২৩, ৮ জ্যৈষ্ঠ	যশোহর খুলনা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য-সমিতি, যশোহর	শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
২৪ ফাল্গুন	আপার ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশ্যন, হোলি উৎসব, কলিকাতা	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, বাণীনাথ নন্দী
১৩২৪, ১৫ পৌষ	রাষ্ট্রভাষা সম্মিলন, কলিকাতা	শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার···
১১ চৈত্র	আপার ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশ্যন, হোলিকোৎসব, কলিকাতা	
১৫-১৭ চৈত্র	অষ্টম হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, ইন্দোর	
১৩২৫, বৈশাখ (?)	বোম্বাইয়ে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কে. চ্যাটার্জ্জী, বি. কৃষ্ণাপ্পা···
১৩২৭, কার্ত্তিক (?)	পঞ্জিকা-সংস্কার-বিষয়িনী সভা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগণপতি সরকার ও শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
চৈত্র (?)	কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের ১১শ অধিবেশন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র···
১৩২৮, ১৪-১৬ মাঘ	কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীমন্মথমোহন বসু, হিরণকুমার রায় চৌধুরী

তারিখ	অনুষ্ঠান	নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি
১৩২৯, ২৮ পৌষ	কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের ৫ম অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	চুণীলাল বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
ফাল্গুন	কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন	হেমচন্দ্র ঘোষ
১৩৩০, ৯ বৈশাখ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মস্থান কান্দীতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ দুইটি পান্থশালা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীজলধর সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি
১৩৩১, ২১-২৩ কার্ত্তিক	নিখিল ভারতবর্ষীয় পঞ্চদশ হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, দেরাদুন	
১৪ চৈত্র	হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলন, ১ম বার্ষিক অধিবেশন, বাঁশবেড়িয়া	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী
১৩৩২	নৈহাটীতে বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন	
	বৃন্দাবনে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন	
১৩৩৪, বৈশাখ (?)	পুনায় মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস।
২১ শ্রাবণ	হুগলী জেলা ঐতিহাসিক ও পাঠাগার সমিতির অধিবেশন	
৭-৮ মাঘ	এলবার্ট-হলে অল-বেঙ্গল লাইব্রেরি কন্‌ফারেন্স	শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি
১৩৩৫, ১৫ শ্রাবণ	বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
ভাদ্র	কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের ন্যাস-সমিতি	পঞ্চানন তর্করত্ন
৩-৬ অগ্রহায়ণ	লাহোরে ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের ৫ম অধিবেশন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায়, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি
৯ পৌষ	সিনেট-হলে নিখিল-ভারত গ্রন্থালয়-সম্মিলন	শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১১-১২ পৌষ	ইন্দোরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন	শ্রীজলধর সেন, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীগিরিজাকুমার বসু এবং মীরাট-শাখা-পরিষদের সদস্যগণ

তারিখ	অনুষ্ঠান	নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি
১৩৩৬, ১১-১৩ পৌষ	লাহোরে ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি কন্‌ফারেন্সের ৬ষ্ঠ অধিবেশন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ও শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায়
১৩৩৭, ১-৪ পৌষ	পাটনায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের ৬ষ্ঠ অধিবেশন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রবোধ বাগচী, প্রভৃতি
২৯ চৈত্র	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১৩৩৮, ১২-১৫ জ্যৈষ্ঠ	কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের ২০শ বার্ষিক অধিবেশন	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি
২-৩ অগ্রহায়ণ	নিখিলবঙ্গ-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন	
১৩৪০, ২৭-২৯ ভাদ্র	কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির হলে নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মিলন	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১২-১৪ পৌষ	বরোদায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের ৭ম অধিবেশন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীহারাণ-চন্দ্র চাকলাদার, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসুকুমার-রঞ্জন দাশ
১ মাঘ	এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫০ম প্রতিষ্ঠা-উৎসব	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১৩৪১, ১২-১৪ পৌষ	বরোদায় মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মেলনের ১৯শ অধিবেশন	শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
১৩৪২, ৭-১০ বৈশাখ	ইন্দোরে অখিল ভারতবর্ষীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের ২৪শ অধিবেশন	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু
১১-১৩ পৌষ	ইন্দোরে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মেলনের ২০শ অধিবেশন	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু
১৪ পৌষ	মহীশূরে অল্‌-ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের ৮ম অধিবেশন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

গচ্ছিত তহবিল

সদ্‌গ্রন্থপ্রকাশ, পদক ও পুরস্কার দান, সাহিত্যসেবীদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা, দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার গঠন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিবার জন্য অনেক মহানুভব ব্যক্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গচ্ছিত তহবিল স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল তহবিলের সর্ত্ত ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিবরণ দেওয়া হইল।

হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

১৩১০ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হয়—

> কলিকাতায় এবং বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সভাসমিতি, পাঠাগারাদি, সমস্ত সংবাদপত্রাদির সম্পাদক এবং দেশের সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি পরামর্শ-সভার আহ্বান করিতে হইবে। হেমবাবুর শোকসভা সাধারণ শোকসভা হওয়া আবশ্যক। সকল সম্প্রদায়ের সমবেত অধিবেশন যাহাতে হয়, তাহা করা আবশ্যক।...২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন পরামর্শ-সভার দিন স্থির করা হইল।

হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির গঠন সম্বন্ধে ১০ম বার্ষিক বিবরণ (পৃ. ৮) পাঠে জানা যায়,

> ঐ পরামর্শ-সভার আয়োজনে ১৮ই আষাঢ় তারিখে ওভারটুন-হলে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., সি. এস. আই. মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ঐ অধিবেশনে হেমবাবুর জন্য এক স্মৃতিরক্ষা-সমিতি গঠিত হয়। রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উক্ত সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ., বি. এল. মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হন।

এই স্মৃতিরক্ষা-সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে পরিষদের ১৫শ বার্ষিক বিবরণের ১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ—

> কবিবরের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল, ঐ সমিতি প্রায় দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে ১২০০৲ টাকা ব্যয়ে মিঃ এঙ্গেলিনো বইস্ নামক ইটালি-দেশবাসী ভাস্কর দ্বারা মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তি ইটালি হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনা হয়; হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি ঐ মূর্ত্তি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষার জন্য দান করিয়াছেন।

১৩১৬ সালে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকার পরিশিষ্টে হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের ১৩১৫ সালের যে হিসাব মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়,

> আয়।— হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ১৩১৫। ২৯শে পৌষ তারিখে পত্রদ্বারা ৺হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ দান ৫৭৫৶৫।

হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সংগৃহীত অর্থে উদ্বৃত্ত ৫৭৫/৫ এই সর্ত্তে স্থায়ী ভাবে পরিষদের হস্তে অর্পিত হয় :—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—

(ক) বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য রচনার জন্য ঐ টাকার সুদ হইতে পুরস্কার দিবেন। উহার নাম 'হেমচন্দ্র বৃত্তি বা পুরস্কার' হইবে।

(খ) পরিষৎ প্রতি বৎসর এই রচনা সম্বন্ধে বিষয় নির্দ্ধারণ, পরীক্ষক নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিধিব্যবস্থার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত করিবেন। এই শাখা-সমিতিই এ সম্বন্ধে প্রতি বৎসরের হিসাবাদি রক্ষা করিবেন, ও প্রতি বৎসরের কার্য্যবিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিবেন।

(গ) উক্ত গদ্য পদ্য রচনায় ছাত্রগণের রচনাই আদরণীয় হইবে।

(ঘ) কোনও বৎসর যদি সমস্ত রচনাই পুরস্কারের অযোগ্য হয়, তবে সে বৎসর পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

—১৫শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ১১০-১১।

পরিষদের হস্তে উদ্বৃত্ত অর্থ অর্পণ করিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের দ্বারা হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক লিখাইয়া লইবেন। তদনুসারে, এই গচ্ছিত তহবিলের অর্থে ১৩১৮ ও ১৩৩৫ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকের ১ম ও ২য় সংস্করণ পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। ইহা ছাড়া, এই তহবিলের অর্থে যে-সকল প্রবন্ধ-লেখককে 'হেমচন্দ্র-স্বর্ণপদক' দান করা হয়, তাঁহাদের নামের তালিকা "পদক ও পুরস্কার"-বিভাগে দেওয়া হইয়াছে।

কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল

১৩১৭ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পরিষদ্-মন্দিরে "কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী শিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাসের বাসস্থান ছিল। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোকের উদ্যোগে কিছুদিন হইতে উক্ত গ্রামে কাশীদাসের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছিল, এবং উদ্যোগকারীরা এ বিষয়ে পরিষদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মহাভারত-কারের বাসস্থান শিঙ্গিগ্রাম বা সিদ্ধিগ্রাম, ১৩১৬ সালে এই তর্ক উপস্থিত হওয়ায় স্মৃতিরক্ষা প্রস্তাব গ্রহণে কিছু বিলম্ব ঘটে। স্থানীয় লোকের সাহায্যে যথাসম্ভব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া শিঙ্গিগ্রামের পক্ষেই মীমাংসা হয়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধিগ্রামের অস্তিত্ব ঠিক্ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং সম্মিলন এই কার্য্যের ভার সাহিত্য-পরিষদের উপর অর্পিত করেন। তদনুসারে পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন ঘটে" (১৭শ বা. বি. পৃ. ৯)। এই অধিবেশনে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাহার সভাপতি এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক হন।

১৩১৯ সালে শিঙ্গিগ্রামে কবির ভিটায় স্মৃতিসৌধ-নির্ম্মাণের জন্য এক লক্ষ ইট প্রস্তুত হয় এবং পর বৎসর এই ইটের মূল্য বাবদ ১৬৫৲ টাকা কাটোয়ায় 'প্রসূন'-সম্পাদক জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহকে পাঠান হয়। ১৩২১ সালে স্থির হয়, 'কেশেপুকুর' সংস্কার ও ঘাট বাঁধাইতে হইবে এবং কাশীরাম যেখানে বসিয়া পুথি লিখিতেন সেখানে একটি দালান নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এই জন্য আনুমানিক তিন হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থাই ঘটিয়া উঠে নাই। ১৩৩৬ সালে কাসিমবাজার-মহারাজের কলিকাতার বাড়িতে সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল; এই অধিবেশনে শিঙ্গিগ্রামে কাশীরামের নামে বিদ্যালয়স্থাপনের আলোচনা হয়, কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই।

বিনয়কুমার সরকার তহবিল

শ্রীবিনয়কুমার সরকার 'সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী' নামে এক শ্রেণীর অনুবাদ-সাহিত্য প্রকাশের প্রস্তাব করিয়া ১৩১৮ সালের ২১ কার্ত্তিক নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২১শে কার্ত্তিক, ১৩১৮।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপযোগী করিয়া তুলা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অনুমোদন করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সঙ্কলন ও অনুবাদ করা আবশ্যক এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তিদ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে।.........

বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি প্রধানতঃ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহায্যে ও অনুকম্পায় সংগৃহীত ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত সর্ত্তে আপনারা এই অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব :—

১। এই অর্থদ্বারা "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী" নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

২। এই বৃত্তি দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইবে;—

(ক) পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন। যথা,—Schwegler, Weber প্রভৃতি.

পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

(খ) ফরাসী পণ্ডিত Guizot-প্রণীত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের (বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া) সরল বঙ্গানুবাদ।

৩। কার্য্যপ্রণালী ;—

(ক) পুস্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতাকারে পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা ঐরূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট ঐ রচনা প্রেরিত হইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোচিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(খ) এই দুই পুস্তকেরই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি-এইচ্ ডি মহাশয় এবং ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ পরীক্ষক থাকিবেন।

(গ) প্রথম পুস্তক অন্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া দুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

৪। ব্যয়ের হিসাব ;—

প্রথম গ্রন্থ।—	মুদ্রণ	...	১৫০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক	...	১২০০৲
	পরীক্ষকের পারিশ্রমিক	...	৩০০৲
দ্বিতীয় গ্রন্থ।—	মুদ্রণ	...	১০০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক	...	৭৫০৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক	...	২৫০৲

৫। গ্রন্থের স্বত্ব ;—

(ক) প্রত্যেক গ্রন্থ হাজার কাপি করিয়া মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্ত্তৃক উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

(খ) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রত্যেক গ্রন্থের দুই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ইচ্ছানুসারে ২৫ কাপি পুস্তক বিতরিত হইতে পারিবে।

(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

(ঘ) অন্যান্য সংস্করণ সম্বন্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা পরীক্ষকগণের মনোনীত হইবার পূর্ব্বে কোন লেখক প্রাপ্য পারিশ্রমিকের কোন অংশ পাইবেন না।

৭। লেখক-নির্ব্বাচন ;—

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম এ, পি-এইচ্ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ মহাশয়গণকে লইয়া নির্ব্বাচনাদি ও কার্য্যভার-সমিতি গঠিত হইবে। উক্ত সমিতি যাঁহাকে গ্রন্থরচনা-বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া গ্রন্থ-রচনা-ভার অর্পণ করিবেন।

(গ) রচনা-কার্য্যের ভার পাইবার জন্য কেহ আবেদন করিলে, তাহা গৃহীত হইবে না।

৮। প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে। পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিতে এই পত্রও পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইবে।

ইঁহার অল্পদিন পরে বিনয়বাবু দুই হাজার টাকা পরিষদের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮শ বার্ষিক বিবরণের ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ,

> শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র মুদ্রা পরিষদের হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দুই সহস্র মুদ্রা পরিষদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

বিনয়বাবুর সর্ত্তসম্বলিত পত্রখানি বিশেষভাবে আলোচনার পর, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২৪ মাঘ ১৩১৯ তারিখের অধিবেশনে গৃহীত হয়।

বিনয়বাবু নির্দ্দেশ করিয়া দেন যে এই তহবিলের অর্থে, বাঙালী পাঠকের উপযোগী করিয়া, গিজোর 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস'-এর সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। গিজোর গ্রন্থ অনুবাদ করেন—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে ৩২শ বার্ষিক বিবরণের ২৮ পৃষ্ঠায় আছে :—

> ত্রিবেদী মহাশয় পরলোকগত এবং ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মহীসুরে অবস্থান করেন বলিয়া [গিজোর] অনুবাদ অনুমোদিত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয়বাবু বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় ও ডাঃ শীল মহাশয়ের স্থলে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে পরীক্ষক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত করেন।

গিজোর 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' এই তহবিলের অর্থে ১৩৩৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি এই তহবিলের অর্থে ডেভিড রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান (*Political Economy*) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে ; শ্রীসুধাকান্ত দে অনুবাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। (কা. নি. স. ১৬ আশ্বিন ১৩৪১)

লালগোলা-তহবিল

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশের সহায়তাকল্পে 'লালগোলা-তহবিল' গঠনের প্রস্তাব করিয়া, লালগোলাধিপতি শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩২১ সালের ১৬ই শ্রাবণ যে সর্ত্ত পরিষদ্‌কে পাঠান, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

লালগোলা ১ আগষ্ট ১৯১৪

১। মৎপ্রদত্ত অর্থ পরিষদের স্থায়ী তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে ও লালগোলা-তহবিল নামে উহার পৃথক্ হিসাব থাকিবে।

২। তহবিলের মূলধন কোনরূপে বা কোন কারণে ব্যয় করা হইবে না। অন্যূন শতকরা ৪৲ টাকা বার্ষিক সুদে মিউনিসিপাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ঐরূপ সুদে উহা গচ্ছিত রাখা হইবে।

৩। অন্যূন এক শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ ঐ সুদের অর্থ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থ সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যয় ব্যতীত গ্রন্থ ক্রয় বা বিতরণ বা প্রচারের জন্য কোন ব্যয় ঐ তহবিল হইতে লওয়া হইবে না।

৪। গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য পরিষৎ উচিত মত ব্যবস্থা করিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই তহবিলে জমা হইবে।

৫। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাসময়ে মুদ্রণের উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবেন ও নিম্ন ধারানুসারে উহা অনুমোদিত হইলে উহা সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রন্থের মূল্যাদিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৬। নির্ব্বাচিত গ্রন্থের নাম এবং আবশ্যক হইলে তাহার পাণ্ডুলিপি সমস্ত বা কিয়দংশ আমার নিকট অথবা আমার নির্ব্বাচিত.........নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। তিনি অনুমোদন না করিলে উহা মুদ্রিত হইবে না; তৎপরিবর্ত্তে অন্য গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

[রাজা বাহাদুরের ৫ই আগষ্ট ১৯১৪ তারিখের পত্রের মর্ম্ম—..."ষষ্ঠ সর্ত্তে প্রকাশার্থ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের ভার আমার অথবা নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তির উপর রাখিবার প্রস্তাব আছে। আমার বা আমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তির অভাবে পরিষৎ নিজেই এ অনুমোদন ভার গ্রহণ করিবেন।"]

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে ২৫ খণ্ড পরিষৎ আমাকে বা আমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে বিনা মূল্যে দিবেন এবং পাঁচ খণ্ড পরিষৎ নিজের লাইব্রেরীর জন্য গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট সমস্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় হইবে।

৮। প্রতি বৎসরের শেষে এই তহবিলের হিসাব ও এই তহবিলের ব্যয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের বিক্রয়ের হিসাব আমার বা আমার নির্ব্বাচিত......নিকট পাঠাইতে হইবে।

৯। সম্প্রতি আমি প্রতি বৎসর পরিষৎকে যে পৃথক্ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকি,* তাহাও এই তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং তাহার হিসাবও উক্ত রূপে রাখা হইবে। যত দিন আমি ঐ বার্ষিক সাহায্য দান করিব, তত দিন এই তহবিলের অনুযায়ী ঐরূপ নিয়ম চলিবে। এই হিসাব পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইবে।

১০। এই সকল নিয়ম পালনে যদি পরিষৎ অসমর্থ হন বা যদি কোন কারণে পরিষৎ লুপ্ত হয়, তাহা হইলে এই মূলধনের টাকা আমার স্থলাভিষিক্তেরা ফেরত পাইবেন।

১১। উক্ত নিয়মগুলি প্রতি বৎসর সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকামধ্যে বা কার্য্যবিবরণমধ্যে মুদ্রিত হইবে।

১৩২১ সালের ২২ শ্রাবণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে "সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজা-বাহাদুরের সর্ত্ত অনুসারে দান গৃহীত হইল।"

লালগোলা-তহবিলভুক্ত গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। প্রকাশকাল গ্রন্থের আখ্যাপত্র হইতে গৃহীত :—

১৩১২ ব্রজ-পরিক্রমা

১৩১৩ কাশী-পরিক্রমা
শূন্যপুরাণ

১৩১৬ নবদ্বীপ-পরিক্রমা
মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ

১৩১৯ বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

১৩২০ বাঙ্গালাশব্দ-কোষ, ১ম-২য় খণ্ড,
৩য় খণ্ড—১৩২১
৪র্থ খণ্ড—১৩২২
সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড
২য়, ৩য় খণ্ড—১৩২৩
চণ্ডীদাসের পদাবলী

১৩২২ মৃগলুব্ধ
সত্যনারায়ণের পুঁথি
মৃগলুব্ধ-সংবাদ

১৩২৩ গঙ্গা-মঙ্গল
বৌদ্ধগান ও দোহা
ধর্ম্মপূজা-বিধান
মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১ম সংস্করণ

১৩২৪ সারদা-মঙ্গল
জ্ঞান-সাগর
নেপালে বাঙ্গালা নাটক
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস
গোরক্ষ-বিজয়

১৩২৬ শ্রীকৃষ্ণবিলাস

১৩৩২ ন্যায়দর্শন, ৩য় খণ্ড

১৩৩৩ শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল

১৩৩৬ সংকীর্ত্তনামৃত

১৩৩৭ শ্রীধর্ম্মপুরাণ
কালিকামঙ্গল

১৩৪২ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
২য় সংস্করণ

---

* ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে "লালগোলা-তহবিল" গঠিত হয়। ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত এই তহবিলের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এইরূপ :—

১৩১১ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রাজা-বাহাদুরের দান ...	৭১০০৲
১৩২১ বঙ্গাব্দে পুস্তক-বিক্রয়ের আয়	১৫৬।/০
	৭২৫৬।/০
প্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশে ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ব্যয় ...	৫৮১৪।৶০
	১৪৪১৸৶০

(১৩২২ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', পরিশিষ্ট, পৃ. ১৩৭)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার

বঙ্গসাহিত্যসেবীদের বন্ধু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর ১১ই শ্রাবণ ১৩২৬ তারিখে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন হয়। এই সভায় শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বলেন,

> সাহিত্য-পরিষৎ অনেক সাহিত্যসেবীর স্মৃতিরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থের অস্বচ্ছলতাবশতঃ পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর উপযুক্ত পুত্রেরা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের পিতার নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া, বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া পরিষৎকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।...এই বলিয়া তিনি সভার সমক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের ৫০৲ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করিলেন...।—২৬ বর্ষের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের (১১ শ্রাবণ ১৩২৬) কার্য্যবিবরণ, পৃ. ২০-২১।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাব করিয়া শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১৩২৬ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ সর্ত্ত-সম্বলিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন:—

201, Cornwallis Street,
Calcutta.
৯. ১২. ১৯

মান্যবর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি. এ.
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র যে দিন পরিষদ্-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের মারফতে পরিষদে মৃত সাহিত্যসেবকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করি। নিম্নলিখিত সর্ত্তে ঐ টাকা প্রতি বৎসর পরিষদে প্রদান করিব।

সর্ত্ত।

১। প্রতিবর্ষে প্রদত্ত এই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার নামে জমা হইবে।

২। এই অর্থ হইতে প্রতিবর্ষে দুই জন মৃত সাহিত্যসেবকের চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং উক্ত চিত্রে "৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত" এই পংক্তিটি লেখা থাকিবে।

৩। যে সমস্ত সাহিত্যসেবকদিগের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, এবং যাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার বা চিত্রপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন সমিতি গঠিত হয় নাই বা

বিশেষভাবে কোন স্মৃতিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কেবলমাত্র তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রতিবৎসর দুই জনের চিত্র এই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় প্রস্তুত হইবে।

৪। এই চিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি একটি শাখা-সমিতি গঠন করিয়া কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবেন।

নিবেদন ইতি।
বিনীত শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

২৪ পৌষ ১৩২৬ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এই পত্রখানি উপস্থিত করা হইলে, "সর্ত্তগুলি আলোচিত হইল। স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবুকে এই দানের প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক…।"

এই স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে এ-যাবৎ যে-সকল সাহিত্যসেবীর চিত্র পরিষদ্-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তালিকা :—

১৩২৭	সখারাম গণেশ দেউস্কর	১৩৩৩	নবীনচন্দ্র দাস
	মশারফ হোসেন		জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		
		১৩৩৫	শিবনাথ শাস্ত্রী
			শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
১৩২৮	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		রাধাগোবিন্দ কর
	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ		
১৩২৯	কৈলাসচন্দ্র সিংহ	১৩৩৭	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
	মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা		
১৩৩০	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	১৩৩৮	সারদাচরণ মিত্র
	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৩৯	যাদবেশ্বর তর্করত্ন
		১৩৪০	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
১৩৩১	বিহারীলাল সরকার	১৩৪১	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
১৩৩২	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৩৪৩	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তহবিল-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় গত ১৩৩৫ সাল হইতে নগদ টাকার পরিবর্ত্তে পরিষদের নির্দ্দেশ-মত চিত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিভাণ্ডার

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিসভার আয়োজনাদি অনেক দিন হইতে যোগীন্দ্রনাথ বসু করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত ঐ কার্য্য করিতে অক্ষমতা জানাইয়া তিনি পরিষৎকে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া ১৩২৬ সালের ১৫ই চৈত্র একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায়

১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট
২৮. ৩. ২০

সসম্মান নিবেদন :—

গত কয় বৎসর মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুদিনে যে সভা হইয়া থাকে, আমি যথাশক্তি তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যে এ কার্য্যের ভার আর বহন করিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমুন্নত করিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহাদিগের অগ্রণী। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। সেই জন্য আমার প্রার্থনা, সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার বর্ত্তমান বর্ষ হইতে গ্রহণ করেন। সাধারণে এ সম্বন্ধে যেরূপ অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে পরিষদের এজন্য কোন ব্যয় হইবে, এরূপ বোধ হয় না। কয় বৎসরে ব্যয় বাদ আমার নিকট ১২২৸৵১০ এক শত বাইশ টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা মজুত আছে। আমি তাহা পরিষদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। বার্ষিক ব্যয় ২৫।৩০ টাকার অধিক নয়। সুতরাং মজুত তহবিল ও সম্ভবপর চাঁদা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ না হইবার কারণ নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের অভিপ্রায় আমাকে জানাইলে আমি টাকা পাঠাইব। ভরসা করি, সাহিত্য-পরিষৎ এ ভার গ্রহণে অসম্মত হইবেন না। ইতি

বশংবদ
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

এই পত্র ১৩২৬ সালের ২৬ চৈত্র কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইলে স্থির হয়, "শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার সর্ত্তানুসারে উক্ত স্মৃতি-উৎসবের ভার গ্রহণ করা হউক।"

এই পত্র পাইয়া বসু-মহাশয় ১৩২৭ সালের ১৭ই বৈশাখ মাইকেল-স্মৃতি-উৎসব-সমিতির উদ্বৃত্ত ১২২৸৵৬ পরিষৎ-কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন।

প্রতি বৎসর পরিষদ্-মন্দিরে কবির যে স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন হয়, তাহার সমস্ত ব্যয় এই ভাণ্ডারের অর্থে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই স্মৃতি-উৎসবের জন্য প্রতিবর্ষে সদস্য বা জনসাধারণ যে চাঁদা দিয়া থাকেন, তাহা এই স্মৃতিভাণ্ডারে জমা হইয়া থাকে।

রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-তহবিল

১৩২৬ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোকগমনে পরবর্ত্তী ১৮ই শ্রাবণ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। ত্রিবেদী মহাশয়ের যথোচিত স্মৃতিরক্ষার্থ এই সভায় একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। এই স্মৃতি-সমিতির

সম্পাদক ... শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক ...শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, হেমচন্দ্র ঘোষ

রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-সমিতির ৩য় অধিবেশনে (৬ পৌষ ১৩২৭) নিম্নলিখিত ষোল জন সভ্য লইয়া এই সমিতির একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় ও স্থির হয় যে, ৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্যকরী সমিতির কার্য্য চলিতে পারিবে :—

কার্য্যকরী সমিতি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)
চুণীলাল বসু
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীশরৎকুমার রায়
শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র
কুমারকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক)
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত } (সহ. সম্পাদক)
হেমচন্দ্র ঘোষ }

রামেন্দ্রবাবুর স্মৃতিরক্ষা-বিষয়ে ২৭শ বার্ষিক বিবরণের ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

> ত্রিবেদী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।... বৈদিক অনুসন্ধান-মূলক প্রবন্ধের জন্য এক শত টাকার একটি পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-বিষয়ক আরও কতিপয় প্রস্তাবের মধ্যে একটি অর্দ্ধ-প্রস্তরমূর্ত্তি (bust) নির্ম্মাণের ও পরিষৎ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠার সংকল্প আছে।... এতদ্ব্যতীত স্মৃতি-সমিতি স্থির করিয়াছেন [১৬ বৈশাখ ১৩২৮] যে, সংগৃহীত অর্থদ্বারা রামেন্দ্র বাবুর একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত ও তাঁহার লিখিত পুস্তকাদির আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপর এই জীবনচরিত সম্পাদনের ভার দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের জন্য বৈদিক অনুসন্ধান-মূলক পুরস্কার প্রবন্ধ লিখাইবার নিমিত্ত লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

পাঁচ বৎসরের জন্য এক শত টাকার পাঁচটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া লালগোলার মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় স্মৃতি-সমিতির হস্তে পাঁচ শত টাকা অর্পণ করেন। এ-যাব এক জন মাত্র ১৩৩৬ সালে এই পুরস্কার পাইয়াছেন ('পদক ও পুরস্কার' বিভাগ দ্রষ্টব্য)।

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল

১৩২৬ সালের ৪ আষাঢ় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের মৃত্যু হয়। তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদে ১৩২৭ সালের ২০ আষাঢ় একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন হয়। এই সভায়

> শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন···সুবর্ণবণিক সমাজ হইতে সংগৃহীত ৫৲ টাকা সুদের ২০০৲ টাকার পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা আলোচনার জন্য প্রতি বর্ষে পদক বা পুরস্কার দেওয়া হইবে।—১৩২৭ সালের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের (২০ আষাঢ়) কার্য্যবিবরণী।

১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৩য় অধিবেশনে এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয়।

এই স্মৃতি-তহবিলের অর্থে এ-যাবৎ কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পান নাই।

অক্ষয়কুমার বড়াল-স্মৃতিভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ ৪ ফাল্গুন ১৩৪১ তারিখে এই স্মৃতি-তহবিলের সঞ্চিত সুদ ১৭৭৲ টাকা 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে ব্যয় করিবার জন্য পরিষৎকে অনুমতি দান করেন।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উদাসীন নহেন। ১৩০৬ সালে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক বৃত্তি দিবার জন্য বঙ্গীয়-গবর্ন্মেণ্টকে আবেদন করিবার প্রস্তাব ২৫ আষাঢ় ১৩০৬ তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত ও গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৮৯৯ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। এই আবেদন ব্যর্থ হয় নাই; বঙ্গীয়-গবর্ন্মেণ্ট ১লা জানুয়ারি ১৯০০ হইতে কবিবর হেমচন্দ্রকে ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন (৬ষ্ঠ বা. বি. পরিশিষ্ট)। ইহার পর মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারকে সাহিত্যিক বৃত্তি দিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আবেদনপত্র পাঠাইবার প্রস্তাব পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৩ মাঘ ১৩১১ তারিখের অধিবেশনে গৃহীত হয়, কিন্তু এই আবেদনের কোন ফল হয় নাই।

পরিষৎ এমন একটি স্বতন্ত্র দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, যাহার মূলধনের সুদ হইতে কতকগুলি দুঃস্থ সাহিত্যিক বা তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রপরিবারকে নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিতে পারেন। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেও (২ বৈশাখ ১৩১৮) হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী "দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের সাহায্যার্থ ও তাঁহাদিগের পুস্তকাদি প্রকাশের সাহায্যার্থ 'দরিদ্র-সাহিত্যিক-সংস্থান-ভাণ্ডার' নামে একটি ভাণ্ডার" স্থাপনের প্রস্তাব করেন। স্থায়ী দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের অভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নিজ তত্ত্বাবধানে চাঁদা তুলিয়া মাঝে মাঝে

কতকগুলি দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারকে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি :—

সাল	কাহাকে সাহায্য করা হয়	টাকার পরিমাণ	নজীর
১৩২৩	ব্যোমকেশ মুস্তফীর বিধবা স্ত্রী শ্রীযজ্ঞেশ্বরী দেবী	৭২০৲	২৩শ বা. বিবরণ
১৩২৪	ঐ	৪৮৫৲	২৪শ বা. বি.
১৩২৫	ঐ	১৭৬৲	২৫শ বা. বি.
১৩২৬	ঐ	৪২৲	২৬শ বা, বি.
১৩২৫	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীবিনোদা দেবী	৪৮৲	২৫শ বা. বি.
১৩২৬	ঐ	১৫৭৲	২৬শ বা. বি.
১৩২৭	পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশের পরিবার	৫৭।০	২৬শ বা. বি.

পরিষদের সঙ্কল্প অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে স্বর্গীয় পুলিনবিহারী দত্তের বদান্যতায়। তিনি সাড়ে দশ হাজার টাকার মূলধনে সাহিত্য-পরিষদে একটি 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার' স্থাপনের মানস করিয়া বিভিন্ন সময়ে পরিষদের হস্তে এই পরিমাণ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। তাঁহার দানের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক দানগ্রহণের তারিখ	নগদ	কোম্পানীর কাগজ	দাতা
১৫ আশ্বিন ১৩২৭	৯৲	১২০০৲	পুলিনবিহারী দত্ত
(২৭শ বা. বি. পরিশিষ্ট, পৃ. ৬০)		৩০০৲	ঐ
২১ চৈত্র ১৩২৮		১০০৲	ঐ
১৪ আশ্বিন ১৩৩১		৫০০৲	ঐ
১৮ বৈশাখ ১৩৩৬		৮৪০০৲	ঐ

পুলিন বাবুর দানের সর্ত্ত অন্যত্র দেওয়া হইল।

ইহা ছাড়া এই ভাণ্ডারে আরও কেহ কেহ কিছু দান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ :-

সাল	দাতা	দানের পরিমাণ	নজীর
১৩৩৫	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৫৲	কা. নি. স. ২৩ বৈশাখ ১৩৩৫
১৩৩৮	কলিকাতা ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত ১৯শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতি	১০০৲	৩৮শ বা. বি. পৃ. ২৬
১৩৩৯-৪১	সাধারণ কর্ত্তৃক খুচরা দান	১২।০	৩৯শ-৪১শ বা. বি.

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য অনেকে তাঁহাদের স্বরচিত পুস্তকের কতকগুলি খণ্ড পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

কা. নি. স. কর্ত্তৃক দান গ্রহণের তারিখ	পুস্তক	সংখ্যা	গ্রন্থকার
৭ আশ্বিন ১৩২৮	ঋতুসংহারম্	১৫০	শ্রীগণপতি সরকার
	পুষ্পবাণ-বিলাসম্	১৫০	শ্রীবিধুভূষণ সরকার
৯ ফাল্গুন ১৩২৮	বৃন্দাবন-কথা	২০০	পুলিনবিহারী দত্ত
২৯ বৈশাখ ১৩২৯	মেঘদূত	৫০	শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ
২৪ আষাঢ় ১৩৩০	উত্তরপাড়া বিবরণ	৪০	শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪ আশ্বিন ১৩৩১	ভারতললনা	১০০	রামপ্রাণ গুপ্ত
১১ ফাল্গুন ১৩৩৩	মাথুর-কথা *		পুলিনবিহারী দত্ত
১ আষাঢ় ১৩৩৫	Rabindranath : His Mind and Art and other Essays	১০০	শ্রীকুমুদনাথ দাস
	A History of Bengali Literature	২৫	ঐ
২৯ শ্রাবণ ১৩৪১	নবীন ও প্রাচীন	২৮৮	শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু
২৬ ভাদ্র ১৩৪১	কোণারক	২০০	ঐ
১৭ শ্রাবণ ১৩৪২	ইতিকথা	১০০	নিখিলনাথ রায়

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের অর্থে এ-যাবৎ অনেকেই সাহায্য পাইয়াছেন বা পাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম দিতেছি:—

১। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির কন্যা শ্রীপঙ্কাননী দেবী
২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক কন্যা
৩। ব্যোমকেশ মুস্তফীর বিধবা পত্নী শ্রীযজ্ঞেশ্বরী দেবী
৪। শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ, চন্দননগর
৫। শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী
৬। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী
৭। সখারাম গণেশ দেউস্করের কন্যা শ্রীমনুবাঈ তাম্বে
৮। শশাঙ্কমোহন সেনের বিধবা পত্নী শ্রীমণিকুন্তলা সেন
৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী শ্রীবিনোদা দেবী

* "শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় আলোচ্য বর্ষে 'মাথুর-কথা' নামক পরিষদ্-গ্রন্থ মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে জমা হইবে।"— ৩৩শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ২৮।

পুলিনবিহারী দত্তের দানের সর্ত্ত

Deed No. 1356 for 1929

Regd. in Book No. IV before the Registrar of Assurance, Calcutta.

Vol. No. 17

Pages 92-95

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সাং ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, সহর কলিকাতা

(ইংরাজী ১৮৬০ সালের ২১ নং আইনানুসারে রেজেষ্টারীকৃত সভা)

বরাবরেষু :—

লিখিতং শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, পিতা ৺প্রসাদদাস দত্ত,

সাং ১নং শিকদারপাড়া লেন, সহর কলিকাতা। জাতি সুবর্ণবণিক, পেশা জমিদারী—

কস্য ট্রাষ্ট (Trust) বা নিয়োগপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমি বঙ্গভাষার সেবক দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়া, আপনাদের হস্তে ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার বার্ষিক ৩।০ সাড়ে তিন টাকা সুদের ভারত-গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটী বা প্রমেসারি নোট দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ঐ পরিমাণ সিকিউরিটীর বর্ত্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭৬০০৲ সাত হাজার ছয় শত টাকা হইতেছে। তন্মধ্যে নিম্নে (ক) তপশীলে বর্ণিত ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার সিকিউরিটী আপনাদের হস্তে পূর্ব্বে দিয়াছি। অদ্য (খ) তপশীলে বর্ণিত ৮৪০০৲ আট হাজার চারি শত টাকার সিকিউরিটী আপনাদের হস্তে দিতেছি। উক্ত ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার সিকিউরিটী আপনাদের হস্তে (Trust) ন্যস্ত রহিল। উক্ত সিকিউরিটীর সুদ যে যে সময়ে প্রাপ্য হইবে আপনারা উঠাইয়া লইবেন ও গ্রহণ করিবেন। ঐ সুদের টাকা হইতে আমার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর অন্তিম অনুরোধ মত কোন একটী দুঃস্থ সাহিত্যিকের অসহায় শিশুকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়া সাহায্য করিবেন। ও অবশিষ্ট সুদের টাকা হইতে বঙ্গভাষার সেবক এক বা একাধিক দুঃস্থ সাহিত্যিককে অথবা তাঁহার বা তাঁহাদের পরিবারগণকে এককালীন বা মাসে মাসে সাহায্য করিবেন।

কাহাকে বা কাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে কি পরিমাণ বা কিরূপ সাহায্য করা হইবে ও কত দিনের জন্য সাহায্য করা হইবে তাহার বিচার ও ব্যবস্থা করিবার ভার (Discretion) আপনাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পণ করিলাম। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যেরা কৃতবিদ্য সজ্জন। আমার বিশ্বাস তাঁহারা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া দানগ্রহণযোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক যেরূপ বিচার ও ব্যবস্থা হইবে সুদের টাকা উক্ত উদ্দেশ্যে তদনুরূপে ব্যয় হইবে। এতদ্ব্যতীত ঐ সুদের টাকা পরিষদ্ অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কিম্বা অন্য কোনও রূপে ব্যয় করিতে বা হাওলাত লইতে কেহ পারিবেন না।

আরও প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনও সময়ে উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবেচনায় উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায়, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ষশেষে উদ্ধৃত সুদের টাকা লইয়া যতটী পারেন ৩।০ সাড়ে তিন টাকা সুদের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী খরিদ করিয়া এই তহবিলের ফণ্ড বা মূলধন বৃদ্ধি করিবেন। ও সেই বৃদ্ধি এই দলিলের দ্বারা স্থাপিত ট্রাষ্ট ফণ্ডভুক্ত হইবে ও তাহার আয় এই দলিলের নিয়মমত নিয়োজিত হইবে।

যদি কোন সময়ে আপনাদের সাহিত্য-পরিষৎ স্থায়ী না হয় বা লুপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার সিকিউরিটী ও বৃদ্ধি হইলে ঐ বর্দ্ধিত ফণ্ড আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর স্থাপিত কোন অনুরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে অথবা অফিসিয়াল ট্রাষ্টী (Official Trustee)র হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই ট্রান্সফার বা (Selection)র ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শেষ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণেরা করিবেন। ও উক্ত ট্রাষ্ট"

ফণ্ডের সিকিউরিটীর সুদের টাকা উপরিলিখিত নিয়মমত ব্যয় হইবে, তাহাতে কস্মিনকালে কোনরূপ অন্যথা হইবে না। যদি সাহিত্য-পরিষদ্ উপরিউক্ত নির্দ্দেশের (direction) কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন বা পরিষৎ উঠিয়া গেলে ট্রান্সফার না করিয়া দেন, তবে আমি বা আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে কেহ অফিসিয়াল ট্রাষ্টের হস্তে এই ফণ্ড ট্রান্সফার করিয়া দিতে ক্ষমতাবান রহিলেন। এইরূপ ট্রান্সফার করিতে যে কিছু খরচ লাগিবে এই ফণ্ডের সুদের টাকা হইতে ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

এতদর্থে স্বইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে আমি অত্র (Trust) বা নিয়োগপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি তারিখ ইংরাজী ১৭ই মে সন ১৯২৯ সাল। ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৩৬ সাল।

(ক) তপশীল

১৮৫৪ । ৫৫ সালের		২০৭৭৩৬ নং এক কেতা	৫০০৲ পাঁচ শত টাকা
ঐ	ঐ	১৯১৫১৭ নং এক কেতা	৫০০৲ পাঁচ শত টাকা
ঐ	ঐ	১৯৭৫৮৬ নং এক কেতা	১০০৲ এক শত টাকা
১৯০০ । ১	ঐ	৩০৩০১৯ নং এক কেতা	৫০০৲ পাঁচ শত টাকা
ঐ	ঐ	২৬৫২৬৪ নং এক কেতা	১০০৲ এক শত টাকা
ঐ	ঐ	২৬৫২৬৫ নং এক কেতা	১০০৲ এক শত টাকা
ঐ	ঐ	২৬২৩৬৩ নং এক কেতা	১০০৲ এক শত টাকা
ঐ	ঐ	২৬২৩৬২ নং এক কেতা	১০০৲ এক শত টাকা
ঐ	ঐ	২৭৯২৫৭ নং এক কেতা	১০০৲ এক শত টাকা
মোট নয় কেতা (৯)			২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকা

(খ) তপশীল

১৯০০-১ সালের	৩৪১৭৫৩ নং এক কেতা	৮৪০০৲ আট হাজার চারি শত টাকা
একুনে ১০ দশ কেতা		একুনে ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকা

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

সর্ত্ত

51, Beadon Row,
Calcutta, 14th July 1922.

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন ;—

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম. এ., বি. এল., মহাশয়ের হস্তে আমি একখানি এক হাজার (১০০০) টাকার 5½ P. C. এর War Bond (No. 002595) দিলাম ; উক্ত বাবু অনুগ্রহ করিয়া তাহা আপনার হস্তে দিবেন।

এ বিষয়ে আমার মন্তব্য :—

(১) এই হাজার টাকা আপনাদের Trust Fundএ থাকিবে, এবং এই মূলধনে কখনও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং ইহা হইতে কখনও কিছু খরচ করিতে পারিবেন না।

(২) কেবল এই টাকার বাৎসরিক সুদ আপনারা প্রতি বৎসর for the encouragement of Research work in History খরচ করিবেন। কি ভাবে এবং কি shapeএ এই encouragement দেওয়া হইবে, তাহা পণ্ডিতবর উক্ত হীরেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহার মত লইয়া আপনারা স্থির করিবেন।

আমি অনেক বৎসরকাল পরিষদের সভ্য আছি, কিন্তু শরীর ভাল না থাকায় পরিষদের কোন কার্য্যই কখনও করিতে পারি নাই ; কিন্তু পরিষদ হইতে দেশের যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি এবং এই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই আমার এই সামান্য চেষ্টা। আশা করি আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার প্রদত্ত এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করিবেন।

বিনয়াবনত

শ্রীঅধর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
Emeritus Professor of History,
Scottish Churches College
and, Fellow, Calcutta University.

১৩২৯ সনের ৯ শ্রাবণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে অধরবাবুর পত্রখানি পঠিত হয়। "ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রদত্ত সর্ত্তসমেত উক্ত ওয়ার বণ্ড গৃহীত হইল।"

যথেষ্ট পরিমাণ সুদ সঞ্চিত না-হওয়ায় এত দিন এই তহবিলের কোন কার্য্য হয় নাই। ৬ই আশ্বিন ১৩৪২ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে এইরূপ স্থির হয় :—

পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ও ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে দুইটি পৃথক ঐতিহাসিক বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। আরও স্থির হইল যে, এই দুইটি ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্য বক্তাদ্বয়কে ১৫০৲ হিসাবে ৩০০৲ দক্ষিণা বাবদ দেওয়া হউক।

এই সকল বক্তৃতা যথাসময়ে প্রদত্ত হইয়াছে। ('বিশেষজ্ঞগণের লোকরঞ্জক বক্তৃতা'-বিভাগ দ্রষ্টব্য)। উভয় বক্তাই তাঁহাদের প্রাপ্য দক্ষিণা পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ভাণ্ডার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত মহাভারত—আদিপর্ব্ব প্রকাশে শ্রীবিমলাচরণ লাহা গ্রন্থমুদ্রণের সমগ্র ব্যয়—৭৫৪।৯ পরিষৎকে দান করেন। (৩৫শ বা. বি. পৃ. ১৫)

মহাভারত, আদিপর্ব্বের ছাপা শেষ হইয়া আসিলে, গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্বন্ধে সর্ত্তসম্বলিত যে পত্র বিমলাবাবু পরিষৎকে লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

24, Sukea Street,
Calcutta.
The 14th April 1928.

The Secretary,
Bangiya Sahitya Parishat.

Dear Sir,

I understand that the Mahabharata, Adiparva, is almost ready for publication Please note that out of the printed copies, 25 copies to be presented to the Donor, 25 copies, to the Editor, and 25 copies to be presented by the Parishat to competent persons and the rest shall be reserved for sale. The sale proceeds of the book shall be credited to a separate fund called "Mahabharata, Adiparva Fund," which shall be open to inspection by the Donor or M. M. Dr. Haraprasad Shastri. * As soon as a fair amount of the sale proceeds is accumulated, another good book which will be selected by myself and Mahamahopadhyaya Dr. H. P. Shastri shall be printed and published.

Yours faithfully,
Bimala Charan Law

* ১৯২৮ সনের ১৪ এপ্রিল লিখিত বিমলা বাবুর পত্রে "M. M. Dr. Haraprasad Shastri" এই নামের স্থলে "Editor" কথা ছিল। ২৮ বৈশাখ ১৩৩৫ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে পত্রখানি পঠিত হইলে স্থির হয়—

> ১০। মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় যে নূতন সর্ত্ত পাঠাইয়াছেন তাহা পঠিত হইল। স্থির হইল যে, এই সর্ত্তে যেস্থানে "মহাভারত আদিপর্ব্ব ভাণ্ডার" পরিদর্শনকারিগণের অন্যতর Editor লেখা রহিয়াছে, তাহা বদল করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম লিখিয়া দিলে এই সর্ত্ত গৃহীত হইবে। পত্রলেখক মহাশয়কে এই পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা হউক।

কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির অনুরোধ-মত বিমলা বাবু পত্রে আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া দেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল

১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগমন করেন। ১৩৩৮ সালের ১০ই মাঘ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়, "কি ভাবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা করা হইবে তাহার খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া শাখা সমিতি গঠিত হইল।

পরিষদের সভাপতি
পরিষদের সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।"

এই শাখা-সমিতি পরবর্ত্তী ৫ই চৈত্র তারিখে তাঁহাদের মন্তব্য দেন। এই মন্তব্য ২৯ চৈত্র ১৩৩৮ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি (bust) প্রস্তুত করা হউক।

(খ) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হইবে। সেই ভাণ্ডারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা দুই তিন বৎসর অন্তর যিনি ভারতীয় ইতিহাস (Indology) সম্বন্ধে গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

(গ) যদি যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ-সকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

আরও স্থির হইল যে এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত শাখা-সমিতির উপর ভারাপিত হউক এবং শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে এই শাখা-সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হউক।

আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় স্মৃতি-সমিতি শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার সকল প্রস্তাব এখনও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তবে শাস্ত্রী-মহাশয়ের একটি আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিল

১৩৩৯ সালের ১৯ আষাঢ় স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী ২৮এ শ্রাবণ তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়ঃ—

কামিনী রায় (পরে, শ্রীরাজকুমারী দাস)
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)

(প্রয়োজন বোধ করিলে সমিতি সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন)

এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে (২০ ভাদ্র ১৩৩৯) চিত্রশিল্পী এ. কে. নাগ-দ্বারা স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানি লাইফ সাইজ চিত্র প্রস্তুত করাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং আরও স্থির হয়, "একটি বার্ষিক পদক বা পুরস্কার দিবার জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হউক।"

চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তবে ইহার স্থানে স্থানে সংশোধন আবশ্যক।

রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি-পুরস্কার

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পরিষদের হস্তে ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দানের প্রস্তাব করিয়া ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৫ তারিখে সর্ত্তসম্বলিত একখানি পত্র লেখেন। এই পত্র ১০ ফাল্গুন ১৩৪১ পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে পঠিত হয় এবং ধন্যবাদের সহিত এই দানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার কয়েক দিন পরে—১৫ই চৈত্র তারিখে—পরিষদের হস্তে নগদ পাঁচ শত টাকা অর্পিত হয়। এই টাকায় পাঁচ শত টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হয় এবং উদ্বৃত্ত নগদ ৪৬৷৴৯ ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছে। ১৩৪২ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সর্ত্তগুলি পুনরায় লিখিয়া পাঠান। ৬ আশ্বিন ১৩৪২ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাহা উপস্থাপিত করিলে, আলোচনান্তে স্থির হয়,

> শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত এবং ইতিহাস-শাখার অনুমোদিত রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতিপুরস্কারের পূর্ব্ব গৃহীত সর্ত্তের স্থলে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সর্ত্তগুলি পঠিত ও গৃহীত হইল।

সর্ত্ত

তহবিল স্থাপনের উদ্দেশ্য :—

১। (ক) ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু স্বর্গত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা।

(খ) বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার উৎসাহ প্রদান।

তহবিল :—

২। (ক) স্বর্গত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণ-প্রদত্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ মূলধন দিয়া ঐ তহবিল গঠিত হইল। এই মূলধন হইতে কখনও কিছু খরচ হইবে না।

(খ) ভবিষ্যতে এই তহবিলে কেহ কিছু দান করিলে, দাতার ইচ্ছানুসারে উহা মূলধন বা তহবিলের সুদের হিসাবে জমা হইবে।

(গ) এই তহবিলের যাহা সুদ হইবে, তাহা প্রতি দুই বৎসর জমিবে। সেই দুই বৎসরের সুদ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে। পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন বোধ করিলে সুদের সম্পূর্ণ টাকা কোনও কোনও বার পুরস্কার না দিতে পারেন।

তহবিল-পরিচালন :—

পরিষৎ এই তহবিল পরিচালনের জন্য যে সমিতি গঠন করিবেন, তাহাতে দানের সর্ত্তানুসারে দাতাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় একজন সভ্য হইবেন

পুরস্কার কে পাইবেন :—

৩। (ক) প্রতি দুই বৎসরের গবেষণার উপর পুরস্কার প্রদান করা হইবে। এই সময়ের মধ্যে যিনি ঐতিহাসিক কোন তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া পুরস্কার দিবার ৫০ পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ভারতের ইতিহাস-শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) কিন্তু কে পুরস্কার পাইবেন, তাহা নির্ণয়ের সুবিধার জন্য এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগের গবেষকদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক এক বার এক এক রূপ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানকারীদের মধ্যেই পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এজন্য নিম্নে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইল। পর্য্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলি ঘুরিয়া আসিবে।

প্রথম বার—সামাজিক ইতিহাস, দ্বিতীয় বার—রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস, তৃতীয় বার—অর্থনৈতিক ইতিহাস, চতুর্থ বার—নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস, এবং পঞ্চম বার—কলা ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

পুরস্কার কে পাইবেন তাহা নির্ণয়ের উপায় :—

৪। (ক) পরিষৎ প্রতিবার ৪ চারি জন বিশেষজ্ঞকে লইয়া পুরস্কার-বিচার-সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে এক জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবেন। কে পুরস্কার পাইবেন, তাহা এই সমিতি বিবেচনা করিবেন।

(খ) যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গবেষক বলিয়া পুরস্কার-বিচার-সমিতি বিবেচনা করিবেন, তিনি পুরস্কার পাইবেন। যিনি পুরস্কার পাইবেন, পরিষদের পুরস্কার-সভায় তাঁহাকে বঙ্গভাষায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ :—

৫। (ক) পুরস্কার-সভায় পঠিত প্রবন্ধ পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপিতে পারিবেন অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(খ) পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে বা পরিষদ্গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে, সেই মুদ্রিত পুস্তক বা প্রবন্ধের শীর্ষদেশে "রামপ্রাণ-স্মৃতি-পুরস্কারপ্রাপ্ত" এই বাক্য মুদ্রিত করিতে হইবে।

পুরস্কার-সভা :—

৬। স্মৃতি-তহবিলের দানের সর্ত্তানুসারে দাতৃগণকে পুরস্কার-সভার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন।

দাতার ইচ্ছামত স্থির হইয়াছে, এই ভাণ্ডারের নগদ অর্থদ্বারা এই বৎসর একটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ১৩৪০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সম্বলিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে পুরস্কার-সমিতির বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু পুরস্কারের টাকা (৫০৲) পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত তহবিলের জমা, খরচ ও উদ্বৃত্তের বিবরণ

	১৩৪০ বঙ্গাব্দ শেষে উদ্বৃত্ত	১৩৪১ বঙ্গাব্দে জমা	মোট জমা	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্তের জায়			
						কোম্পানী কাগজে মজুত	ব্যাঙ্কে মজুত	ডাকঘরে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	১৩০৬৯।৶০	৮৪৮/৮।	১৩৯১৭।৶৮॥	৮৩৫৸৶৮॥	১৩০৮১৸০	১৩০০০৲	৩৮৲	১৩৸৶৩	২৯৸৯
বিনয়কুমার সরকার ঐ	১১৩৫।৮	২২০৸৶৭	১৩৫৬৶৩	।৶০	১৩৫৫।/৩	১২৯৫৲	১৯।৶০	৪০৸৶৩	×
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ঐ	১৬১৪৲৯	৩২১।৩	১৯৩৫।/০	।৶০	১৯৩৪।৶০	১৮৫৩।০	২১/৯	৭৯৲৩	×
মহাভারত আদিপর্ব্ব ঐ	৪১।৶০	৬।০	৪৭৸৶০	।০	৪৭।৶০	×	৪৭।৶০	×	×
দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১১২৪০।৶৩	৪১৮।০	১১৬৫৯৶৩	৩০০৲	১১৩৫৯৶৩	১০৯৫০৲	৭০৲৬	৩১৬৶৩	২২৸৶৬
কাশীরাম দাস স্মৃতি তহবিল	৫০৫।০	১৭।৶০	৫২২৸৶	৶০	৫২২৸/০	৫০৫।০	১৭।/০	×	×
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঐ	৬৭।৶৯	২৩৸৶	৯১।৶৯	১৭।০	৭৩৸৶৯	×	×	৬১।৶৯	১২।০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	৭৯৭।৶৬	১২॥১১	৮১০।৫	৩।৶০	৮০৬।৶৫	৪২৩৶০	৩৮৩।৫	×	×
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐ	২৬৫০৲৯	৪৪২।/০	৩০৯২।/৯	।৶০	৩০৯২৶৯	২৯৯৪।৶০	৭৸/৯	৯০৲	×
অক্ষয়কুমার বড়াল ঐ	৩৬৩।৯	১৪৲৬	৩৭৭॥/৩	১৭৭॥/৩	২০০৲	২০০৲	×	×	×
স্বর্ণকুমারী দেবী ঐ	২২১৸৶০	৭৲	২২৮৸৶০	/৬	২২৮৸৬	২০০৲	১০।৶৬	×	১৮।৶০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঐ	২৩।০	১১৲	৩৪।০	/৯	৩৪৶৩	×	৩৪৶৩	×	×
রামপ্রাণ গুপ্ত ঐ	×	৫৫৩।৶৭	৫৫৩।৶৭	৭।/১০	৫৪৬।/৯	৫০০৲	×	৪৬।/৯	×
রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণ ঐ	৩০৲	১০০০৲	১০৩০৲	×	১০৩০৲	×	১০৩০৲	×	×

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পরিষদের একটি মহৎ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরিষদের ১২শ বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ,

> "জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গবিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্টভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-সেবীদিগের মিলন-সাধন এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউনহলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবকর্ত্তার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝা গিয়াছিল যে, বিলাতের British Association for the Advancement of Science তাঁহার প্রস্তাবের আদর্শ ছিল। ঐ সমাজ কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করেন; পরিষৎ এই উপলক্ষে বঙ্গের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা করিবেন, এই মাত্র প্রভেদ ছিল। তৎপরে এই প্রস্তাব পরিষদে আলোচিত হয় ও কর্ম্মের গুরুত্ব বিবেচনায় পরিষৎ এ বিষয়ে সাবধানে অগ্রসর হইতেছিলেন।
>
> বৎসরের শেষভাগে রঙ্গপুরের শাখা-পরিষদের সংস্থাপক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শাখা-সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পরিষৎকে নিমন্ত্রণ করেন ও বাঙ্গালার অন্যান্য সাহিত্যসভাকে ও সাহিত্যসেবীকেও নিমন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এই সুযোগে রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে বুঝিয়া পরিষৎ কর্ত্তব্যনিরূপণের পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বরিশাল-নিবাসী লাখুটিয়ার জমীদার, সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী বরিশালবাসীর পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ১লা ও ২রা বৈশাখ (১৩১৩) বরিশালে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতি (Bengal Provincial Conference) বসিবার কথা ছিল। ঐ উপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল প্রতিনিধি রাজনীতি আলোচনার জন্য উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিবেন, এইরূপ সম্ভাবনা ছিল। এই সুযোগ বুঝিয়া ঐ সময়েই বরিশালবাসীরা সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করেন ও অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক দেবকুমার বাবু বঙ্গের যাবতীয় সাহিত্যসভা ও প্রধান সাহিত্য-সেবীদিগকে ঐ সম্মিলনে উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ পাঠান। ৩রা বৈশাখ তারিখে এই সম্মিলনের দিন স্থির হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারি-সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই সভাপতির আসন দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকিবে না, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

> বরিশালের এই নিমন্ত্রণ পরিষৎ সাদরে গ্রহণ করেন ও রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতির ক্ষেত্রেই সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলে বস্তুতই সাহিত্য-সম্মিলন সফল হইবে বুঝিয়া রঙ্গপুর শাখা-সভার প্রস্তাবিত সম্মিলন এ বৎসর স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য বোধ করেন।…তৎপরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।…
>
> ১লা বৈশাখ তারিখে প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ পুলিশের হস্তে নিগৃহীত হন এবং ২রা বৈশাখ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিশকর্ত্তৃক প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। যে মণ্ডপে প্রাদেশিক সমিতি বসিয়াছিল, সেই মণ্ডপেই ৩রা বৈশাখ সাহিত্য-সম্মিলন বসিবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ হইল যে, ঐ মণ্ডপে বা বরিশালের অন্যত্র কোন সভা হইতে পারিবে না,…। পরম্পরায় শুনা গিয়াছিল, রাজপুরুষেরা স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে ও রাজকীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। ২রা বৈশাখ সন্ধ্যার পর রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ও নিমন্ত্রিত সাহিত্য-সেবীদের সহিত পরামর্শ করিলেন। অতঃপর বরিশালে আর সাহিত্য-সম্মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে—বহু বিবেচনার পর ইহাই স্থির হইল। বরিশালবাসীরা ক্ষুণ্ণমনে ও ভগ্নহৃদয়ে সমবেত প্রতিনিধিগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অভিনয়ে সূত্রধার প্রবেশের পূর্ব্বেই যবনিকা পাত ঘটিল। (পৃ. ১৯-২১)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় মুর্শিদাবাদে, ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে। ১৪শ বার্ষিক বিবরণ হইতে এই সম্মিলনের বিবরণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

> "শ্যামাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৭ই এবং ১৮ই কার্ত্তিক দুই দিনে সম্মিলনের অধিবেশন ধার্য্য হয়। পূজার ছুটি আসিয়া পড়ায় সময় অভাবে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণে অবকাশ ঘটে নাই। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের বহু সংখ্যক মান্য গণ্য সভ্য নিমন্ত্রিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই পরামর্শে ও যত্নে সম্মিলনের কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কাশীমবাজার রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় ও রাজবাটীর সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সম্মিলনের অধিবেশন ঘটে। মুরশিদাবাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমই এই সম্মিলনের সফলতার মূল,…।
>
> শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গতই হইয়াছিল।…তাঁহারই নেতৃত্বে সাহিত্য-সম্মিলন যে সুপথে চালিত হইয়াছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। সভাপতির অভিভাষণের পর পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীগণ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদির দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া দেন। বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলা হইতে সাহিত্যসেবকেরা এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (পৃ. ১০১-০২)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশন হয় চুঁচুড়া ও চট্টগ্রামে। এই দুই অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের উপযোগী যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠার্থ প্রেরিত হয়, সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বৈঠকেরও অধিবেশন

হইয়াছিল। সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয় কলিকাতায়; এই অধিবেশনে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান—সম্মিলনের এই চারিটি শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। বিভিন্ন শাখার অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিষদের ২০শ বার্ষিক বিবরণের ৩২ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> "চুঁচুড়াতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে এক পৃথক্ বৈজ্ঞানিক বৈঠকের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, সম্মিলনে পঠনার্থ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রেরিত হয়, সময়াভাবে তাহাদের অনেকগুলি পঠিত হইতে পারে না এবং যেগুলি পঠিত হয়, তাহাদের কোনটির আলোচনা সম্ভবপর হয় না। সুধীগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্মিলনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যে ভাবে এত দিন সম্মিলনের কার্য্য পরিচালিত হইতেছিল, তাহাতে যে এই আদান-প্রদান ব্যাপার আশানুরূপ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে স্থায়ী করিবার জন্য ভাগলপুরে তৃতীয় অধিবেশনে খসড়া নিয়মাবলী পেশ করা হয়। পরবর্ত্তী ময়মনসিংহ অধিবেশনে উহা সংশোধিত হইয়া গৃহীত হয় এবং সম্বৎসর ধরিয়া সম্মিলনের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। সম্মিলনের এই নিয়মাবলী মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে আকার ধারণ করে, তাহা ১৩২৪ সালে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকার ১৩৬-৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী' দেখিলেই জানা যাইবে।

১৩২৩ সালের পৌষ মাসে সম্মিলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সত্বর রেজেষ্টারি করিবার, এবং ইহার গঠন-প্রণালী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি শাখা-সমিতি নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। ১৩৩৭ সালে কলিকাতা ভবানীপুরে সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অবিলম্বে রেজেষ্টারি করিবার উদ্দেশ্যে 'মেমোরাণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশন' এবং নিয়মাবলী (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) অনুমোদিত হইয়া রেজেষ্টারি আপিসে পাঠাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

১৩৩৮ সালের ১৮ই আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। *

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান, কাল ও সভাপতিগণের নামের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

---

* No. 747 of 1931-32 Under Act XXI of 1860.
Dated 3 July 1931.

সংখ্যা	অনুষ্ঠান-কাল	অধিবেশনের স্থান	মূল সভাপতি
১	১৭-১৮ কার্ত্তিক, ১৩১৪	কাশিমবাজার	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২	১৮-১৯ মাঘ, ১৩১৫	রাজশাহী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
৩	১-৩ ফাল্গুন, ১৩১৬	ভাগলপুর	সারদাচরণ মিত্র
৪	১-৩ বৈশাখ, ১৩১৮	ময়মনসিংহ	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
৫	১৯-২১ ফাল্গুন, ১৩১৮	চুঁচুড়া	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৬	৯-১০ চৈত্র, ১৩১৯	চট্টগ্রাম	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৭	২৭-২৯ চৈত্র, ১৩২০	কলিকাতা টাউন হল	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮	২০-২২ চৈত্র, ১৩২১	বর্দ্ধমান	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৯	৮-৯ বৈশাখ, ১৩২৩	যশোহর	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১০	৯-১১ পৌষ, ১৩২৩	বাঁকিপুর	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১১	৩০ চৈত্র ১৩২৪, ১ বৈশাখ ১৩২৫	ঢাকা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১২	৬ ৮ বৈশাখ, ১৩২৬	হাওড়া	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩	১-৩ বৈশাখ, ১৩২৯	মেদিনীপুর	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৪	৮-৯ আষাঢ়, ১৩৩০	নৈহাটী	শ্রীবিজয়চন্দ মহ্‌তাব
১৫	৬-৭ বৈশাখ, ১৩৩১	রাধানগর, হুগলী	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৬	২৭-২৮ চৈত্র, ১৩৩১	মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা	জগদিন্দ্রনাথ রায়
১৭	২০-২১ চৈত্র, ১৩৩২	সিউড়ি, বীরভূম	অমৃতলাল বসু
১৮	১৬-১৭ চৈত্র, ১৩৩৫	মাজু, হাওড়া	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
১৯	১৯-২১ মাঘ, ১৩৩৬	ভবানীপুর, কলিকাতা	স্বর্ণকুমারী দেবী

* ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও বীরভূম ছাড়া অন্য অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ (অধিকাংশ স্থলেই পঠিত প্রবন্ধ সমেত) প্রকাশিত হইয়াছে

কাল	অধিবেশনের স্থান	শাখা - সভাপতি			
		সাহিত্য	দর্শন	ইতিহাস	বিজ্ঞান
১৩১৮	চুঁচুড়া	—	—	—	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১৯	চট্টগ্রাম	—	—	—	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩২০	কলিকাতা	যাদবেশ্বর তর্করত্ন	প্রসন্নকুমার রায়	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩২১	বর্দ্ধমান	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযদুনাথ সরকার	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
১৩২৩	যশোহর	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	প্রমথনাথ বসু
১৩২৩	বাঁকিপুর	চিত্তরঞ্জন দাশ	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	শ্রীশশধর রায়
১৩২৪-৫	ঢাকা	শশাঙ্কমোহন সেন	শ্রীদুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ	রামপ্রাণ গুপ্ত	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
১৩২৬	হাওড়া	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	যদুনাথ মজুমদার	শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু
১৩২৯	মেদিনীপুর	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	চুণীলাল বসু
১৩৩০	নৈহাটী	অমৃতলাল বসু	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা	জগদানন্দ রায়
১৩৩১	রাধানগর	শ্রীজলধর সেন	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
১৩৩১	মুন্সীগঞ্জ	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১৩৩২	সিউড়ি	শ্রীসরলা দেবী	শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৩৩৫	মাজু	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	একেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৩৩৬	কলিকাতা	স্বর্ণকুমারী দেবী	শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ	শ্রীশরৎকুমার রায়	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন

পুথিশালা

"সারগর্ভ প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পুনর্মুদ্রণ বা প্রকাশ" পরিষদের কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৮ আশ্বিন ১৩০১) "শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ., বি. এল. ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে সকল সারগর্ভ প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি বা পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, সেই সকল সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করা এবং সুবিধা মত প্রকাশিত করা পরিষদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা যেমন বহুসংখ্যক বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, পরিষদ্‌ও সেইরূপ বাঙ্গালার বিলুপ্তপ্রায় পুথি বা পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন, ইহাই প্রস্তাবকদিগের অভিপ্রায়। পরিষদ্ তাঁহাদিগের অভিপ্রায়কে সর্ব্বাংশে হিতকর বিবেচনা করিয়া পুথি সংগ্রহ কার্য্যে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।" (১ম বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৫-৬)

পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে (১৯ কার্ত্তিক ১৩০১) "শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুকে বেতনভুক্ত সহকারী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইল।......স্থিরীকৃত হইল যে, বাবু ঈশানচন্দ্র বসুকে এই কার্ত্তিক মাস হইতে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে আপাততঃ বেতন দেওয়া হউক। ঈশানবাবু নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিষদের জন্য প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিবেন, পরিষদ্-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন ও পত্রিকার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন এবং পরিষদ কার্য্যালয়ের কর্ম্মাদিও দেখিবেন। মাসিক দশ টাকা ভিন্ন পরিষদের পুথিসংগ্রহের জন্য সময়ে সময়ে যে পাথেয় ব্যয় হইবে, তাহা বিল করিয়া পরিষদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন।"

ভারত গবর্ন্মেণ্টের ন্যায় পরিষৎ কিছু দিন বেতনভুক্ কর্ম্মচারীদ্বারা পুথিসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া পরে ঐ উপায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরিষদের পুথিশালায় আজ যে কয়েক সহস্র প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পরিষদের সাহিত্যপ্রিয় বান্ধবগণের চেষ্টা ও অনুগ্রহে।

সংগৃহীত পুথির সংখ্যা।—পরিষদের পুথিশালায় এ-যাবৎ যে-সকল পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা :—

বাংলা পুথি	৩১১৭
সংস্কৃত পুথি	১৮৯২
তিব্বতী, ওড়িয়া, হিন্দী, অসমীয়া ও ফার্সী পুথি	২৬৫
মোট	৫২৭৪

বাংলা পুথি।—পুথিশালায় রক্ষিত বিভিন্ন বিষয়ক বাংলা পুথির মধ্যে কতিপয় বিষয়ের বাংলা পুথির সংখ্যা এইরূপ :—

রামায়ণ-সম্বন্ধীয় পুথি	৩৬৯
মহাভারত	৬৫৮
ভাগবত	২৪৭
অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধীয়	২২
পদাবলী	৮৬
চরিতাখ্যান	৬৬
সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদ	৫৭
বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও উপাসনা	৪৪৯
সহজিয়া সাহিত্য	৭৫

ইহা ছাড়া ডাকের বচন, মনসামঙ্গল, চণ্ডী ও দুর্গা মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবায়ন, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, সূর্য্যের পাঁচালী, সত্যনারায়ণ ও শনির পাঁচালী, রায়মঙ্গল, জ্যোতিষ, অঙ্ক, চিকিৎসা, ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রা, স্মৃতিশাস্ত্র, কুলজী, সঙ্গীত, অভিধান, নাটক, গল্প উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ক বাংলা পুথি আছে।

পরিষৎ হইতে ৪০০ বাংলা পুথির বিবরণযুক্ত পরিচয় তিন খণ্ডে বাহির হইয়াছে :—

১৩৩০	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ,	৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
১৩৩০	ঐ	৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
১৩৩৯	ঐ	৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

এতদ্ভিন্ন শ্রীশিবরতন মিত্র ও শ্রীআবদুল করিম কর্ত্তৃক সংগৃহীত বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ নিম্নলিখিত তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে :—

১৩২১	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ,	১ম খণ্ড	শ্রীআবদুল করিম
১৩২০	ঐ	১ম খণ্ড; ২য় সংখ্যা	ঐ
১৩২৬	ঐ	২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	শ্রীশিবরতন মিত্র

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথির মধ্য হইতে নিম্নোক্ত পুথিগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে :—

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	দুর্গামঙ্গল
সংকীর্ত্তনামৃত	নেপালে বাঙ্গালা নাটক
মহাভারত—আদিপর্ব্ব	সাধকরঞ্জন
কৃষ্ণমঙ্গল	

পুথিশালায় সংগৃহীত মূল্যবান্ পুথির মধ্যে নিম্নোক্ত পুথিখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) কৃষ্ণকীর্ত্তন।—এই পুথির অক্ষর ও ভাষা দেখিয়া বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, পুথিখানি চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত। উক্ত সময় খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে ১৪শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত। বঙ্গদেশে ইহার অন্য কোন পুথি এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। (১৭৯)

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকখানি বাংলা পুথির উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুর্লভ না হইলেও এগুলির বৈশিষ্ট্য আছে:—

(ক) বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী কর্ত্তৃক লিখিত 'প্রেম-বিলাস'। (২৬২)

(খ) বিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল'। (১২৬৯)

(গ) শুঁড়োনিবাসী রাজা পীতাম্বরের দৌহিত্র বীরচন্দ্র বসুর পত্নী মুক্তকেশী বসুজায়া-লিখিত 'অন্নদামঙ্গল'। (২৬৩৩)

(ঘ) নাগরী অক্ষরে লিখিত বাংলা পুথি—ক্ষেমানন্দ দাসের 'মনসামঙ্গল'। (৫২৯)

সংস্কৃত পুথি।—পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বিভিন্ন বিষয়ক সংস্কৃত পুথির মধ্যে কতিপয় বিষয়ের সংস্কৃত পুথির সংখ্যা:—

বেদ-বিষয়ক পুথি	১৭৪
তন্ত্র-বিষয়ক	২৫২
পুরাণ ঐ	৩৪১
স্মৃতি ঐ	২২৯
ব্যাকরণ ঐ	১৪৬
অভিধান ঐ	৪১
কাব্যবিষয়ক বিষয়ক	১৫৩

এতদ্ব্যতীত বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ, রসায়ন, আয়ুর্ব্বেদ, যোগ, ইতিহাস, সঙ্গীত, অলঙ্কার, নাটক প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত পুথি আছে।

গত বর্ষে (১৩৪২) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনে পরিষদের সংস্কৃত পুথির সম্পূর্ণ তালিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষদের পুথিশালায় যে-সকল মূল্যবান্ প্রাচীন সংস্কৃত পুথি আছে, তাহাদের মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

১৩৮৭ শকাব্দে লিখিত	হরিবংশ (নং ১৭৫৪)
১৪২২ শকাব্দে লিখিত	মহাভারত—আদিপর্ব্ব (১২৭৩)
১৪৫২ শকাব্দে লিখিত	রঘুবংশ (১৬৮০)
১৪৬৬ শকাব্দে লিখিত	অমরকোষ (সটীক) (১৬৭৮)
১৪৭৪ শকাব্দে লিখিত	ভাগবত—১০ম স্কন্ধ। (৩৩)

নিম্নে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত পুথির উল্লেখ করিতেছি, যেগুলি অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় নাই :—

(ক)	চৈতন্যমহাভাগবত	—	নৃসিংহ	নং ১৬৯৭
(খ)	ভারতজ্ঞানদীপ (বিবাটপর্ব্বটীকা)	—	গদানন্দ	১৭৫০
(গ)	ভট্টিপদকৌমুদীটীকা	—	কামদেব	৩৯৮
(ঘ)	বিবেকার্ণব (স্মৃতি)	—	শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি	১৫৩৬
(ঙ)	গঙ্গাজল (স্মৃতি)	—	দামোদর মিশ্র	৪৩১
(চ)	বৃহদারণ্যকভাষ্য	—	নীলকণ্ঠকৃত	২৬১

এই প্রসঙ্গে আরও দু-একখানি সংস্কৃত পুথির উল্লেখ কর্ত্তব্য ; দুর্লভ না হইলেও এগুলির বৈশিষ্ট্য আছে :—

(১) চিত্র-সম্বলিত 'তন্ত্রসার'। (৪৪)

(২) বৃক্ষ-ত্বকে লিখিত 'উদ্বাহতত্ত্ব'। (১৬৩৮)

অন্যান্য ভাষার মূল্যবান্ পুথি। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষায় লিখিত কয়েকখানি মূল্যবান্ পুথির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(ক) তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর গ্রন্থমালা। তিব্বতীয় ভাষায় ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ। ইহার প্রয়োজনীয়তা এই যে, যে-সকল ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু গ্রন্থ ভারত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ বহু গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ ইহাতে রক্ষিত আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে তিন-চার প্রস্থের অধিক এই গ্রন্থ নাই।

(গ) সুন্দর চিত্র-সম্বলিত ফার্সী পুথি—'শাহনামা'।

পুথিশালাধ্যক্ষ।—পুথিশালার পুষ্টির সঙ্গে পুথিশালার জন্য এক জন স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হওয়ায় ১৩৪১ সালের শেষভাগে 'পুথিশালাধ্যক্ষ' নামে একটি নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে পরিষদের এক জন সহকারী সম্পাদক প্রধানতঃ পুথিশালার তত্ত্বাবধান করিতেন।

পুথিশালার নিয়মাবলী।—১৩২৪ সালের ২ আশ্বিন তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে পুথিশালার খসড়া নিয়মাবলী অনুমোদিত হয়। সেই অবধি ঐ নিয়মই বলবৎ আছে। এই নিয়মাবলী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পরিষদ্-গ্রন্থাগার

পরিষদ্-গ্রন্থাগারের সূচনা হয় বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের ত্রয়োদশ অধিবেশনে (২৯ অক্টোবর, ১৮৯৩)। এই দিন হইতে সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক-পত্রিকাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বর্ষের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে (১১ ভাদ্র, ১৩০১) পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি বিস্তৃত পুস্তকালয় স্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথম বার্ষিক বিবরণে (পৃ. ৬) প্রকাশিত হয়—

> পরিষদে দিন দিন যেরূপ শিক্ষিত লোকসমূহের সমাগম হইতেছে, এবং পরিষদ্ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশঃ যেরূপ শক্তি বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের একটি পুস্তকালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই কথা প্রস্তাবকর্ত্তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পরিষদ্ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং পরিষদের যে সকল সভ্য গ্রন্থকার আছেন, আপাততঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভিন্ন পরিষদের কোন কোন সদাশয় সভ্যও কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল হইলেই পরিষদ্ পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

অর্থাভাবে উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থাদি এবং পরিষৎ-পত্রিকায় সমালোচনার জন্য প্রেরিত পুস্তকের দ্বারা পুস্তকালয়ের পুস্তক-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ১৩০৩ সালে প্রতুলচন্দ্র বসু গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন ; তাঁহার শ্রম ও যত্নে পুস্তকালয়ের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন হয়। এই কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, ১০ম বার্ষিক বিবরণের ৪ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে :—"প্রতুল বাবুর চেষ্টায় পরিষৎ-পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।"

পরিষৎ ক্রমে দুর্লভ প্রাচীন পুস্তকগুলি সঞ্চয় করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং সুবিধা-মত এগুলি ক্রয় করিতে থাকেন। প্রাচীন সাময়িক পত্রের উপকারিতা পরিষৎ বহুপূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৩০৮ সালে এগুলি সংগ্রহ করিবার বিশেষ চেষ্টা হয়। প্রাচীন সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে ৮ম বার্ষিক বিবরণের ১৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> সাময়িক পত্রই সাহিত্যের ক্রমোন্নতির প্রত্যক্ষ ইতিহাস। পরিষৎ-পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান ও লুপ্ত, নব্য ও প্রাচীন, সকল প্রকার সাময়িক পত্রের সংগ্রহ থাকা উচিত। ভাষার ইতিহাস, ভাষার ক্রমবিকাশ এবং ভাষার পরিপুষ্টির ইতিহাস লিখিতে বা তাহার আলোচনা করিতে হইলে, এই সকল সাময়িক পত্ররাশির সংগ্রহ থাকিলে, যেমন সুবিধা হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ এই সাময়িক-পত্র-সংগ্রহ-কার্য্যে বিশেষরূপে মনোযোগ দিয়াছেন···।

এইরূপে বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে পরিষদ্-গ্রন্থাগারে যে-সকল দুর্ল্ভ প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকা—নব্যসাহিত্যের তো কথাই নাই—সংগৃহীত হইয়াছে, বাংলা দেশের অপর কোন বে-সরকারী গ্রন্থাগারে তাহা একত্র পাইবার উপায় নাই।

অন্যান্য পুস্তকালয়ের মত পরিষদ্-গ্রন্থাগার হইতে পাঠার্থ বই লইতে হইলে টাকা জমা রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই সুবিধার অপব্যবহারও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। এইরূপ কারণে ১১ ভাদ্র ১৩৩০ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

> পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক লইতে হইলে প্রত্যেক সদস্যকে ৩৲ তিন টাকা জমা রাখিতে হইবে। আগামী ১লা কার্ত্তিক ১৩৩০ তারিখ হইতে এই নিয়মানুযায়ী কাজ হইবে।

কিন্তু বহু সদস্যের আপত্তিতে ৩ চৈত্র ১৩৩১ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়,—"এই বিধি উঠাইয়া দেওয়া হউক।"

গবর্ন্মেণ্ট অনেক সরকারী পুস্তক ও কার্য্যবিবরণ (report) পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিয়া থাকেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ১৩১৭ সাল হইতে পরিষদ্-গ্রন্থাগারকে বার্ষিক অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে এই অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়াছেন। ১৩২৫ সাল হইতে পরিষদ্-গ্রন্থাগার কর্পোরেশনের নিকট হইতে গ্রন্থাগারগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ দান ৬৫০৲ টাকা পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু পরিষদ্-গ্রন্থাগারের মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দান যথেষ্ট নহে।

বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের পরিষদের প্রতি একটি কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি স্বরচিত ও স্বপ্রকাশিত পুস্তকের এক-এক খণ্ড পরিষদ্-গ্রন্থাগারকে দান করেন, তাহা হইলে বাংলা দেশের সাহিত্যালোচনার এই প্রধানতম মন্দিরের পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়তা করা হইবে।

পুস্তক-সংখ্যা।—১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে পরিষদ্-গ্রন্থাগারের সর্ব্ব-শ্রেণীর পুস্তক-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৩৮২৭৪। আরও কয়েক সহস্র পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; সেগুলি শীঘ্রই তালিকাভুক্ত হইবে।

পাঠাগার (রীডিং রুম)।—সাধারণের সংবাদপত্রাদি পাঠের সুবিধার জন্য ১৭ আশ্বিন ১৩০৫ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়, "পরিষৎ-পুস্তকালয়ে রীডিং রুম করিবার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ৭ সাতটা হইতে ৯ নয়টা পর্য্যন্ত খোলা রাখিবার সুবিধামত ব্যবস্থা করা হউক।" ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ :—

> "শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ পরিষৎ-পুস্তকালয়ের উন্নতিবিধানার্থ আলোচ্য বর্ষে [১৩০৬] প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদের বর্ত্তমান কার্য্যালয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রাতে ও অপরাহ্নে সাধারণের পাঠের জন্য রাখা হউক। অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহাশয়েরা তাঁহাদের কার্য্যালয়ের নানাবিধ বিদেশীয়, ভারতের অন্য প্রদেশীয় ইংরেজী এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র এতদুদ্দেশ্যে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।"

এখন অনেক মহিলা পাঠাদির জন্য পরিষদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতেছেন, ইহা আনন্দের কথা। বার বৎসর পূর্ব্বে, মহিলাগণের গ্রন্থাদি পাঠের ও দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্য মাসে একটি বৃহস্পতিবারে পরিষদ্-মন্দির খুলিয়া রাখিবার কথা উঠে। ২২ শ্রাবণ ১৩৩০ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে

> "পরিষদ্ মন্দিরে মহিলাগণের পঠনের জন্য এক বৃহস্পতিবার দিন স্থির করা সম্বন্ধে স্থির হইল যে, কোন্ বৃহস্পতিবার স্থির হইবে, তাহা শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় স্থির করিয়া দিবেন।"

বর্ত্তমানে পরিষদের পাঠাগারে বসিয়া বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত সকল প্রকার আধুনিক ইংরেজী বাংলা সাময়িকপত্র এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত পুস্তকাদি পড়িবার ব্যবস্থা আছে। "পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার নিয়মাবলী" পরে দ্রষ্টব্য।

পুস্তকালয় সমিতি।—পুস্তকালয়ের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে "পুস্তকালয়ের পুস্তক-ক্রয়, পুস্তক রাখার ব্যবস্থা, তালিকা-প্রণয়ন, পুস্তকালয়ের কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যের পরিদর্শনের" জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তদনুসারে ২৯ বৈশাখ ১৩২০ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে পাঁচ জন সদস্যকে লইয়া একটি পুস্তকালয়-সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি মাঝে মাঝে পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংস্কার করিয়াছেন।

নিয়মাবলী।—প্রথম বর্ষে (১৩০১) যুগ্মসম্পাদক এল. লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "গ্রন্থরক্ষকের কর্ত্তব্য" এবং পুস্তক বাহিরে যাইবার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন; এই নিয়মাবলী ১৪ আষাঢ় ১৩০১ সালে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচনার পর গৃহীত হয়। তাহার পর ১৩০৪ সালে গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে প্রতুলচন্দ্র বসু পুস্তক বাহিরে লইয়া যাইবার নিয়মাবলীর সংস্কার করেন (কা. নি. স. ২১ আষাঢ় ১৩০৪ দ্রষ্টব্য)। এই নিয়মাবলী ৫ম বর্ষের বার্ষিক বিবরণের শেষে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩০৫ সালে পুস্তকালয় সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি; এগুলি এখনও অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়:—

> কা. নি. স. ২২ শ্রাবণ ১৩০৫:—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি অন্ততঃ পাঁচ কাপি পরিষৎ-পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইবে।
>
> কা, নি. স. ২২ মাঘ ১৩০৫:—স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও গ্রন্থরক্ষক মহাশয় একত্রে, উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থের মধ্যে যে সকল গ্রন্থ পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইবার অনুপযুক্ত মনে করিবেন, সে সকল গ্রন্থ রক্ষিত হইবে না।

প্রতুলবাবুর সঙ্কলিত পুস্তকালয়ের নিয়মাবলী মাঝে মাঝে সংস্কৃত হইয়াছে। ১৩৪০ সালে গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদ্-গ্রন্থাগারের নিয়মাবলীর আমূল সংস্কার

করেন। তাঁহার সঙ্কলিত "পুস্তক বাহিরে লইয়া যাইবার নিয়মাবলী" ৭ই কার্ত্তিক ১৩৪০ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গৃহীত হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ব্রজেন্দ্রবাবু "পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার নিয়মাবলী" প্রস্তুত করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এই বৎসর গ্রন্থাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুস্তকালয়-সমিতির নিয়মাবলীর সংস্কার করিয়াছেন (কা. নি. স. ২৬ কার্ত্তিক ১৩৪২)। এই সকল নিয়মাবলী পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থাগারে বিশিষ্ট দান।—পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি সাধনে অনেকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত পুস্তক-সংগ্রহ দান করিয়াছেন। এখানে কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট দানের উল্লেখ করা হইল :—

সাল	দাতা	পুস্তক-সংখ্যা
১৩১৯	শ্রীসুকুমার হালদার	৭১৯
১৩২০	বেঙ্গল লাইব্রেরী	১৮৯৭৫
	বাণীনাথ নন্দী (শিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরির পুস্তকসমূহ) *	৩৯১৩
১৩২৯	শ্রীমহামায়া চৌধুরাণী (জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর পুস্তক-সংগ্রহ)	২১৯৮
১৩৩৩	শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ দেব (বিনয়কৃষ্ণ দেব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার পুস্তক-সংগ্রহ)	২৫৪০
	বিহারীলাল রায় (বৈষ্ণব গ্রন্থ) +	১৭৬
১৩৩৪	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১৯৪৬
	সত্যচরণ মিত্র (অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ বাণীকুঞ্জের পুস্তক-সংগ্রহ)	৯১৭
	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু (পত্নী তরলাসুন্দরী দাসীর স্মৃতিরক্ষার্থ)	২০২
১৩৩৬	নিশারাণী ঘোষ (মাতার স্মৃতির উদ্দেশে শৈল-স্মৃতি-সংগ্রহ)	১০২
১৩৩৮	বিশ্বভারতীর কর্ম্মকর্ত্তা	১২৯
	শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ	৬৯
১৩৪০	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ (কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার লাইব্রেরির পুস্তকসমূহ)	৬৭২
১৩৪২	শ্রীবাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতৃগণ (ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ-সংগ্রহ)	৯৯৪

* "৬ (গ) পরিষদের পুস্তকালয়ের প্রকাশ্য স্থলে একটি টেবলেট (tablet) লাগাইতে হইবে এবং সেই টেবলেটে বান্ধব লাইব্রেরীর ঐ দানের কথা লিখিত হইবে।" কা. নি. স. ২৩ মাঘ ১৩২০।

+ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ তারিখে বিহারীলাল রায় পরিষৎকে লিখিয়াছিলেন :—"আমি আমার স্বর্গীয় ভগিনী শ্রীমতী রাজমোহিনী দাসীর স্মরণার্থ ২টা আলমারী-সমেত পুস্তক সর্ব্বসাধারণের পাঠার্থ পরিষদ্-মন্দিরে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। ঐ সকল পুস্তক কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না অর্থাৎ যাঁহার ইচ্ছা ও আবশ্যক হইবে, তিনি পরিষদ্-মন্দিরে বসিয়া দেখিতে পারিবেন…।" এই সর্ত্তে পুস্তকগুলি গ্রহণ করা হয়।

গ্রন্থাগারের চারিটি বিশিষ্ট সংগ্রহ।—পরিষদের নিজস্ব সঞ্চয়, উপহারপ্রাপ্ত ও দানলব্ধ পুস্তকাদি ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিনয়কৃষ্ণ দেবের মূল্যবান্ চারিটি গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের অন্তর্ভূত হওয়ায় পরিষদ্‌গ্রন্থাগার বাংলা দেশের, তথা ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ সংগ্রহে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রণের জন্য এই চারিটি গ্রন্থসংগ্রহের পুস্তক-তালিকার পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থসংগ্রহের পুস্তক-সংখ্যা, সর্ত্ত প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হইল :—

কা. নি. স. কর্তৃক দান-গ্রহণের তারিখ	কাহার গ্রন্থ-সংগ্রহ	দাতা	বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের মোট সংখ্যা	সর্ত্ত
১৩২১	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, লালগোলা	৩৫৪৬	বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরি লালগোলার রাজা-বাহাদুরের নিকট বন্ধক ছিল। রাজা-বাহাদুর ১৯১৪ সনের ৯ই জানুয়ারি রেজেষ্টারীকৃত দলিলদ্বারা সেই বন্ধকী স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (২০শ বা. বি. পৃ. ১৯)
৯ শ্রাবণ ১৩২৯	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীমহামায়া দত্ত ও শ্রীকনকলতা দত্ত	২১৯৮	স্বতন্ত্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।—২৯শ বর্ষ, ১ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।
৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩১	রমেশচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅজয় দত্ত	৭৩২	'রমেশ-ভবনে' পুস্তকগুলি রাখিতে হইবে। তথায় বসিয়া সাধারণে পাঠ করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই বইগুলি বাহিরে যাইবে না।—কা. নি. স. ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩১।
১৭ বৈশাখ ১৩৩৮	বিনয়কৃষ্ণ দেব	শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ দেব ও ভ্রাতৃবর্গ	৭৬৪	শোভাবাজার রাজবাড়ির এক জন প্রতিনিধিকে দুইখানি করিয়া বই পাঠার্থ দিতে হইবে।—কা. নি. স. ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮।

ইহা ছাড়া ১৩৪০ সালে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী, হস্তলিপি, চিত্র প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাবে 'রবীন্দ্র-সংগ্রহ' নামে পৃথক সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয় (কা. নি. স. ২৭ চৈত্র ১৩৪০)। তদনুসারে কাজও হইয়াছে।

পুস্তক-তালিকা ঃ—নানা বাধাবিপত্তিতে পরিষৎ এ-যাবৎ গ্রন্থাগারের বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষার পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আশা করা যায়, সত্বরই এ বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হইবে। ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রন্থাধ্যক্ষ থাকাকালীন পরিষদের চারিটি বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ; আগামী বর্ষে তাহা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে।

এ-পর্য্যন্ত পরিষৎ যে কয়েকখানি পুস্তক-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল ঃ—

প্রকাশ-কাল	পুস্তক-তালিকার নাম	সঙ্কলয়িতা
১৩২৪	উপন্যাস ও গল্প, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩২৪	কাব্য ও কবিতা	শ্রীসুশীলকুমার দে
১৩২৫	নাটক	ঐ
১৩২৬	জীবন-চরিত	ঐ
১৩৩৭	উপন্যাস ও গল্প, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
১৩৪০	বাংলা সামযিক পত্র (১৩৩৯ সাল পর্য্যন্ত সংগৃহীত)	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

পরিষদ্-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থাগার অপরিহার্য্য। পরিষদ্-গ্রন্থাগারের কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের তালিকা দেওয়া হইল ; ইহা হইতে বুঝা যাইবে পরিষদের গ্রন্থসংগ্রহ কিরূপ মূল্যবান্।

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৬৮০ ইং.	Some Passages of the Life and Death of the Right Honourable John, Earl of Rochester	Gilbert Burnet, D. D.
১৭৭২	A View of the Rise, Progress, and Present State of the English Government in Bengal : including a Reply to the Misrepresentations of Mr. Bolts, and other writers	Harry Verelst
১৭৭৮	A Grammar of the Bengal Language (Printed at Hoogly in Bengal)	Nathaniel Brassey Halhed
১৭৮১	Bengal Atlas : containing Maps of the theatre of War and Commerce on that side of Hindustan	Major James Rennell
১৭৮৫	Memoir of a Map of Hindoostan ; or the Mogul's Empire...(2nd ed.)	ঐ
১৭৮৬	Memoirs Relative to the State of India	Warren Hastings
১৭৮৭	A Dictionary of the Religious Ceremonies of the Eastern Nations ;...To which is added, a Medical Vocabulary	
১৭৯৪	Upjohn's Map of Calcutta	
১৭৯৪	An Historical Disquisition concerning The Knowledge which the *Ancients* had of India ; and the Progress of Trade with that Country prior to the Discovery of the Passage to it by the Cape of Good Hope. (2nd ed.)	Wm. Robertson
১৭৯৭	Debates of the House of Lords, on the Evidence delivered in the Trial of Warren Hastings, Esquire ; Proceedings of the East Indian Company in consequence of His Acquittal : and Testimonials of the British and Native Inhabitants of India, relative to his character and conduct whilst he was Governor General of Fort William, in Bengal	
১৭৯৯ ১৮০১	A Vocabulary, in two parts, English and Bongalee, and Vice Versa	H. P. Forster
১৮০১	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	রামরাম বসু
	The Persian Moonshee [ফার্সী-ইংরেজী]	Francis Gladwin
১৮০২	A Dictionary of Mohammedan Law, Bengal Revenue Terms, Shanscrit, Hindoo, and other words, used in the East Indies [ইংরেজী-উর্দু]	S. Rousseau
	বত্রিশ সিংহাসন [আখ্যাপত্রবিহীন]	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	লিপি মালা	রামরাম বসু
১৮০৩	মহাভারত—ব্যাসোক্ত। পদাবলিছন্দে। আদিপর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ বহি	কাশীরামদাস বিরচিত
	বাল্মীকিকৃত রামায়ণ মহাকাব্য। ১ম কাণ্ড।	কীর্ত্তিবাস
	দাউদের গীত এবং য়িশউীহার ভবিষ্যৎ বাক্য	

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৮০৪	Indian Recreations ; consisting chiefly of strictures on the Domestic and Rural Economy of the Mahomedans and Hindoos. Vols. I & II. (2nd ed).	Rev. Wm. Tennant.
১৮০৫	তোতা ইতিহাস	চণ্ডীচরণ মুন্‌সী
[১৮০৭] ১৮৬৪ সম্বৎ	অভিধানচিন্তামণি [সংস্কৃত]	হেমচন্দ্র
১৮০৮	রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮০৯	A Vocabulary Sunskrit and Bengalee	
১৮১০	A Vocabulary, Bengalee and English	Mohunpersaud Takoor
	Essay on Sanskrit Grammar	H. P. Forster
	Historical Sketches of the South of India, in an attempt to trace the History of Mysoor, from the origin of the Hindoo Government of that State, to the extinction of the Mohammedan Dynasty in 1799.	Lt. Col. Mark Wilks.
১৮১২	ইতিহাসমালা	ডবলিউ কেরী
১৮১৩	A View of the consequences of laying open the trade to India, to Private Ships ;...	Chas. Maclean, M. D.
১৮১৫	পুরুষপরীক্ষা	হরপ্রসাদ রায়
১৮১৬	অন্নদামঙ্গল (রামচাঁদ রায়ের ৬ খানি চিত্রসমেত)	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত
	A Grammar, in English and Bengalee : containing what is necessary to the knowledge of the English Tongue	Gungakissore, Bhutachargee
	An Abridgment of the Vedant	Rammohun Roy
	The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies. Vol. II—July to Decr.	
[১৮১৭]	শব্দসিন্ধু [অভিধান]	পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়
	A View of the History, Literature, and Religion of the Hindoos : including a minute description of their Manners and Customs,... (3rd ed.)	Rev. W. Ward
[১৮১৮] ১২২৫ সাল	কথোপকথন [বাংলা-ইংরেজী]	ডবলিউ কেরী
	[গোস্বামীর সহিত বিচার]	রামমোহন রায়
১৮১৮	সমাচার দর্পণ [প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র] (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫ হইতে ৩২ আষাঢ় ১২২৮)	
	A Dictionary of the Bengalee Language, in which the words are traced to their origin, and their various meanings given —Vol. I. 1818 ; Vol. II, Pts. I & II 1825.	W. Carey
	A Compendious Ecclesiastical, Chronological and Historical Sketches of Bengal : Since the Foundation of Calcutta.	

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৮১৯	জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় (২য় সংস্করণ)	
	A Dictionary, Sanscrit and English	H. H. Wilson
	Annals of the College of Fort William, from the period of its foundation...4th May, 1800, to the present t.me.	Thomas Roebuck
	ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়	ফিলিক্স কেরি কর্ত্তৃক অনুদিত
	সহমরণের বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ	রামমোহন রায়
১৮২০	[কবিতাকারের সহিত বিচার]	রামমোহন রায়
[১৮২১]	[বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস গণিতাদি সঙ্কলিত প্রাচীন কালের ব্যবহার্য্য]	রাধাকান্ত দেব
১৮২১	হিতোপদেশ। বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত।	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	ন্যায়দর্শন; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ।	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন
	Rudiments of Bengali Grammar	G. C. Haughton
১৮২২	তোতইতিহাস [ইংরেজী অনুবাদ-সমেত]	
	দায়াধিকারিক্রমদত্তকৌমুদী	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
১৮২৩ ২০ মাঘ ১২২৯	পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর	[কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন]
	কলিকাতা কমলালয়	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	পথ্যপ্রদান	রামমোহন রায়
	হিতোপদেশ	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত
	Brahmunical Magazine; or, The Missionary and the Brahmun. Nos. 1 to 3. (2nd ed.)	Shivu-Prusad Surma.
[১৮২৪]	পত্রকৌমুদী	কৃষ্ণলাল দেব
১৮২৪	ভূগোল এবং জ্যোতিষ	প্রকাশক—কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটী
[১৮২৪] ১২৩১ সাল	মিতাক্ষরা দর্পণ	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত
	শ্রীভগবদ্গীতা॥ অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ॥ [এবং] গদ্যরচিত ভাষাঅর্থ সংগ্রহ॥ বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। মোকাম বহরা॥	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৮২৪	The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity.	Charles Lushington
	The Wonders of Elora, or the narrative of a journey to the temples and dwellings excavated out of a mountain of granite at Elora in the East Indies, with some general observations on the people and country.	Capt. John B. Seely

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৮২৫	Kosha, or Dictionary of the Sungskrita Language. By Umura Singha. With an English Interpretation and Annotations. (2nd ed.)	H. T. Colebrooke
	A Glossary, Bengali and English, to explain the Tota-itihas...	G. C. Haughton
	A Historical View of the Hindu Astronomy, from the earliest Dawn of that science in India, to the present time. Pt. I.	John Bentley
১৮২৬	বহুদর্শন ইংলণ্ডীয় ও লাটিনজাতীয় ও গৌড়ীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য ও আরবীয় ভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষা।	নীলরত্ন হালদার
	উদন্ত মার্ত্তণ্ড [প্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র]	যুগলকিশোর শুকুল-সম্পাদিত
১৮২৭	A Dictionary in Bengalee and English	Tarachand Chukruburtee
	The Principles and Objects of the Calcutta Unitarian Committee	Wm. Adam
[১৮২৮] আশ্বিন ১২৩৫	অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর	পীতাম্বর সেনের ছাপাখানায় মুদ্রিত
১৮২৮	আদালত তিমিরনাশক কোম্পানী বাহাদুরের রাজকীয় সম্বন্ধীয় সন ১৭৯৩ শালাবধি সন ১৮২৮ শালের চতুর্থ আইন পর্য্যন্ত চলিত আইন সকলের সংক্ষেপ।	জেলা হাওয়ালি শহর কলিকাতার উকীল শ্রীরামমোহন রায়।
[১৮২৮ ?]	কবিকঙ্কণের চণ্ডী	
[১৮২৮] ১৭৫০ শক	পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান। ব্রাহ্ম সমাজ, কলিকাতা, বুধবার ৬ ভাদ্র, ১৭৫০ শকাব্দা।	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
[১৮২৯] ১৭৫১ শক	অনুষ্ঠান	রামমোহন রায়
১৮২৯	সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস, ১ম ভাগ	
১৮৩০	কবিতারত্নাকর	নীলরত্ন শর্ম্ম কর্তৃক সংগৃহীত
	শ্রীমদ্ভাগবত (তুলট কাগজে পুথির আকারে ছাপা)	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
	সত্য ইতিহাসসার। অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন প্রসিদ্ধ লোকদের বিবরণ	প্রকাশক :—কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি
	The Pooroos-Purikhya	Translated by Muha Rajah Kalee Krishshun Bahadoor.
১৮৩১	সমাচার চন্দ্রিকা (বাংলা সংবাদপত্র)	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৮৩৩	গৌড়ীয় ব্যাকরণ	রামমোহন রায়
	জ্যোতির্ব্বিদ্যা	জেম্স ফারগুসন্ রচিত উইলিয়াম ইয়েট্স কর্ত্তৃক অনুদিত
	প্রবোধ চন্দ্রিকা (১ম সংস্করণ)	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং (তুলট কাগজে পুথির আকারে ছাপা)	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
	A Dictionary, Bengali and Sanskrit, explained in English, and Adapted for Students of Either Language. Vols. I, II	G. C. Haughton
১৮৩৪	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
	Grammar of the Tibetan Language	Alex. Csoma de Koros
	The Precepts of Jesus The Guide to Peace and Happiness,...(2nd London ed.)	Rammohun Roy
১৮৩৫	Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal, for the Year 1835	
১৮৩৬	দানিএল মুনির চরিত্র	মার্টিন সাহেব কর্ত্তৃক ভাষান্তারত
[১৮৩৭] ১২৪৪ সাল	গীতরত্ন	রামনিধি গুপ্ত রচিত
[১৮৩৮] ১২৪৫ সাল	পারসীক অভিধান অর্থাৎ পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক ১
১৮৩৮	শব্দকল্প তরঙ্গিণী অর্থাৎ গৌড়ীয় সাধুভাষা সহিত সংমিলিত পারসীয় ও আরবীয় ও ইংলণ্ডীয় ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা সকলকে শব্দ রূপে সংস্থান সম্বন্ধে তদর্থ এবং ব্যাকরণ মত ইত্যাদি সাধু প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত	জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক
১৮৩৯	শিশুসেবধি। গণিতাঙ্ক। ১ম ভাগ	মেং হারল সাহেবের কৃত অঙ্কপুস্তক এবং গ্রন্থান্তর হইতে সংগৃহীত।
	Wujra Soochi or Refutation of the Arguments upon which The Brahmanical Institution of Caste is founded by the learned Boodhist Ashwa Ghoshu. Also *The Tunku* By Soobajee Bapoo being a reply to the Wujra Soochi.	
১৮৪০	বাঙ্গালার ইতিহাস ("ইংরাজি হইতে অনুবাদিত")	গোবিন্দচন্দ্র সেন
	The Batrish Singhasan or Tales of the Thirty two Images [ওড়িয়া]	Rev. A. Sutton
[১৮৪১] ১৭৬৩ শক	ভূগোল	অক্ষয়কুমার দত্ত

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৮৪১	Kalidasae Meghaduta et Cringaratilaka, ex recensione J. Gildemeisteri, etc. [সংস্কৃত-জর্মান]	J. Gildemeister
	A Prize Essay on Native Female Education.	Rev. K. M. Banerjea
[১২৫০ ?]	স্ত্রীচরিত্র	[বৈদ্যনাথ রায় ?]
১৮৪৩	A Grammar of the Bengalee Language (৫ম সং)	Rev. W. Carey
১৮৪৪	জ্ঞানচন্দ্রিকা বহুবিধ উত্তম২ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক হইতে নানাবিধ নীতি সংগ্রহ। ২য় সংস্করণ	গোপাললাল মিত্র কর্ত্তৃক বাংলায় অনুবাদিত।
[১৮৪৪] ১৭৬৬ শকাব্দা	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ॥ প্রকৃতি খণ্ড ॥ তদ্ভাষা ॥ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামলোচন দাস কবিরত্ন কর্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত।	"৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যানুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে"
১৮৪৫	পত্রের ধারা। পাঠাপাঠ ও পাট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্তপ্রভৃতি ও শুভঙ্করের আর্য্যা ও ভাষার সহিত চাণক্যের শ্লোক। ৪র্থ সংস্করণ	
[১৮৪৬] ভাদ্র ১৭৬৮ শক	রাম গীতা	কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক টীকা
[১৮৪৭] ভাদ্র ১২৫৪	সাহানামা	বিশ্বেশ্বর দত্ত কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় ভাষিত
[১৮৪৭] ৪ চৈত্র ১২৫৩	দূতী বিলাস সুকোমল পয়ারাদি নানাচ্ছন্দ রচিত আদিরস ভক্তিরস ঘটিত কাব্য গ্রন্থ। ৪র্থ সংস্করণ	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
[১৮৪৭] ১৭৬৯ শক	অন্নদামঙ্গল, ১ম ও ২য় খণ্ড কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত।	
	দর্শন দীপিকা	কাশীনাথ বসু (বাগবাজার)
	রমণী নাটক (পয়ারাদি বিবিধ প্রকার ছন্দে)	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
	Glossarium Sanscritum [সংস্কৃত-জর্মান]	Francisco Bopp
১৮৪৮	Hand-Book of Bengal Missions, in connexion with the Church of England. Together with an Account of General Educational Efforts in North India.	
১৮৪৯	A Bengali Grammar	Rev. W. Yates Ed. by J. Wenger

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
[১৮৫০] বৈশাখ ১৭৭২ শক	সঙ্গীত গৌরীশ্বর। অর্থাৎ হরপার্ব্বতীর বারাণসী বিহার বর্ণনময় গ্রন্থ বিশেষঃ।	গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য
[১৮৫০] শ্রাবণ ১৭৭২ শক	শতকাবলী অমরুশতক, শান্তিশতক, সূর্য্যশতক, শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক সমবেতা	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পরিশোধিতা
১৮৫০	A Guide to Bengal : Being a close Translation of Ishwar Chandra Sharma's Bengallee Version of that portion of Marshman's History of Bengal.	Major G. T. Marshall.
[১৮৫১] ১২৫৮ সাল	কুসুমাবলী। অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার কাব্যসমূহের সারসংগ্রহ। ১ম খণ্ড	মহেন্দ্রনাথ রায়
[১৮৫১] ১৭৭৩ শক	নব্য সভ্য বিধায়ক অর্থাৎ নব্য দিগের সভ্য হইবার যুক্তি গ্রন্থ। বারাণসীধামে কাশীযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। [লিথো]	সূর্য্যনারায়ণ রায়
[১৮৫২] আশ্বিন ১৭৭৪ শক	ভদ্রার্জুন অর্থাৎ অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ	তারাচরণ শীকদার
[১৮৫৩] ১২৬০ সাল	কলিকুতূহল নামক গ্রন্থ অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্যপর্য্যন্ত লোকসকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে অনুবাদপুরঃসর	শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্তৃক গদ্যপদ্যে রচিত
[১৮৫৪] ১৯১১ সম্বৎ	কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক	রামনারায়ণ শর্ম্ম . . .
	শকুন্তলা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সঙ্কলিত
[১৮৫৪] ভাদ্র ১৭৭৬ শক	শ্রীরামচরিত	রাখালদাস হালদার
১৮৫৪	Prabodh Chandro'daya or The Moon of Intellect ; an Allegorical Drama, and Atma Bodh	Translated from Shanscrit and Pracrit by J. Taylor, M. D.
১৮৫৫	ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তড়িৎবার্ত্তাবহ প্রকরণ	কালিদাস মৈত্র
	A Descriptive Catalogue of Bengali Works	Rev. J. Long
	Catalogue of the Vernacular Literature Committee's Library	Rev. J. Long
১৮৫৬	গোপাল কামিনী	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সঙ্কলিত
[১৮৫৭] চৈত্র ১২৬৩	অবলা প্রবলা (নানাবিধ পদ্যছন্দে)	কালীকুমার মুখোপাধ্যায়, বলাগড়

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
[১৮৫৮] ১৫ আষাঢ় ১২৬৫	চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
[১৮৫৯] ১৯১৬ সম্বৎ	সংস্কৃত প্রস্তাব	সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীনন্দকুমার শর্ম্ম
[১৮৬০]	সুখ শান্তির উপায় স্বরূপ যিশু-প্রণীত	রাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক
২০ ফাল্গুন ১৭৮১ শক	হিতোপদেশ। রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত	ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত
১৮৫৯	The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward, embracing the History of the Serampore Mission. 2 Vols.	John Clark Marshman
	Returns relating to Publications in the Bengal Language, in 1857,...to which is added, a list of the Native Presses, etc.	Rev. J. Long
১৮৬০	শিল্পিক দর্শন। অর্থাৎ—প্রয়োজনীয় পদার্থকতিপয়ের প্রস্তুত করণের বিবরণগ্রন্থ।	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
[১৮৬১] ১২৬৮ সাল	রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র	হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত
	সংগীতমনোরঞ্জন যোড়াসাঁকো নিবাসি রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত	যদুনাথ ঘোষ দাস
১৮৬১	A Grammar of the Bengali Language: To which is added a Selection of Easy Phrases and Useful Dialogues	Duncan Forbes
[১৮৬৩] ৩০ আষাঢ় ১২৭০	স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক	[দুর্গাদাস কর] প্রকাশক :—বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
[১৮৬৬] ১৯২৩ সম্বৎ	কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[১৮৬৭] ১৫ কার্ত্তিক ১২৭৪	কিছু কিছু বুঝি	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৬৮	শূরসুন্দরী	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬৯	কলিকাতার লুকোচুরি	টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার
১৮৭১	Memoirs of the Rev. John Thomas, First Baptist Missionary to Bengal	Rev. C. B. Lewis
১৮৭৩	বাচস্পত্য—বৃহত্ সংস্কৃতাভিধান	তারানাথ তর্কবাচস্পতি
[১৮৭৪] ১২৮১ সাল	রজতগিরি-নন্দিনী	হরচন্দ্র ঘোষ

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৮৭৭	উপকথা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[১৮৭৮] ১৮০০ শক	এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা	প্যারীচাঁদ মিত্র
[১৮৮০] ১২৮৭ সাল	রসাবিষ্কার-বৃন্দক	শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
১৮৮০	The Desinamamala of Hemachandra	R. Pischel and G. Buhler
[১৮৮১] ১২৮৮ সাল	রাজসিংহ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৮৫	Proceedings of the First Indian National Congress, held at Bombay on 28th—30th December 1885	
১৮৮৬	কৃষ্ণ চরিত্র। প্রথম ভাগ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৯০	An English Translation of Vidya Sundara of Bharat Chandra Roy.	Ed. by Gour Das Bairagi

সভার মুখপত্র

বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচর

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) শোভাবাজারে বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচর' গঠিত হয়। কি উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তকের সূচনায় দেওয়া হইয়াছে। সভার নিয়মানুসারে এই সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণের সহিত সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনাদি এবং গবেষণার ফল প্রকাশের জন্য ১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে *The Bengal Academy of Literature* নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করা হইত। সভার কার্য্যবিবরণী ও অধিকাংশ প্রবন্ধাদি ইংরেজীতেই মুদ্রিত হইত। সভার সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, সহকারী সভাপতি এল. লিওটার্ড ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দ্দেশ অনুসারে এই মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেন। সভার ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩ তারিখের উনবিংশ অধিবেশনে দেওঘর হইতে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর একখানি পত্র পঠিত হয়; এই পত্রে বসু-মহাশয় সভার কার্য্য বঙ্গভাষায় সম্পাদন করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রখানি এইরূপ :—

ওঁ

মান্য শ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

অদ্য Bengal Academy of Literature পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম লিওটারড সাহেব পরিষদের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য আমার এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতরূপ উন্নতি সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পরিষদের সেইমত ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গভর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে। আমি ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না, তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্ষতি পূরণ হইবে, এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালায় পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্য্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের

অন্য কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে, অতএব উহার কার্য্য কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে। অধিক লেখা বাহুল্য।

বশম্বদ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুনরায় ২২শ অধিবেশনে (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের একখানি পত্র আলোচিত হয়। এই পত্রে বটব্যাল মহাশয় সভার একটি বাংলা নামকরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লেখেন ঃ—

Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাতে ইহার নামকরণ হয় নাই। পদার্থটি যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে সভ্যগণ অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক।

অস্মদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ষষ্ঠ মাসে তাহার নামকরণ বিধেয়। আমাদের একাডেমি (কি লিখিব?—এ্যাকাডেমি—না আকাডেমি না একাডেমি না আক্কাডেমি না আক্যাডেমি—কি?—) আমাদের এই সংজ্ঞাহীন জীবটি বিগত জুলাই মাসের ২৩এ তারিখে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ষষ্ঠমাস বিগতপ্রায়; কিন্তু আজও ইহার নামকরণের কোনও উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে না।

এক্ষণে যে মহোদয়গণ এই পদার্থটির জন্মদাতা তাঁহারা বঙ্গভূমিতে কি নামে ইহাকে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন?

অতি প্রাচীনকালে, যাহাকে বৈদিক যুগ বলা যায় তখন এক এক আচার্য্যের চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যেরা বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতেন; চতুষ্পার্শ্বে বসা হইত বলিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল "পরিষদ"। কালে এই শব্দের অর্থ "ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত মণ্ডলী" এইরূপ দাঁড়ায়। অবশেষে গুণ দোষ বিচারক পণ্ডিত সভামাত্রকেই—এমন কি সভা মাত্রকেই—পরিষদ বলা হইত। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ
পরিষদ প্যেষা গুণ গ্রাহিণী।

গ্রীশদেশে Academy বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পাইত অস্মদ্দেশে পরিষদ বলিলেও একদা অনেকটা তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত হইত। প্রস্তাবিত পদার্থটিকে কি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" বলা যাইবে?

বেণীসংহারের কবি ভট্টনারায়ণ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে সাহিত্যের অবনতি দেখিয়া, এবং সেই সাহিত্যের পূর্ব্বতন অবস্থা অনুস্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কাব্যালাপ সুভাষিত ব্যসনিন
স্তে রাজহংসা গতাঃ
তা গোষ্ঠ্যঃ ক্ষয়মাগতা
গুণলব শ্লাঘ্যা ন বাচঃ সতাম্।

কাব্যালাপে এবং মনোহর উক্তিতে অনুরাগী সেই রাজাগণ হংসের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছেন! এখনকার রচনা গুণলেশেও শ্লাঘ্য নয়; কেননা সেই সকল সদ্‌গোষ্ঠী (যথায় কাব্যের গুণ দোষ বিচার হইত) তাহাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে!!!

কালিদাস যখন রঘুবংশ রচনা করেন তখন এই সদ্-গোষ্ঠীবর্গকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি
সদসদ্ ব্যক্তি হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ
বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপিবা।

সদ্-গোষ্ঠী বা সাধু-গোষ্ঠী এটিও একটি উপযুক্ত নামধেয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য সদ্-গোষ্ঠী কিম্বা বঙ্গীয়-সাহিত্য সাধু-গোষ্ঠী; কিম্বা বঙ্গীয় ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সদ্-গোষ্ঠী ইহার মধ্যে কোনও একটি নাম কি সভ্যগণের রুচিকর বোধ হয়?

গোষ্ঠী শব্দ বাঙ্গলায় প্রস্তাবিত অর্থে অপ্রচলিত নহে; এক্ষণেও পাঁচজনে একত্র হইয়া সদালাপ বা শাস্ত্রালাপকে ইষ্টগোষ্ঠী বলা যায়।

পরিষদ ও সদ্-গোষ্ঠী দুয়ের মধ্যে একটিও যদি মনোরম না হয় সভ্যগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা সমবেত—বুদ্ধি-বলে শ্রুতি কোমল বিশুদ্ধ আর্য্যভাষায় আপনাদের মিলিত অস্তিত্বের নামকরণ করিবেন;—অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয়, কিমধিকমিতি।

খালদহ। শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

এই প্রস্তাব আলোচিত হইয়া সভার অন্যতর নাম "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" গৃহীত হয়। পত্রিকার ৮ম সংখ্যা (১৭ মার্চ্চ ১৮৯৪) হইতে শেষ পর্য্যন্ত (১১শ সংখ্যা, ৯ জুন ১৮৯৪) "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ The Bengal Academy of Literature" এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাদির একটি তালিকা যথাস্থানে দেওয়া হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুনর্গঠিত, নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত, এবং পরিষদের নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। এই সময় হইতেই পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' নামে বাংলা ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশের সূচনা হয়।

পত্রিকা পরিচালন সম্বন্ধে প্রথমাবধি যে-সকল প্রথা ও নিয়ম অনুসৃত এবং ইহার উন্নতি বিধানের জন্য যে-সকল সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে নিম্নে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইল।

পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগ সম্বন্ধে প্রথম বর্ষে নিম্নোক্ত মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়:—

> ৩। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বর্ত্তমান বর্ষের জন্য সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকার সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। (কা. নি. স. ১ম অধিবেশন, ৭ আষাঢ় ১৩০১)

১৭ই জুন ১৮৯৪ তারিখে পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে নবগঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে নিয়মাবলী প্রথম অবধারিত হয় তাহাতে পত্রিকা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি পাওয়া যায়:—

> ৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি গ্রহণ করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিবে, এবং প্রাপ্ত হইলে তাহা পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবে। সমালোচনা সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।
>
> ৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের কার্য্যবিবরণ, গ্রন্থ-সমালোচনা এবং সারবান্ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবে এবং ইহার একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবে।
>
> ১০। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পূর্ব্বোক্তরূপ সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা ভিন্ন সভ্যদিগের কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ আলোচনা-প্রসূত এবং বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিবে এবং অনুমোদিত হইলে পর তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিবে।
>
> (১) কাব্য। (২) উপন্যাস। (৩) নাটক। (৪) ধর্ম্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত বিষয়। (৫) বাঙ্গালা-গ্রন্থকারদিগের জীবনী। (৬) প্রত্নতত্ত্ব। (৭) ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে পর প্রথম বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে (১৩ ফাল্গুন, ১৩০১) পরিষদ্-পত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশ সম্বন্ধে নিয়মের আলোচনা হয়। আলোচনার পর এই নিয়মটি গৃহীত হয়:—

> পত্রিকা-সম্পাদক সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং সমালোচনা করিবেন, অথবা পরিষদের অন্য সদস্য দ্বারা সমালোচনা করাইয়া লেখকের নামে তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন।

জন্য প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন। সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন লেখক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সমগ্র নিয়মাবলী পরিশোধিত হয়। পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালন সম্পর্কিত সংশোধিত নিয়মাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> …কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্মতি ভিন্ন কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির আলোচনা বা সমালোচনা হইবে না।—২(চ) নিয়ম।……পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের সমস্ত ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত থাকিবে।—৩১শ নিয়ম

উপরিউক্ত সংস্কৃত নিয়মসমূহ স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক দিন যাবৎ বলবৎ ছিল। পরে পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরিষৎ-পত্রিকা-প্রচারের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

> সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র হইবে, ইহা পরিষদের কার্য্যারম্ভেই নির্ণীত হইয়াছিল। কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি তরল প্রকৃতির সাহিত্য কোনও কালে ইহাতে স্থান পাইবে না, উহা আরম্ভেই স্থির হয়।……যে সকল প্রবন্ধে কোনও নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের অথবা নূতন তত্ত্বের স্থান নাই, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় গৃহীত হয় না। কেবলমাত্র পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি অথবা পুরাতন কথার অনুবাদ মাত্র যতই শিক্ষাপ্রদ হউক না, পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বিষয় ও প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-বিষয়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন-সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, অথবা যে কোনও নূতন তত্ত্ব আলোচনাযোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।……মুখ্যতঃ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বানুসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ সীমা মধ্যেও পরিষদের বিশাল কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে উৎপত্তি ও পুষ্টিলাভ করিল, তাহ অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত। জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি-পত্রের ভিতরে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল পুঁথিকে জল আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। পুরাতন মন্দির ও জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সহিত যে সকল পুরাতন কিংবদন্তী বিজড়িত আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া, বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাসের যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। মহিলাসমাজে প্রচলিত ব্রতকথা উপকথা ইত্যাদি হইতে এবং সামাজিক পূজা উৎসব ক্রীড়া প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে, অপিচ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি হইতে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি পুরাতন দলিল প্রভৃতি হইতে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কৃত করিতে হইবে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উপভাষা এবং অপভাষা আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গঠন-প্রণালী নির্ণয় করিতে হইবে। এই

সমুদয় ও আরও বৃহৎ কার্য্য সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে রহিয়াছে। এই কর্ত্তব্যসাধনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাই সাহিত্য-পরিষদের প্রধান মুখপত্র।......সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সাহায্যে সর্ব্ববিধ জ্ঞানপ্রচার এবং শিক্ষা-বিস্তার করিবার চেষ্টা উপযুক্ত হইবে না, কারণ ইহা একটি তত্ত্বানুসন্ধিনী সভার মুখপত্র। ইহা দ্বারা সেই সভার কার্য্যফল গবেষণার ফল অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর হস্ত হইতে নূতন গবেষণার ফলে যাহা কিছু আবিষ্কার হইবে, পরিষৎ-পত্রিকা তাহা সাদরে বহন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।......বঙ্গদেশের ভূবিদ্যা, অন্তরিক্ষ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে নূতন গবেষণার প্রচুর অবসর রহিয়াছে। বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার গাছপালা, বাঙ্গালার জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবিষ্কারে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত উদাসীন রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গদেশের বৈজ্ঞানিকেরা যে কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা তাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছে। এমন কি পদার্থ-বিদ্যা রসায়নাদি শাস্ত্রেও নূতন অনুসন্ধানের ফল বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণের হস্ত হইতে প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষৎ কৃতার্থ হইবেন এবং পরিষৎ-পত্রিকাও গৌরবান্বিত হইবে। (১৫শ বা. বি. পৃ. ৮৯-৯১)

১৩১৭ বঙ্গাব্দে পত্রিকা-সম্পাদককে প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবার জন্য একটি 'পত্রিকা পরিচালন সমিতি' গঠিত হয়। নিম্নলিখিত সদস্যগণ এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন :—

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বনওয়ারিলাল চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ. সম্পাদক), শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (পত্রিকা-সম্পাদক), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। (কা. নি. স. ১৩ বৈশাখ ১৩১৭)

ইঁহাদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহাদের স্থলে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ১ আশ্বিন ১৩১৭)।

পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির নিয়মাবলী :—

(১) কোন প্রবন্ধে কোন ব্যক্তি, জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মের প্রতি কোনরূপ আক্রমণ থাকিবে না, এবং

(২) কোন প্রবন্ধে কোন মৌলিকত্ব বা সংবাদ না থাকিলে প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য হইবে না এবং অন্যত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ বা তাহার অনুবাদও প্রকাশিত হইবে না তবে অন্য ভাষায় প্রকাশার্থ একই সময়ে প্রেরিত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য হইতে পারে। (কা. নি. স. ৮ বৈশাখ ১৩১৭)

১৩১৯ সালের ১৫ই বৈশাখ তারিখে বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের সমগ্র নিয়মাবলী সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। পরিষৎ-পত্রিকা সম্বন্ধে পরিগৃহীত নিয়মটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৩। সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। কোন প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের বা আলোচনার পরিচয় না থাকিলে সে প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না।

এই বৎসর ১লা পৌষ ১৩১৯ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পরিষৎ-পত্রিকা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি গৃহীত হয়ঃ

> অতঃপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আধুনিক বঙ্গীয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে এরূপ কোনও আলোচনা প্রকাশিত হইবে না, যাহা মৌলিকতা-বর্জ্জিত বা যাহাতে কোনও নূতন তথ্য বা সংবাদ নাই, কিংবা যাহাতে ব্যক্তিগত রুচির প্রসঙ্গ আছে। "আধুনিক" গ্রন্থকার অর্থে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারকে বুঝিতে হইবে।

অতঃপর ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই চৈত্র তারিখে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত ও পর বৎসর হইতে বলবৎ হয়। তাহার তৃতীয় নিয়মটি এই :—

> পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তার জন্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই চারিটি শাখা-সমিতি গঠিত হইবে।

এই সমিতির অন্যতম কর্ত্তব্য "পরিষৎ-পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন"। এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ও পরে পত্রিকার জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি অগ্রে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইত। ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হয় যে, প্রবন্ধগুলি কা. নি. সমিতিতে উপস্থিত না করিয়া শ্রেণীভেদে বরাবর চারি শাখায় প্রেরণ করা হইবে। বলা বাহুল্য, এই চারি শাখার সৃষ্টি হওয়ায় 'পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি' বাহাল রাখিবার আর প্রয়োজন হয় নাই।

পরিষৎ-পত্রিকায় যে-সকল বিশেষজ্ঞের রচনা প্রকাশিত হয়, তাহা বঙ্গদেশের বাহিরের এবং বিদেশের পণ্ডিত-সমাজের নিকট প্রচারের এবং তাঁহাদের দ্বারা সমালোচিত হইবার উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ১৫ই বৈশাখ ও ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হয় :—

> পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষ হইতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, তৎসহিত সেই সেই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী সারমর্ম্ম প্রকাশিত করা হউক। প্রত্যেক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণতঃ অনধিক ২০০ কথায় হইবে ও আপাততঃ ২৫০ খানি পত্রিকায় এইরূপ ইংরেজী ভাষায় সারমর্ম্ম ছাপা হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এই সিদ্ধান্ত ৩০ শ্রাবণ ১৩২৭ তারিখে মাসিক অধিবেশনে গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব অনুযায়ী কোন কাজ না হওয়ায় মূল প্রস্তাবকর্ত্তা হেমবাবু ২৮ পৌষ ১৩৩৪ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত করেন; স্থির হয় "আগামী সংখ্যা পত্রিকা হইতেই যাহাতে এইরূপ ইংরেজী সারমর্ম্ম পত্রিকার সহিত বাহির হয়, তজ্জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের উপর ভার দেওয়া হউক।"

কিন্তু এই সকল মন্তব্য অনুসারে পত্রিকায় ইংরেজী সারমর্ম্ম এ-যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। তবে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ হইতে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ইংরেজী সারমর্ম্ম শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া 'দি ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি'

পত্রিকায়, এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ইংরেজী বিবরণ হল্যাণ্ডের Kern Institute হইতে প্রকাশিত *Annual Bibliography of Indian Archaeology* নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইতেছে।

পরিষৎ-পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সাধারণতঃ সেগুলি তৎপূর্ব্বে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়া থাকে। প্রবন্ধপাঠের পর উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া থাকেন। সেই আলোচনা মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হইত। ১৫ই আশ্বিন ১৩২৭ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব-মত স্থির হয়ঃ—

> অতঃপর পরিষদের পত্রিকাতে যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, সেই সমস্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা মাসিক অধিবেশনে হইবে, তাহা এই সমস্ত প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হইবে ও কার্য্যবিবরণীতে হইবে না।

এই মন্তব্য অনুসারে কিছু দিন মাসিক অধিবেশনের আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছেঃ—

> ৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাব মত স্থির হইল যে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার আগামী ১ম সংখ্যা হইতে আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক সংবাদ এবং বিভিন্ন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-বিষয়ক উপযুক্ত প্রবন্ধগুলির সূচী প্রকাশ করা হইবে।

এই প্রস্তাব অনুসারে ১৩৪২ বঙ্গাব্দ হইতে পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রতি সংখ্যা পত্রিকার শেষে উক্তরূপ প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সূচী ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিতেছেন।

এই সঙ্গে ১৩০১ হইতে ১৩৪২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ৪২ বৎসরে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, বিষয়-বিভাগানুসারে তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল। বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পণ্ডিতকর্তৃক নানা পত্রিকাদিতে আলোচিত ও অনূদিত হইয়াছে।

পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রথমতঃ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—

১। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, ২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম ভাগ, ১ম ও ২য় খণ্ড, (৩) শঙ্কর ও শাক্যমুনি, (৪) বৌদ্ধধর্ম্ম, (৫) বাঙ্গালা ভাষা—(ক) রাঢ়ের ভাষা, ও (খ) শব্দশিক্ষা। এতদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ রামায়ণতত্ত্ব (১।২ ভাগ) এবং শকাধিকার-কাল ও কণিষ্ক নামক গ্রন্থ পত্রিকার এক এক সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

'দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

প্রকাশ তারিখ	সংখ্যা	প্রবন্ধ	লেখক
		ইংরেজী	
আগষ্ট ১৮৯৩	১ম সংখ্যা	Proposal with Rules for the formation of an Academy of Literature for Bengal.	K. Chakravarti
		A Few Words about the Origin of Academies.	L. Liotard
সেপ্টেম্বর ১৮৯৩	২য় সংখ্যা	Programme of Work	L. Liotard
৮ অক্টোবর ১৮৯৩	৩য় সংখ্যা	On the Aims and Object of the Bengal Academy	L. Liotard
		Biography of Bengali Men of Letters. (1) Bharat Chunder Ray.	Saroda Prosad Dey
৬ জানুয়ারি ১৮৯৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা	Do. (II) Ram Nidhi Gupta	,,
৮ অক্টোবর ১৮৯৩	৩য় সংখ্যা	Dramas among the Bengalis	K. Chakravarti
৬ জানুয়ারি ১৮৯৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা	Do. (II) Tragic Dramas.	,,
১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৩	৫ম সংখ্যা	Journalism in Bengal	Nobogopal Mitter
৬ জানুয়ারি ১৮৯৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা	Do.	,,
৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪	৭ম সংখ্যা	Do.	,,
১৭ মার্চ ১৮৯৪	৮ম সংখ্যা	The Academy and its Programme of Work	L. Liotard
		BOOK REVIEWS	
৬ জানুয়ারি ১৮৯৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা	Navya Banga, by...Chaki	Hirendronath Datta,
		Ahuti, by Juggut Chunder Sen	,,
১০ এপ্রিল ১৮৯৪	৯ম সংখ্যা	নীতি-গাথা by Jagat Chandra Sen	Sarada Prasad De
৯ জুন ১৮৯৪	১১শ সংখ্যা	Grammar of the Bengali Language, Literary and Colloquial by John Beames.	Hirendranath Datta
		বাংলা	
৮ অক্টোবর ১৮৯৩	৩য় সংখ্যা	ইংরাজ অধিকারে বাঙ্গালা কাব্য	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
১০ এপ্রিল ১৮৯৪	৯ম সংখ্যা	ঐ	ঐ
৪ নভেম্বর ১৮৯৩	৪র্থ সংখ্যা	বাঙ্গালা কাব্যের অবনতি ও প্রকৃতিপরিবর্ত্তন	ঐ

প্রকাশ তারিখ	সংখ্যা	প্রবন্ধ	লেখক

সমালোচনা

প্রকাশ তারিখ	সংখ্যা	প্রবন্ধ	লেখক
১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৩	৫ম সংখ্যা	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৬ জানুয়ারি ১৮৯৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা	কাব্যকুসুমাঞ্জলী—মানকুমারী	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
১৭ মার্চ „	৮ম সংখ্যা	ভক্তচরিতামৃত—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
		অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১০ মে „	১০ম সংখ্যা	মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ—বরদাচরণ মিত্র	তারাকুমার কবিরত্ন
৯ জুন ”	১১শ সংখ্যা	বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা (প্রবন্ধ) —মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

প্রাচীন-সাহিত্য—(ক) সাধারণ

১ম বর্ষ	প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৩০১)	কৃত্তিবাস	ঐ
	মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	রমেশচন্দ্র দত্ত
২ বর্ষ	রামমোহনের রামায়ণ	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
(১৩০২)	মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ (প্রথম প্রস্তাব)	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	জগৎরাম রায়ের রামায়ণ	পাঁচকড়ি ঘোষ
	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	প্রাচীন কবিসঙ্গীত	
৩ বর্ষ	দুর্গাপঞ্চরাত্র	বলীন্দ্রসিংহ দেব
(১৩০৩)	গৌরীমঙ্গল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালী	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ	রসিকচন্দ্র বসু
	কবি উদ্ধবানন্দ [ও রাধিকামঙ্গল]	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ঈশাননাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	অদ্বৈত-মঙ্গল। (হরিচরণ দাস-বিরচিত)	রসিকচন্দ্র বসু
৪ বর্ষ	নরোত্তম ঠাকুর	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
(১৩০৪)	দেহ-কড়চা (নরোত্তম ঠাকুর-বিরচিত)	ঐ
	রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	ঐ পরিশিষ্ট (ময়নাগড়)	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ	রসিকচন্দ্র বসু
	কবি উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গল" ও তাহার সমালোচক	মৃণালকান্তি ঘোষ
	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য	[নগেন্দ্রনাথ বসু]
	লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর	রসিকচন্দ্র বসু

	কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল	[নগেন্দ্রনাথ বসু]
	সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৫ বর্ষ	চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	নীলরতন মুখোপাধ্যায়
(১৩০৫)	চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী (দুই দফা)	নগেন্দ্রনাথ বসু
	চণ্ডীদাসের পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
	কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়	নগেন্দ্রনাথ বসু
	দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	রমেশচন্দ্র বসু
	পাঁচালিকার ঠাকুরদাস	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বৈষ্ণব-কবি জগদানন্দ	কালিদাস নাথ
	রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	শীতলামঙ্গল (১। দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল ২। নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল)	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	স্ত্রীকবি মাধবী	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
৬ বর্ষ	কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
(১৩০৬)	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	আনন্দনাথ রায়
	গোবিন্দচন্দ্রের গীত	শিবচন্দ্র শীল
	ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর	আনন্দনাথ রায়
	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	নগেন্দ্রনাথ বসু
	ভবানীদাসবিরচিত রামরত্ন গীতা	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	শূদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড	রসিকচন্দ্র বসু
৭ বর্ষ	রাজকবি জয়নারায়ণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
(১৩০৭)	কবি লালা জয়নারায়ণ	আনন্দনাথ রায়
	বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	চম্পককলিকা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	চম্পককলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	জগন্নাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ	রসিকচন্দ্র বসু
	ঐ সম্বন্ধে মতামত	নগেন্দ্রনাথ বসু
	কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস	রাখালদাস কাব্যতীর্থ
৮ম বর্ষ	কাশীরাম দাস	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
(১৩০৮)	অর্জ্জুন-সংবাদ [মুকুন্দ দাস-কৃত]	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	সত্যদেব-সংহিতা [দ্বিজ রামভদ্র-কৃত]	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	সত্যনারায়ণের পাঁচালী [দ্বিজ বিশ্বেশ্বর-বিরচিত]	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	সত্যনারায়ণ-কথা [কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়-প্রণীত]	ব্যোমকেশ মুস্তফী

৯ বর্ষ	কবিবল্লভের রসকদম্ব	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
(১৩০৯)	বৃন্দাবন দাসের গোলোক-সংহিতা	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান'	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১০ বর্ষ	খনা	যোগেশচন্দ্র রায়
(১৩১০)		
১১ বর্ষ	রামরাস (৺কবি কৃত্তিবাস)	নগেন্দ্রনাথ বসু
(১৩১১)	মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
১২ বর্ষ	প্রাচীন মুসলমান কবিগণ	আবদুল করিম
(১৩১২)	মাণিক গাঙ্গুলি ও ধর্ম্মমঙ্গল	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস	ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত
	নারায়ণদেবের পাঁচালী (৺দ্বিজ দিনরাম)	আবদুল করিম
১৩ বর্ষ	অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
(১৩১৩)	কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	ধর্ম্মমঙ্গল	দীনেশচন্দ্র সেন
	রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	সুকবিবল্লভাদি-বিরচিত বৃহৎ পদ্মাপুরাণ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
	প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধার—সূর্য্যের পাঁচালী	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
১৪ বর্ষ	কবি জয়কৃষ্ণ দাস	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
(১৩১৪)		
১৫ বর্ষ	ময়নামতীর গান	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
(১৩১৫)	একখানি প্রাচীন চৌতিশা	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী	যোগেশচন্দ্র রায়
	প্রাচীন পদাবলির পাঠভেদ	সতীশচন্দ্র রায়
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ (প্রতিবাদ)	কেদারনাথ মজুমদার
	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন কবি	দেবনারায়ণ ঘোষ
১৬ বর্ষ	কালকেতুর চৌতিশা (চাঁদদাস-রচিত)	আবদুল করিম
(১৩১৬)	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ (১)	সতীশচন্দ্র রায়
	শূণ্যপুরাণ	যোগেশচন্দ্র রায়
	শূণ্যপুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য	[নগেন্দ্রনাথ বসু]

১৭ বর্ষ	জ্ঞানদাসের জন্মভূমি	রাখালদাস সেনগুপ্ত
(১৩১৭)	গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব	হরিদাস পালিত
১৮ বর্ষ	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ (২)	
(১৩১৮)	[গোবিন্দদাস কবিরাজ]	সতীশচন্দ্র রায়
	পাট-পর্য্যটন এবং শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখা-নির্ণয়	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	বসন্তরঞ্জন রায়
	কৃত্তিবাসের জন্ম-শক [১]	যোগেশচন্দ্র রায়
১৯ বর্ষ	সত্যপীরের পাঁচালী	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
(১৩১৯)	কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল	ভোলানাথ ব্রহ্মচারী
	কাশীরামের জন্মস্থান	নগেন্দ্রনাথ বসু
২০ বর্ষ	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ (৩)	সতীশচন্দ্র রায়
(১৩২০)	ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ	যোগেশচন্দ্র ভৌমিক
	শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী
	কৃত্তিবাসের জন্মশক [২]	যোগেশচন্দ্র রায়
২১ বর্ষ	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
(১৩২১)	নিমানন্দদাসের পদরসসার	সতীশচন্দ্র রায়
২২ বর্ষ	কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল নির্ণয়	বসন্তরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৩২২)	একখানি সত্যপীরের পুঁথি	রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী
	জ্ঞানদাসের পদাবলী	সতীশচন্দ্র রায়
২৩ বর্ষ	মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য (১-৪৫০)	আবদুল গফুর সিদ্দিকী
(১৩২৩)		
২৪ বর্ষ	জঙ্গ-নামা	আবদুল গফুর সিদ্দিকী
(১৩২৪)	দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি	সতীশচন্দ্র রায়
২৫ বর্ষ	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	সতীশচন্দ্র রায়
(১৩২৫)	"চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	বসন্তরঞ্জন রায়

২৬ বর্ষ	"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" সংশয়	যোগেশচন্দ্র রায়
(১৩২৬)	চণ্ডীদাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
	তরুণীরমণের পদাবলী	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
২৭ বর্ষ	মহাকবি সঞ্জয়	জগন্নাথ দেব
(১৩২৭)	প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়	প্রভাসচন্দ্র সেন
	বৌদ্ধগান ও দোহা [আলোচনা]	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	'বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রবন্ধের আলোচনা	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
	চাঁদসদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র	শিবচন্দ্র শীল
	বৈষ্ণব পদাবলী	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্ব্বতীমঙ্গল	দুর্গাদাস রায়
২৮ বর্ষ	ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ	বসন্ত রায়
(১৩২৮)	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	চুণীলাল বসু প্রভৃতি
২৯ বর্ষ	চণ্ডীদাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(১৩২৯)		
৩১ বর্ষ	বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ	বিমানবিহারী মজুমদার
(১৩৩১)		
	কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব	রাজমোহন নাথ
	"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা	বেণীমাধব বড়ুয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩২ বর্ষ	পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 'হরিবংশ'	সতীশচন্দ্র রায়
(১৩৩২)		
৩৩ বর্ষ	দীন চণ্ডীদাস (১)	মনীন্দ্রমোহন বসু
(১৩৩৩)	সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয়	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	"সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	ঐ সম্বন্ধে আলোচনা	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

৩৪ বর্ষ	"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
(১৩৩৪)	'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী' সম্পাদকের নিবেদন	সতীশচন্দ্র রায়
	"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"র উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	রমেশ বসু
	দীন চণ্ডীদাস (২–৩)	মনীন্দ্রমোহন বসু
	শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৫ বর্ষ	কবিরাজ গোবিন্দদাস	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
(১৩৩৫)	গাজী সাহেবের গান	নগেন্দ্রনাথ বসু
	তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব	বসন্ত রায়
	প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ [১-২]	রমেশ বসু
	শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত (আলোচনা)	সুধীরকুমার সেন
৩৬ বর্ষ	কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর	শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
(১৩৩৬)	গোবিন্দদাস কবিরাজ [১]	সুকুমার সেন
	ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	নিমাইসন্ন্যাসের পালা	শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৩৭ বর্ষ	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
(১৩৩৭)	(ক) 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' সম্বন্ধে বক্তব্য	সতীশচন্দ্র রায়
	(খ) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি	প্রিয়রঞ্জন সেন
	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৩৮ বর্ষ	গোপালদাসের 'রসকল্পবলী'	নলিনীকান্ত ভট্টশালী
(১৩৩৮)	'গোপালদাসের রসকল্পবলী' প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	মালাধর-বসু (গুণরাজ-খান)-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয়	সুকুমার সেন
	শূন্যপুরাণ	যোগেশচন্দ্র রায়

বর্ষ	প্রবন্ধ	লেখক
৩৯ বর্ষ	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান	প্রিয়রঞ্জন সেন
(১৩৩৯)	'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (১)	মণীন্দ্রমোহন বসু
	'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
৪০ বর্ষ	কৃত্তিবাসের জন্মশক [৩]	যোগেশচন্দ্র রায়
(১৩৪০)	'কৃত্তিবাসের জন্মশক' (আলোচনা)	বসন্তরঞ্জন রায়
	বড়ু চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (২)	মণীন্দ্রমোহন বসু
	রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র	নিত্যধন ভট্টাচার্য্য
	শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও "চণ্ডীদাস"	সুকুমার সেন
	সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
	চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন [শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-সংগৃহীত মূল পুথির যথাযথ অনুলিখন]	জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
	'চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন' (আলোচনা)	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৪১ বর্ষ	কবি সৈয়দ সোলতান	মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্
(১৩৪১)	কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ	সুকুমার সেন
	কৃত্তিবাসের জন্মশক (আলোচনা)	নলিনীকান্ত ভট্টশালী
	দানলীলাচন্দ্রামৃত (ভূমিকা)	মনোমোহন ঘোষ
	নাথধর্ম্মে বেদতত্ত্ব	রাজমোহন নাথ
৪২ বর্ষ	কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের রচনার কাল	ত্রিদিবনাথ রায়
(১৩৪২)	চণ্ডীদাস [১ম ও ২য় অংশ]	যোগেশচন্দ্র রায়
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল	বিমানবিহারী মজুমদার
	দানকেলিকৌমুদীর কাল-নির্ণয়	বিমানবিহারী মজুমদার
	ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
	চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুথি	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা	মণীন্দ্রমোহন বসু

(খ) গ্রাম্য সাহিত্য

১ বর্ষ	ছেলেভুলানো ছড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ বর্ষ	ছেলেভুলানো ছড়া	
	(বাঁকুড়া-বেলেতোড় মেদিনীপুর ও বন বিষ্ণুপুরের)	বসন্তরঞ্জন রায়
	সাঁওতাল পরগণার ছড়া	রজনীকান্ত গুপ্ত
	মেয়েলি ছড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি
৩ বর্ষ	ছড়া (বর্দ্ধমান-দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত)	কুঞ্জলাল রায়
	ঐ (হুগলী ভাঙ্গামোড়া হইতে সংগৃহীত)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
৯ বর্ষ	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (১)	আবদুল করিম
	ব্রতবিবরণ	রামপ্রাণ গুপ্ত
১০ বর্ষ	শরৎ-কালী (গ্রাম্য-কবিতা)	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (২)	আবদুল করিম
১১ বর্ষ	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য-কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১২ বর্ষ	নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য-কবিতা	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা	আবদুল করিম
	বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা	... ...
১৩ বর্ষ	গ্রাম্য-গীতি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (৩) (১৫১-১৯৮)	আবদুল করিম
	বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১৪ বর্ষ	বরিশালের গ্রাম্য-গীতি	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
১৫ বর্ষ	কোচবিহারের হেঁয়ালী	প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	আদ্যের গম্ভীরা	হরিদাস পালিত
১৭ বর্ষ	লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতপাঞ্চালি	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	ঐ ভ্রমসংশোধন	আবদুল করিম
১৮ বর্ষ	ত্রিনাথের উপাখ্যান	চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী
	শিবের গাজন	হরিদাস পালিত
১৯ বর্ষ	মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি	দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়
	বাঘাইর বয়াত	যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

২০ বর্ষ	অম্বেশ্বরী-ব্রতপাঞ্চালী	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	শ্রীহট্টের পঁই	দ্বারকানাথ চৌধুরী
২১ বর্ষ	মানভূম জেলার গ্রাম্যভাষা	হরিনাথ ঘোষ
	ঠাকুর-মা'র ইতিহাস	পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২২ বর্ষ	কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত	জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
	মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত	হরিনাথ ঘোষ
৪০ বর্ষ	বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	শ্রীহট্টে মাঘব্রত	সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৪১ বর্ষ	মাঘমণ্ডল ব্রত (১)	যোগেশচন্দ্র রায়
	মাঘমণ্ডল ব্রত (২)	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(গ) পুথির বিবরণ

৪ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১-২১৩)	নগেন্দ্রনাথ বসু
৫ বর্ষ	বাঙ্গালা পুথির বিবরণ (১-১৩)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১-৩৩)	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	ঐ ঐ (৩৪-৬১)	মৃণালকান্তি ঘোষ ও নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৬ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২১৪ ৩৫৯)	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ (১-৩৬)	মৃণালকান্তি ঘোষ
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১-১৩)	ঐ
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১ ১২)	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১-১৯)	আবদুল করিম
	ঐ ঐ (২০-৩৩)	ঐ
৮ বর্ষ	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১-৪৪)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ঐ ঐ (১-৯)	রাজীবলোচন দাস
	ঐ ঐ (১-১৮)	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
	বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১-২৪)	শিবচন্দ্র শীল
৯ বর্ষ	পুঁথির বিবরণ (১-৫)	অতুলচন্দ্র চৌধুরী
	ঐ (১-৮৭) [অতিরিক্ত সংখ্যা]	আবদুল করিম
১০ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা (১-৩০)	চিত্তসুখ সান্যাল
	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১-১০)	ব্রজসুন্দর সান্যাল
	পুঁথির বিবরণ (৮৮-৩০৭) [অতিরিক্ত সংখ্যা]	আবদুল করিম

১২ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ (৩০৮-৪৩৩) [অতিরিক্ত সংখ্যা]	আবদুল করিম
১৩ বর্ষ	বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ (১-৮৪)	হরগোপাল দাস কুণ্ডু
১৮ বর্ষ	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (৫০০-৫১৫)	আবদুল করিম
১৯ বর্ষ	শ্রীহট্ট ও কাছাড়-জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ (১—১১]	জগন্নাথ দেব
২০ বর্ষ	প্রাচীন পুথির বিবরণ (১—১১) [বৈদ্যক পুথি]	দুর্গানারায়ণ সেন
	বাণীকণ্ঠের "মোহমোচন" নামক প্রাচীন গ্রন্থ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
২৬ বর্ষ	আলোচনা [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ]	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম	শিবচন্দ্র শীল
২৯ বর্ষ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১-২০)	বসন্তরঞ্জন রায়
৩০ বর্ষ	উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুঁথি	বিমানবিহারী মজুমদার
	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (২১—৬১)	বসন্তরঞ্জন রায়
৩১ বর্ষ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (৬২—১০০)	বসন্তরঞ্জন রায়
৩২ বর্ষ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (১০১-১৪৬)	বসন্তরঞ্জন রায়
৩৩ বর্ষ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (১৪৭-২০০)	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
৩৪ বর্ষ	সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

২। ভাষাতত্ত্ব

২ বর্ষ	বিদ্যাপতি। (শব্দের তালিকা)	
৩ বর্ষ	শব্দ-রহস্য (শব্দ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ভাষার প্রাধান্য)	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
	বিদ্যাপতি। (শব্দের তালিকা)	অ—দে
	শব্দরহস্য। শব্দে-কবিত্ব	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
	ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামের প্রকৃত উচ্চারণগত প্রস্তাব	সখারাম গণেশ দেউস্কর
৪ বর্ষ	হরিনামের শব্দতত্ত্ব	উমেশচন্দ্র বটব্যাল
	উপসর্গের অর্থ-বিচার	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ বর্ষ	উপসর্গের অর্থ-বিচার (দ্বিতীয় প্রবন্ধ)	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
	হরি ও সোম	রসিকলাল ঘোষ
৭ বর্ষ	বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ভাষাতত্ত্ব	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
৮ বর্ষ	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা-শব্দতত্ত্ব	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
	শব্দ-সংগ্রহ	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
	বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	(ঐ সম্বন্ধে) সম্পাদকীয় মন্তব্য	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
	বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দ্দূ, পারসী ও আরবী শব্দের তালিকা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য	কালিদাস নাথ
৯ বর্ষ	শব্দ সমালোচনা (১)	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ (বরিশাল জেলায় প্রচলিত)	সতীশচন্দ্র ঘোষ
১০ বর্ষ	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শব্দ সমালোচনা (২)—আলিফ	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১১ বর্ষ	দেশী শব্দ	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
১২ বর্ষ	বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	না	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ময়মনসিংহের গ্রাম্য-ভাষা	রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
	রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
	বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী পার্শী ও য়ুরোপীয় শব্দ	নরেশচন্দ্র সিংহ
১৩ বর্ষ	চাক্‌মাদিগের ভাষা-তথ্য	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	বাঙ্গালা নামরহস্য (১)	ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৪ বর্ষ	মালদহের গ্রাম্য শব্দ	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
	সন্ধি	শ্রীনাথ সেন
	ধ্বনি-বিচার	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	গ্রাম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্যশব্দাদিসংগ্রহ	রাজকুমার কাব্যভূষণ
১৫ বর্ষ	বাঙ্গালা-ভাষা [রাঢ়ের ভাষা] (অতিরিক্ত সংখ্যা)	যোগেশচন্দ্র রায়
	পালি ও বাঙ্গালা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	বাঙ্গালা নামরহস্য (২)	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	যশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্‌লার উপসর্গ	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	কোচ ও রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহ	এস্, বসু
	মোসলমান নামতত্ত্ব	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	ঢাকার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ	পরমেশপ্রসন্ন রায়
	নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য-শব্দ	দেবেন্দ্রনাথ বসু
	প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান	শ্রীনাথ সেন
১৭ বর্ষ	বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য	ব্যোমকেশ মুস্তফী
	বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা-তত্ত্ব	রাজকুমার বেদতীর্থ
	বাঙ্গালা ভাষা (২)—(অতিরিক্ত সংখ্যা)	যোগেশচন্দ্র রায়
১৮ বর্ষ	বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
	ব্যাকরণের সন্ধি	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	মালদহের পল্লীভাষা	হরিদাস পালিত
	কামতাবিহারী ভাষাসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
	কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য	অম্বিকাচরণ গুপ্ত
	বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ	প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৯ বর্ষ	ভারতবর্ষের বর্ণমালা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	বাঙ্গালা শব্দ, তথা বানান ও লিখনসমস্যা	সতীশচন্দ্র ঘোষ
	প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটী বিশেষত্ব (Idiosyncrasy)	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	নদীয়া-জেলার গ্রাম্যশব্দ	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ	দেবনারায়ণ ঘোষ

বর্ষ	বিষয়	লেখক
	ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার অভিধান	কৃষ্ণনাথ সেন
	বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ	সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
	ঐ	দুর্গানারায়ণ সেন
২০ বর্ষ	বাঙ্গালা ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ	কুঞ্জকিশোর রায় চৌধুরী
	অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
২১ বর্ষ	বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	ভাষার [বঙ্গভাষা] উৎপত্তি	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	বাঙ্গালা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা	প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২২ বর্ষ	জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ) গ্রাম্যশব্দ	রাখালরাজ রায়
	নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
২৩ বর্ষ	'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী	আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	বাঙ্গালা শব্দ-কোষ [সমালোচনা]	সতীশচন্দ্র রায়
	বাঙ্গালা শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালা শব্দ-কোষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর	যোগেশচন্দ্র রায়
২৪ বর্ষ	বাঙ্গালা শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর	যোগেশচন্দ্র রায়
	সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
	ঋকার-তত্ত্ব	বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
	'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর	বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
	আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৫ বর্ষ	বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বর্ষ	প্রবন্ধ	লেখক
	"আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" (সমালোচনা)	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন ('আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য)	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	অকার-তত্ত্ব	বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
২৬ বর্ষ	সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ	যোগেশচন্দ্র রায়
	দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ	বসন্তরঞ্জন রায়
	বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর	যোগেশচন্দ্র রায়
	যোগেশ বাবুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' প্রবন্ধের আলোচনা	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
	চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৭ বর্ষ	বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ	রাখালরাজ রায়
	শব্দার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস	হেমন্তকুমার সরকার
	'জিজ্ঞাসা'র ভাষা	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩০ বর্ষ	প্রাচীন বাঙ্গলা 'আহুঠ', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	বাঙ্গলা-ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া (২)	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩১ বর্ষ	খুলনা জেলার মাঝির ভাষা	নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
	বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	"বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	"বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা	সতীশচন্দ্র রায় এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৩ বর্ষ	খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	গ্রাম্যশব্দ-সঙ্কলন	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি	সুকুমার সেন
	ঐ প্রবন্ধের আলোচনা	বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি

৩৩ বর্ষ	বাঙলায় নারীর ভাষা	সুকুমার সেন
	শব্দসংগ্রহ (৩টি)	মোল্লা রবীউদ্দীন আহ্‌মদ্
৩৪ বর্ষ	শব্দসংগ্রহ	মোল্লা রবীউদ্দীন আহ্‌মদ্
	ফরিদপুর—কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ	গৌরীহর মিত্র
৩৫ বর্ষ	বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ-সঙ্কলন	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্য সঙ্গীত	শরৎচন্দ্র ঘোষ
৩৬ বর্ষ	শব্দ-চয়ন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	স্বর সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৭ বর্ষ	বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
	"বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	ব্রজবুলি	সুকুমার সেন
	শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ	কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী
৪২ বর্ষ	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ	সুকুমার সেন

৩। আধুনিক সাহিত্য

১ বর্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	রমেশচন্দ্র দত্ত
	আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	সাময়িক প্রসঙ্গ	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	বাঙ্গালা রচনা	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা ব্যাকরণ। কোষগ্রন্থ [লং সাহেব-সঙ্কলিত]	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

২ বর্ষ	মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা	
	ইতিহাস ও জীবনচরিত। ভূগোল।	
	ধর্ম্মনীতি এবং নীতিকথা।	
	কবিতা ও নাটক। [লং সাহেব-সঙ্কলিত]	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
	বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ। প্রথম প্রস্তাব।	বীরেশ্বর পাঁড়ে
	সাময়িক প্রসঙ্গ (৪টা)	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	সাহিত্যসমালোচনা (১টা)	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (২টা)	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	অক্ষয়কুমার দত্ত	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
৩ বর্ষ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	সাময়িক প্রসঙ্গ	[রজনীকান্ত গুপ্ত]
	মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি (সমালোচনা)	গোবিন্দলাল দত্ত
	বঙ্গীয় সাময়িক পত্র (তালিকা)	রাজবিহারী দাস
৪ বর্ষ	মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য	রজনীকান্ত গুপ্ত
	বঙ্গীয় সংবাদপত্র (তালিকা)	রাজবিহারী দাস
	বিবিধ প্রসঙ্গ	[ব্যোমকেশ মুস্তফী]
৫ বর্ষ	বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা—(কালক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত)	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
	বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৭ বর্ষ	৺রজনীকান্ত গুপ্ত	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
১০ বর্ষ	৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
১৬ বর্ষ	১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ
১৭ বর্ষ	১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	অমূল্যচরণ ঘোষ
২৩ বর্ষ	ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক ["কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"]	সুশীলকুমার দে
২৪ বর্ষ	ভদ্রার্জ্জুন	সুশীলকুমার দে
	রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ	সুশীলকুমার দে
	সমাচারদর্পণ	সুশীলকুমার দে
	সংবাদসাধুরঞ্জন	সুশীলকুমার দে

বর্ষ	প্রবন্ধ	লেখক
২৯ বর্ষ	ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি কাগজপত্র [৬]	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৩ বর্ষ	হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী	সুশীলকুমার দে
	বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাস	সূর্য্যকুমার ভূঞা
৩৪ বর্ষ	কবীন্দ্র রমাপতি	মৃগাঙ্কনাথ রায়
৩৮ বর্ষ	রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী	সুশীলকুমার দে
	'রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী' (আলোচনা)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	'হিন্দুমহিলা নাটক'	মোজাম্মেল হক্
	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৮১৬-৩৫	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৯ বর্ষ	আসাম বুরঞ্জি	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
	বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৮৩৫-৫৭ (৩য় পর্য্যায় ১-৪)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১ বর্ষ	বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৮৫৮-৬৭	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২ বর্ষ	বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১৮৬২, ১৮৬৩, ১৮৬৪-৬৫, ১৮৬৪-৬৭	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত

বর্ষ	প্রবন্ধ	লেখক
৫ বর্ষ	ধোয়ী কবির পবনদূত	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৬ বর্ষ	অলঙ্কার-শাস্ত্র	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	অলঙ্কারশাস্ত্র প্রবন্ধ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ বর্ষ	বৈদিক সমালোচনা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কমলাকর ভট্ট	ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য
৮ বর্ষ	চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ	প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নবকান্ত কবিভূষণ

৯ বর্ষ	কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
১২ বর্ষ	বোপদেব	অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী
	বৈদিকতত্ত্ব	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
১৫ বর্ষ	শ্রীশঙ্করাচার্য্য (আবির্ভাবকাল-নিরূপণ)	অমূল্যচরণ ঘোষ
১৭ বর্ষ	কাতন্ত্র-ব্যাকরণ	বনমালিবেদান্ততীর্থ
১৯ বর্ষ	মহাভারতের বঙ্গানুবাদ	বনমালিবেদান্ততীর্থ
২১ বর্ষ	ধর্ম্মপূজাবিধি	ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২২ বর্ষ	সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব	মথুরানাথ মজুমদার
২৯ বর্ষ	চিত্রলক্ষণ	রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
	বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর (১-২)	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩০ বর্ষ	সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে 'আখ্যায়িকা' ও কথা	সুশীলকুমার দে
৩১ বর্ষ	শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক	শিবচন্দ্র শীল
৩২ বর্ষ	বৈদিকভাষায় স্বরের সুর (৩-৫)	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৫ বর্ষ	কঙ্কেলিপুষ্প	গণপতি সরকার
৩৭ বর্ষ	কাশীনাথ বিদ্যানিবাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	'চিরঞ্জীব শর্ম্মা'—আলোচনা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র	প্রিয়রঞ্জন সেন
৩৮ বর্ষ	ধনুর্বেদ	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	বৃহস্পতি রায়মুকুট	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	রত্নাকরশান্তি	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
৩৯ বর্ষ	পুরুষোত্তম দেব	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য ভাষা

৩ বর্ষ	মহারাষ্ট্র ভাষা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	উড়িয়া ভাষা	মধুসূদন রাও
	উক্ত প্রবন্ধের ঐতিহাসিক টিপ্পনী	[রজনীকান্ত গুপ্ত]···
১৬ বর্ষ	সাঁওতালী গান	সরসীলাল সরকার
১৮ বর্ষ	দুইখানি অসমীয়া পুথি [কথা ভাগবত ও সুকনান্নি]	গোপালকৃষ্ণ দে
১৯ বর্ষ	দীপিকাছন্দ [অসমীয়া গ্রন্থবিবরণ]	পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
	ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর (আসামের হরিদাস)	উমেশচন্দ্র দে
২০ বর্ষ	অসমীয়া সাহিত্যের একখানি পুস্তক দেবজিত	কালীকান্ত স্মৃতি-বেদান্ততীর্থ
	শঙ্করকৃত পাষণ্ডমর্দ্দন	শিবচন্দ্র শীল
২৪ বর্ষ	আসামের পত্র-পত্রিকা	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু'একটি কথা	সুশীলকুমার দে
২৭ বর্ষ	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ (১-২)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ঐ ঐ (৩-৫)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
২৮ বর্ষ	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ [ভাষা পাটীগণিত] (১-২)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	ঐ ঐ (২)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
	বুদ্ধঘোষের টীকা (ভূমিকা)	বিমলাচরণ লাহা
২৯ বর্ষ	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ [ভাষা-পাটীগণিত] (৩)	তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
৩০ বর্ষ	আসামের নানা কথা (১-৭)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
৩৬ বর্ষ	নেপালে ভাষা নাটক	প্রবোধচন্দ্র বাগচী
	"নেপালে ভাষা নাটক" সম্বন্ধে মন্তব্য	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দী

৩২ বর্ষ	হিন্দী সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ (১-২)	সতীশচন্দ্র রায়

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১৩ বর্ষ	পিপরাবার প্রাচীন লিপি	বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ
	মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি	[রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]
	কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্কদাস ও ভুবনাকর শর্ম্মা	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১৪ বর্ষ	বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	[নগেন্দ্রনাথ বসু]
	প্রাচীন চম্পা	নরেশচন্দ্র সিংহ
	সিংহনাদ লোকেশ্বর	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	যশোহরের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ ও মীর্জ্জানগর	অশ্বিনীকুমার সেন
	মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	শকাধিকার-কাল ও কণিষ্ক (অতিরিক্ত সংখ্যা)	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	গ্রাম-দেবতা	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
	দশহরার উৎপত্তি	শিবচন্দ্র শীল
	দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্ব	শিবচন্দ্র শীল
	হস্তালিঙ্গন	শিবচন্দ্র শীল
১৫ বর্ষ	কতিপয় পালরাজের শিলালিপি	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
	সপ্তগ্রাম	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	['সপ্তগ্রাম' প্রবন্ধোক্ত] আরবী খোদিত লিপির অনুলিপি	[রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]
	রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ	শিবচন্দ্র শীল
	দন্তেশ্বরী	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
	নাদির-উন্-নিকাৎ	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
	সিলেট নাগরী	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর লিপি	[নগেন্দ্রনাথ বসু]
	শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	শিবচন্দ্র শীল
	প্রথম কুমার গুপ্তের দু'খানি খোদিত লিপি	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	মধ্যমরাজের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ	৺সুখবিন্দু সেনগুপ্ত
	সূর্য্যপদে উপানৎ	বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
১৭ বর্ষ	ইব্রাহিম আবুবেকর মালিক বৈজুর দরগা	প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
	কোটালিপাড়ার কূটশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	তর্পণদীঘির তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২২ বর্ষ	গুপ্ত-বলভী সংবৎ	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
	বর্দ্ধমানের কথা	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বর্দ্ধমানের পুরাকথা	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বর্ত্তমান বর্দ্ধমান	রাখালরাজ রায়
	স্থান পরিচয়	নগেন্দ্রনাথ বসু
	দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে দেবগ্রামবাসীর পত্র	জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী ও যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি
	শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ম্য	অমূল্যধন রায় (ভট্ট)
	লখ্নৌ সহরের নামের উৎপত্তি	নগেন্দ্রনাথ বসু
	শ্রীবিক্রমপুর	যতীন্দ্রমোহন রায়
	শ্রীবিক্রমপুর (প্রতিবাদের উত্তর)	নগেন্দ্রনাথ বসু
	বাঁশে লিখিত ঠিকুজী	রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী
	আসামে শ্রীচৈতন্য	হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী
২৩ বর্ষ	তাপসী রওশন আরা	আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
	নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি	ননীগোপাল মজুমদার
	প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা	অশ্বিনীকুমার সেন
	বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	ননীগোপাল মজুমদার
	মহাভারতের সময়	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
	শ্রীনগর	গুরুদাস সরকার
২৪ বর্ষ	মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি	পুরণচাঁদ নাহার
২৫ বর্ষ	কামাখ্যা-মন্দির	হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী
	সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল	গুরুদাস সরকার
	তাপসী রওশন আরা (আলোচনা)	রাখালদাস নাগ
	তাপসী রওশন আরা (আলোচনার উত্তর)	আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	কামরূপের শিলালিপি	গণপতি সরকার
২৬ বর্ষ	সমতটের পূর্ব্বে	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন	পঞ্চানন মিত্র

বর্ষ	প্রবন্ধ	লেখক
২৬ বর্ষ	বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি	হরিদাস মিত্র
২৭ বর্ষ	হেড়ম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২৮ বর্ষ	প্রতিবাদ ['সমতটের পূর্ব্বে' প্রবন্ধের]	পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী
	রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি	শিবচন্দ্র শীল
	[ঐ প্রবন্ধের] পরিশিষ্ট	শিবচন্দ্র শীল
	পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ	সরসীলাল সরকার
	"পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও চুণীলাল বসু
	মানভূম-বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা	চুণীলাল রায়
	পুরীকুষাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য [১]	বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
	[২]	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
	মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি	হরিনাথ ঘোষ
	'মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি'র পাঠ	বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
	ব্রহ্মা	বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
	'ব্রহ্মা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা [১]	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
	[২]	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	বিষ্ণু	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	মহাদেব	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	'মহাদেব' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	নারায়ণপালের শিলালিপি (সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত)	রমেশচন্দ্র মজুমদার
	শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন (আলোচনা)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
২৯ বর্ষ	সমতটের পূর্ব্বে (প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য)	সাতকড়ি মিত্র
	জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব	বিমলাচরণ লাহা
	নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
৩০ বর্ষ	অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র (২-৩)	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার (৪র্থ)	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?	নিখিলনাথ রায়
	পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	বিমানবিহারী মজুমদার, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও মন্মথমোহন বসু

৩১ বর্ষ	মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি	পূরণচাঁদ নাহার
	"মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি" পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব	নরেন্দ্রনাথ লাহা
	ভারতীয় সুদবিদ্যা	যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	জালন্দার গড় (অস্তিত্বের অনুসন্ধান)	মৃগাঙ্কনাথ রায়
	জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা	নরেন্দ্রনাথ লাহা
৩২ বর্ষ	অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব (৫ম)	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (৬ষ্ঠ)	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	আমাদের ইতিহাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	দোলযাত্রার উৎপত্তি	যোগেশচন্দ্র রায়
৩৩ বর্ষ	প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল	নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত
	বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ?	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা (ভূমিকা)	রমেশ বসু
৩৪ বর্ষ	অনুমতি দেবী	নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত
	বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা	রমেশ বসু
	সরস্বতীর বলি	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৩৫ বর্ষ	উড়িষ্যায় বাশুলী	প্রিয়রঞ্জন সেন
	কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কাল-নির্ণয়	বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
	গীতগ্রাম	মোল্লা রবীউদ্দীন আহ্‌মদ
	গীতগ্রামের আবিষ্কার	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	জৈন-মূর্ত্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পূরণচাঁদ নাহার
	পূজায় বৈচিত্র্য	সতীশচন্দ্র আচ্য
	বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	বার্ত্তা—প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান	নরেন্দ্রনাথ লাহা
	রামগিরি	নিখিলনাথ রায়

দর্শন

৭ বর্ষ	বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	বৌদ্ধধর্ম্ম	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	কালীবর বেদান্তবাগীশ
	ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ	শরচ্চন্দ্র দাস
১১ বর্ষ	গৌতমের প্রতিভা	গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর
	'গৌতমের প্রতিভা' সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য	নগেন্দ্রনাথ বসু
	রঘুনাথ শিরোমণি	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
	রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভট্ট শিরোমণি	পূর্ণচন্দ্র দে
২০ বর্ষ	তর্কের পরিভাষা	বনমালি বেদান্ততীর্থ
	বেদের সংহিতা ভাগে অদ্বৈতবাদ	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
২১ বর্ষ	বৌদ্ধ-ন্যায় [১]	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
২২ বর্ষ	বৌদ্ধ-ন্যায় [২]	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
	প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন	ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
	শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
৩০ বর্ষ	জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ [১]	হরিমোহন ভট্টাচার্য্য
৩১ বর্ষ	জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ [২]	হরিমোহন ভট্টাচার্য্য
৩২ বর্ষ	বৌদ্ধ দর্শন [১ম ও ২য়াংশ]	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
৩৩ বর্ষ	প্রমাণ	হরিসত্য ভট্টাচার্য্য
৩৪ বর্ষ	জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম	হরিসত্য ভট্টাচার্য্য
	জ্ঞান উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞান—(ক) সাধারণ

৩ বর্ষ	জোয়ার ও ভাঁটা	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪ বর্ষ	বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ বর্ষ	উদ্ভিদবিদ্যার উপক্রমণিকা	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

১২ বর্ষ	জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় (১)	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য
১৩ বর্ষ	জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় (২)	[মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য]
১৪ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (১)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	বঙ্গদেশের ভূমিকম্প (প্রথম ভাগ)	হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত
১৫ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা (২)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা	হরমোহন মজুমদার
	স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৬ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা (মীমাংসা সমালোচনা)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	বঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার	চিত্তসুখ সান্যাল, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	ঘরপুরণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি	পঞ্চানন নিয়োগী
	আর্য্যবিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময়	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড	হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৮ বর্ষ	জীবগণের রোম ও কেশের একটি নূতন ব্যবহার	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৯ বর্ষ	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পলিভূমির কর্দ্দম	সুরেশচন্দ্র দত্ত
	যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা	হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
	কালমেঘের উপাদান	ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী
২০ বর্ষ	চান্দর	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
	ছোট চান্দরের উপকার	সূর্য্যনারায়ণ সেন
	পারদ-শোধন-প্রণালী	মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	গন্ধতৈল-পরীক্ষা-প্রণালী	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	সরিফপুরের লৌহবল	সুরেশচন্দ্র দত্ত
	চিনির স্ফুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান	জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত
	গঙ্গোত্রী-পথে	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
২১ বর্ষ	পবনচক্র	যোগেশচন্দ্র রায়
	ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

২৮ বর্ষ	আলোক-চিত্র সাহায্যে সূর্য্যের রূপ-পরীক্ষা	রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের ('g') শক্তি নির্ণয়	রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	নালিতা	হরিদাস সাহা
	'নালিতা' সম্বন্ধে আলোচনা	চুণীলাল বসু প্রভৃতি
৩০ বর্ষ	যোগেন্দ্রবাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ	কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী
৩১ বর্ষ	পুরুলিয়ার পাখী (১ম)	সত্যচরণ লাহা
	আমাদিগের অন্ননাংশ	একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
৩২ বর্ষ	পুরুলিয়ার পাখী (২য়-৪র্থ খণ্ড)	সত্যচরণ লাহা
৩৩ বর্ষ	জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য	গণপতি সরকার
	ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম	নিখিলরঞ্জন সেন
	রোমীদিগের শ্রেণী বিভাগ	একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
	ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়	একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
৩৪ বর্ষ	প্রজা নিয়মনে ও সুপ্রজা বর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব	গণপতি সরকার
৩৫ বর্ষ	বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার	একেন্দ্রনাথ ঘোষ
	শব্দ-সংখ্যা-লিখন প্রণালী	বিভূতিভূষণ দত্ত
৩৬ বর্ষ	অক্ষর-সংখ্যা প্রণালী	বিভূতিভূষণ দত্ত
	আঙ্কিক শব্দ	যোগেশচন্দ্র রায়
	ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা	একেন্দ্রনাথ ঘোষ
৩৭ বর্ষ	ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১)	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২)	বসন্তকুমার রায়
	অঙ্কানাং বামতো গতিঃ	বিভূতিভূষণ দত্ত
	জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা	বিভূতিভূষণ দত্ত
	জ্যামিতি-শাস্ত্রেও হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার	বিভূতিভূষণ দত্ত
	নাম-সংখ্যা (শব্দ সংখ্যা-লিখন-প্রণালী বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ)	বিভূতিভূষণ দত্ত
৪০ বর্ষ	আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ	বিভূতিভূষণ দত্ত
	প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি	বিভূতিভূষণ দত্ত
৪১ বর্ষ	মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা	বিভূতিভূষণ দত্ত
৪২ বর্ষ	আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ	

(খ) পরিভাষা

১ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	ঐ	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লেখকের বক্তব্য	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা জ্যোতিষিক পরিভাষা নির্ঘণ্ট	যোগেশচন্দ্র রায়
	রাসায়নিক পরিভাষা (উদ্দেশ্য নির্ণয়)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ)	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	জ্যোতিষিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
	ভৌগোলিক পরিভাষা	[পরিষদের পারিভাষিক সমিতি—বিজ্ঞান বিভাগ]
	পরিভাষা। রসায়ন-শাস্ত্র-বিষয়ক	কালিদাস মল্লিক
	রাসায়নিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	ভৌগোলিক পরিভাষা	বলীন্দ্র সিংহ দেব
৪ বর্ষ	ভৌগোলিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
৬ বর্ষ	জ্যোতিষিক পরিভাষা	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা [চিকিৎসা-বিজ্ঞান]	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
	ভৌগোলিক পরিভাষা	[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
৭ বর্ষ	ভৌগোলিক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
১০ বর্ষ	জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
	উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	যোগেশচন্দ্র রায়
১১ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
১৩ বর্ষ	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৪ বর্ষ	জীববিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
১৫ বর্ষ	খনিজবিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৭ বর্ষ	উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
	চিকিৎসা-বিদ্যার পরিভাষা	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
	জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা	শশধর রায়
	শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা	শশধর রায়

বিবিধ

৭ বর্ষ	মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে [সভাপতির অভিভাষণ] (অতিরিক্ত সংখ্যা)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ বর্ষ	দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১০ বর্ষ	আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১১ বর্ষ	পয়ার ছন্দের উৎপত্তি	রমেশচন্দ্র বসু
১২ বর্ষ	পল্লীকথা	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
১৩ বর্ষ	পুঁড়ো জাতির বিবরণ	মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
১৪ বর্ষ	রাঢ়-ভ্রমণ	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ	বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত
১৫ বর্ষ	কোচ ও রাজবংশীয় জাতিতত্ত্ব	এস, বসু
১৬ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	সারদাচরণ মিত্র
১৭ বর্ষ	আসাম-পর্য্যটন (১)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	সভাপতির অভিভাষণ	সারদাচরণ মিত্র
১৮ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	সারদাচরণ মিত্র
	আসাম-ভ্রমণ (২)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
১৯ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	সারদাচরণ মিত্র
২০ বর্ষ	আসাম-ভ্রমণ (৩য় প্রবন্ধ)	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
	সভাপতির অভিভাষণ	সারদাচরণ মিত্র
২১ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	সভাপতির সম্বোধন [অষ্টম, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বর্দ্ধমান]	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন [অষ্টম, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বর্দ্ধমান]	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২২ বর্ষ	সম্বোধন [পরিষদের সভাপতির]	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	শোক-সংবাদ [ব্যোমকেশ মুস্তফীর পরলোক-গমনে]	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
২৩ বর্ষ	সম্বোধন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২৬ বর্ষ	আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
২৯ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৩১ বর্ষ	প্যারীচাঁদ মিত্র	ম, ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৩৩ বর্ষ	৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতীকার	কিরণকুমার সেন গুপ্ত
৩৫ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ [ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত]	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুস্ত্রিংশ খণ্ডের নির্ঘণ্ট	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশ খণ্ডের নির্ঘণ্ট	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
৩৭ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৩৮ বর্ষ	বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব (১-২)	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
৩৯ বর্ষ	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-রক্ষণ	[সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
	ঐ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
	ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারের অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার নিয়মের বিবরণ	কামিনীকুমার কর রায়
৪২ বর্ষ	সভাপতির অভিভাষণ	যদুনাথ সরকার
	সাহিত্য-বার্ত্তা	[চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী]

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনীতে শিক্ষা-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে পরিষৎ কতকগুলি প্রাচীন দ্রব্য, যথা—তাম্র ও প্রস্তর-লিপির ছাপ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানের ও মন্দিরাদির ফটো, অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি, প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রাচীন পুথি—ঐ প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী ঐ বৎসর ৬ই পৌষ হইতে ১৪ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎকালে দর্শকগণের এবং পরিষদের হিতৈষিগণের মন্তব্য হইতে জানা যায় যে, বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ও অযত্নরক্ষিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেগুলি পরিষদ্-মন্দিরে সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলে পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। অতঃপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজার-রাজবাটীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পরিষৎ-সম্পাদক ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে একটি 'সারস্বত ভবন' স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে ত্রিবেদী-মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্ব বৎসরের প্রদর্শনীর বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবিত 'সারস্বত ভবনে' উক্ত শ্রেণীর দ্রব্যসম্ভার সংরক্ষিত হইবে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে পরিষদের কার্য্যালয় নব-নির্ম্মিত মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। পর-বৎসর ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত সেই বৎসর ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষদের সম্পাদক ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন,—

> "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে যে 'সারস্বত ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, এই অধিবেশনও সেই প্রস্তাব পুনঃ সমর্থন করিতেছেন এবং এই সম্মিলন ইচ্ছা করেন যে, ঐ 'সারস্বত ভবন' স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপে 'রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন' নামে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে...।"

উক্ত সম্মিলনের প্রস্তাব কার্য্যকর করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপর অর্পিত হয়। ঐ বৎসরই পরিষদ্ মন্দিরে স্মৃতি-সমিতির অধিবেশনে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং বরোদার স্বর্গীয় মহারাজ সয়াজীরাও গায়কোবাড় বাহাদুর স্মৃতি-সমিতির

পৃষ্ঠপোষক-পদ গ্রহণপূর্ব্বক ৫০০০৲ দান করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণের জন্য পরিষদের সংলগ্ন ৭ কাঠা ভূমি দান করেন। ঐ বৎসর দান-পত্র রেজিষ্টারী হয় এবং ৺সারদাচরণ মিত্র, ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৺রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হন। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৩২৮ বঙ্গাব্দে চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুসারে রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৩৩১ বঙ্গাব্দে শেষ হয়। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন মহোদয় এই চিত্রশালা পরিদর্শন করেন। ভবন-নির্ম্মাণের জন্য প্রথমাবধি যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কণ্ট্রাক্‌টারের প্রাপ্য শোধ হয় নাই। এই জন্য রাজসরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে এই জন্য রাজসরকারের নিকট ১৬০০০৲ সাহায্য পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে পরিষদের নবগৃহ প্রবেশের পর হইতে যে সকল দ্রব্য 'সারস্বত ভবনে'র জন্য এবং পরে পরিষদের চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইতেছিল, তাহা ১৩৩১ বঙ্গাব্দে 'রমেশ-ভবনে' স্থানান্তরিত করা হয়। কলিকাতা করপোরেশন এই চিত্রশালার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া ১৩৩৫।৩৬।৩৭ বঙ্গাব্দে ২৪০০৲ হিসাবে এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ৩০০০৲ সাহায্য করেন এবং প্রতি বৎসর ইহার ট্যাক্স রেহাই দেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ৭ই ভাদ্র মাসিক অধিবেশনে 'রমেশ-ভবন' কমিটি পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর রমেশ-ভবনের কার্য্যপরিচালনার সমুদয় ভার অর্পণ করেন। পরিষদের এই চিত্রশালা রমেশ-ভবনের একতল নির্ম্মাণের পর অর্থাভাবে ইহার দ্বিতল নির্ম্মাণের দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ পরিষদের সংগৃহীত সমস্ত চিত্রশালার দ্রব্য, পুথি ও পুস্তকাদি রাখিবার স্থানাভাব অনুভূত হইতেছিল। এই হেতু ১৩৪২ বঙ্গাব্দে পরিষদের কতিপয় হিতৈষী বন্ধুর অনুরোধে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী লেডী প্রতিমা মিত্র মহোদয়া রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থার জন্য পরিষদে আহূত এক সভায় একটি সমিতি গঠন করেন এবং ঐ বৎসর ১৪ই অগ্রহায়ণ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে 'রমেশ-ভবনে' অনুষ্ঠিত রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের সঙ্কল্প গৃহীত হয়। সমিতির সভানেত্রী লেডী প্রতিমা মিত্র, কোষাধ্যক্ষ শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও সমিতির সভ্যগণ এই জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার এঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের পরিকল্পনায় দ্বিতল নির্ম্মাণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে শেষ হইয়াছে এবং ঐ বৎসর ২৫এ ফাল্গুন বর্দ্ধমানাধিপতির সভাপতিত্বে 'রমেশ-ভবন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ন্যাস-রক্ষকগণের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হওয়ায় গত ২২এ চৈত্র ১৩৪৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ 'রমেশ-ভবনে'র নূতন ন্যাসরক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—মহারাজ স্যর যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস।

চিত্রশালার জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ—

১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর সময় হইতে চিত্রশালায় রক্ষার উপযোগী দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরই পরিষদ্-মন্দিরের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্রশালার প্রথমাবস্থায় পরিষদের সহকারী সম্পাদক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে ও চেষ্টায় বর্ত্তমান চিত্রশালার অধিকাংশ দ্রব্যই (প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্ত্তি) সংগৃহীত হয় এবং (১৩১৯ বঙ্গাব্দে) ইং ১৯১১ সনে তাঁহার লিখিত *Descriptive Catalogue of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad* নামক চিত্রশালার সবিবরণ তালিকা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। চিত্রশালার কার্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার কার্য্য পরিচালনার জন্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'চিত্রশালাধ্যক্ষ' নামক এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হয়। পরিষদের প্রথম চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺নগেন্দ্রনাথ বসু। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রশালার একটি বিস্তৃত তালিকাপুস্তক (প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি এবং পোড়ামাটির নক্শাযুক্ত ইষ্টকাদির) *Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad* লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই তালিকা-পুস্তক প্রকাশের পর চিত্র-শালায় রক্ষার্থ এ পর্য্যন্ত বহু দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্ কোন্ শ্রেণীর দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

রমেশ-ভবনের ভূমিদান-পত্র

This indenture made this first day of April in the Christian era One thousand nine hundred and fifteen between the Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nandy of Kasimbazar in the District of Murshidabad son of Nabin Chundra Nandy deceased by caste Tili Zamindar (herein-after called the said donor) of the one part and Babu Sarada Charan Mitra son of the late Babu Ishan Chandra Mitra Zemindar of village Panishehala in District Hughly Kumar Sarat Kumar Rai son of Raja Pramatha Nath Rai deceased Zemindar of Dighaputia in the District of Rajshahi Raja Jagat Kishore Acharjya Chowdhuri son of Ram Kishore Acharja Chowdhuri deceased of Muktagacha in the District of Mymensing Rai Yatindra Nath Choudhuri son of Rai Mathura Nath Choudhuri deceased Zemindar of Taki in the twentyfour Parganas Hirendra Nath Datta son of Dwarka Nath Datta deceased Attorney-at Law of No. 139 Cornwallis Street in the town of Calcutta and Raja Rao Jogendra Narain Roy Bahadur son of Rao Mahesh Narain Rai deceased of Lalgola Murshidabad (hereinafter called the Trustees) of the second part Whereas the said donor has taken great interest in the advancement and improvement of the Bengalee language and literature and Indian archaeological remains and is desirous of promoting further the objects of the Bangiya Sahitya Parishad being a literary Association founded at Calcutta aforesaid in the year One thousand and three hundred B. S. which was duly registered under Act XXI of 1860 (An Act for the Registration of Literary Scientific and Charitable

Societies) And whereas he is further desirous of perpetuating the memory of the late Ramesh Chundra Datta C. S. I. in connection with the said Bangiya Sahitya Parishad and has resolved to dedicate the land in the schedule horeunder fully described and intended to be hereby granted in perpetuity and to grant the said land to the said trustees upon the trusts hereinafter declared expressed and contained concerning the same And whereas a special committee has been formed for the said purpose of perpetuating the memory of the said Ramesh Chundra Datta C. S. I. by the erection of a building to be called Ramesh Bhaban and the said second party has been constituted trustees by a resolution of the Committee dated the 20th day of September 1911 Now this indenture witnesseth that for effectuating the said resolution and in consideration of the premises the donor doth hereby fully and voluntarily and without any valuable consideration give and grant unto the said trustees and their successors in office and assigns as hereinafter provided all and singular the plot and parcel of land hereditaments and premises fully set forth and described in the schedule hereunder written and delineated with the dimensions and boundaries thereof upon the plan or map hereto annexed or howsoever otherwise the said lands hereditaments and premises are known or reputed to be together with all buildings yards ways liberties easements and appurtenances to the said land hereditaments and premises belonging or in any wise appertaining or usually held or occupied herewith or reputed to belong or to be appurtenant thereto and estate right title or interest of the said donor or of any other person or persons claiming any interest on behalf in the said land and hereditaments and premises and every part thereof the present market value whereof is estimated to be Rs. 20000 Rupees twenty thousand To have and to hold the said land hereditaments and all the singular other the premises expressed to be hereby granted or intended so to be with their appurtenances unto and to the use of the said trustees and their successors in office and assigns upon the trusts and subject to the powers provisions agreements and declarations hereinafter declared expressed and contained concerning the same and the said trustees hereby declare that they and the survivors and survivor or their representatives and successors in office do and shall stand possessed of the said premises hereinbefore expressed to be hereby granted and of the rents and profits thereof for an archæological and literary museum under the name of Ramesh Bhaban and shall build upon pull down rebuild and alter and otherwise deal with the said premises and any buildings for the time being thereon and shall allow the said buildings or any of them or any part thereof to be occupied by or for the purpose of the said institution or otherwise and shall pay over apply and deal with the said rents profits and all monies received by the said trustees as compensation as hereinafter provided or otherwise in such manner in every respect as a majority in number of the members of tbe executive committee of the Ramesh Bhaban Committee at a meeting of such committee convened and conducted according to the rules of the time being in force of the said committee and voting upon the question from time to time otherwise or direct and shall keep proper books of accounts of the receipts and payments of the said trust Provided always and it is hereby agreed and declared by and between the said parties hereto that in case the said lands and buildings cease for the period of two years to be used for the purpose aforesaid and in such case the lands hereditaments and premises hereby granted with the buildings and structures erected and built and at the time standing thereon shall revert to the said donor his heirs representatives or assigns Provided that he or they should within a reasonable time pay to the trustees for the time being of these presents the market value of the said buildings and structures as standing structures such value to be ascertained by agreement of the parties or their representatives for the time being or in case they should fail to come to an agreement by two arbitrators one to be appointed by each side or if they disagree by their umpire and the sum or sums of money as received by the trustees shall be

dealt with and applied as assets of the said Sahitya Parishad for the special purpose of preserving the memory of Ramesh Chundra Datta deceased Provided also that if the premises hereby granted or any part thereof be acquired for a public purpose the whole of the compensation receivable in respect thereof shall be paid to the said trustees who shall invest the same in the purchase of landed property to be held by them upon the trust hereinbefore declared on the same conditions as aforesaid And it is hereby further agreed and declared that a trustee shall not be at liberty to retain anything out of and from the trust fund and shall be disqualified to hold office if he does so and he shall accordingly vacate his office if he ceases to be a member of the said institution or if he becomes or is declared a bankrupt or an insolvent or be declared a lunatic or become of unsound mind though not so found by inquisition or shall otherwise become unfit or incapable to act it is hereby also agreed and declared that new trustees to be appointed for the purpose of these presents shall be selected out of the members of the said institution by a majority in number of the members assembled at any ordinary or extraordinary meeting of the said institution and voting upon the question and that any vacancy in the number of the trustees shall be filled up as soon as may be after the occurence thereof and that the said trust premises shall be conveyed and transferred to or otherwise legally vested on the whole body of trustees for the time being whenever the number of persons in whom the same premises shall for the time be legally vested shall be reduced to two but no omission to comply with any of the above requirements shall invalidate any act or thing done or deed executed by the trustees for the time being which would have been valid if all such requirements had been complied with and every trustee for the time being may after as well as before the said trust premises shall have become vested in him in all things act and assist in the execution and exercise of the trusts and powers of these presents in witness whereof the parties to these presents have hereunto set and subscribed their respective hands and seals the day and year first above mentioned.

Signed Sealed and Delivered
in the presence of
BYOMKESH MUSTAPHI
150 Upper Circular Road, Calcutta
RAMKAMAL SINHA
56, Sitaram Ghosh St., Calcutta.

MANINDRA CHANDRA NANDY
JAGAT KISORE ACHARYYA CHOUDHURY
SARATKUMAR RAY
SARADACHARAN MITRA
RAYA YATINDRA NATH CHOUDHURY
HIRENDRA NATH DATTA
JOGENDRA NARAIN RAY

Schedule A above referred to

All that piece or parcel of rent free land or ground containing by measurement seven cottahs be the same a little more or less situate lying at and being portion of the Halsibagan Bustee No 243 Upper Circular Road Holding No. nil Block No. nil Thanna Bartola Sutanutty Mouza Halsibagan in the north division of the town and registration District of Calcutta particularly delineated in the map or plan hereto annexed and butted and bounded in manner following that is to say on the south by Halsibagan Road on the west by Sahitya Parishad Mandir 243/1 Upper Circular Road on the north by a portion of No. 243 Upper Circular Road on which Ram Kanai and Puddo Lochan's oil Depot is situate and on the east by a portion of No. 243 Upper Circular Road and beyond that by a Bustee Road belonging to the donor.

Registered
Book No. 1
Volume No. 64
Pages 187 to 194
BAng No. 2758
For the year 1915.

KRIPANATH DUTT
District Registrar of Assurances.
Calcutta, 30-7-15

চিত্রশালায় সংরক্ষিত দ্রব্য

প্রাচীন মুদ্রা

(ক) ভারতীয় মুদ্রা—ছাঁচে ঢালা (উত্তর-ভারত, রাজগৃহ প্রভৃতি হইতে), ছাপযুক্ত (Punch-marked, তক্ষশিলা প্রভৃতি হইতে), অগ্নিমিত্র, সূর্য্যমিত্র, ফাল্গুনীমিত্র প্রভৃতি এবং অযোধ্যা ও অন্ধ্র দেশের মুদ্রা প্রভৃতি।

(খ) গ্রীক (Indo-Greek)—দিয়দত, আর্সেকস্ (Parthia), ইয়ুথিদিম (Euthydemos), এবুক্রতিদ (Eukratides), আন্তিআলিকদ (Antialkidas), হেরময় (Hermaios), আপলদত (Appollodotos), মেনন্দ্র (Menander) প্রভৃতি।

(গ) শক (Indo-Scythian)—মোঅ (Maues), অয় (Azes) প্রভৃতি।

(ঘ) পারদ (Indo-Parthian)—স্পলহোর (Spalahores), স্পালিরিষ (Spalirises)

(ঙ) ক্ষত্রপ (Western Satrap)—নহপান (Nahapan), শাতকর্ণী (Satakarni)

(চ) কুণিন্দ—অমোঘভূতি।

(ছ) কুষাণ—কদফিস (Kadphises), কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব, কিদর।

(জ) গুপ্ত—সমুদ্রগুপ্ত (কয়েক শ্রেণীর, তন্মধ্যে একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে মুদ্রিত), চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত—১ম, স্কন্দগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, কুমার গুপ্ত—২য়।

(ঝ) উত্তর এবং মধ্য-ভারতের মুদ্রা—হূন এবং সাসানীয়, গাঙ্গেয়দেব, স্পলপতিদেব, সামন্তদেব, নারোয়ারের চাহডদেব, অস্‌সলদেব।

(ঞ) দক্ষিণ-ভারতের মুদ্রা—প্যাগোডা ও বিজয়নগরের মুদ্রা।

(ট) দিল্লীর সুলতানগণের মুদ্রা।

(ঠ) বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের মুদ্রা। আসামের আহোম বংশের মুদ্রা। কুচবিহার রাজ্যের মুদ্রা। নেপাল-রাজের মুদ্রা।

(ড) ভারতের হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাট্‌গণের মুদ্রা।

(ঢ) কাশ্মীর, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের মুসলমান রাজগণের মুদ্রা।

(ণ) লঙ্কা দেশের মুদ্রা, মরাঠা সর্দ্দারগণের মুদ্রা, জয়পুরের রাজপুত শাসনকর্ত্তাদিগের মুদ্রা, শিখদের মুদ্রা প্রভৃতি।

(ত) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রা।

(থ) বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রা।

প্রস্তর-মূর্ত্তি

(ক) গান্ধার ভাস্কর্য্য—বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, যক্ষ, বুদ্ধের জীবনেতিহাসের ঘটনাবলীর দৃশ্য, স্থাপত্যবিষয়ক দৃশ্যাদি।

(খ) মথুরা ভাস্কর্য্য—বিবিধ তক্ষণশিল্প, এবং বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির ছাপ।

(গ) মগধ ভাস্কর্য্য—ভূমিস্পর্শ ও ব্যাখ্যান-মুদ্রায় বুদ্ধ, বুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থার মূর্ত্তি, বোধিসত্ত্ব, তারা ও তাঁহার সহচরীগণের মূর্ত্তি প্রভৃতি।

(ঘ) জৈন ভাস্কর্য্য—শান্তিনাথ, মহাবীরস্বামী।

(ঙ) ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্য—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতারাদি, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, শিবের পাদপীঠ, সূর্য্যমূর্ত্তি, নবগ্রহের মূর্ত্তি প্রভৃতি।

(চ) গাণপত্য মূর্ত্তি—গণেশ এবং নর্ত্তনশীল গণেশ।

(ছ) শক্তিমূর্ত্তি—পার্ব্বতী, চামুণ্ডা, মাতৃকা, দুর্গা প্রভৃতি।

(জ) বিবিধ দেবদেবী—লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি।

(ঝ) বিবিধ মূর্ত্তি।

(ঞ) ইষ্টক ও পোড়ামাটির নানারূপ দ্রব্য—রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, গৌড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, যশোহর, ভূষণা, বিষ্ণুপুর, দিনাজপুর, মুরশিদাবাদ, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, কামাখ্যা, হুগলী, ২৪ পরগণা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত।

ধাতুমূর্ত্তি

বুদ্ধ, বিষ্ণু, হরপার্ব্বতী, সপ্তমাতৃকা, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি।

তাম্রশাসন

লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন এবং মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন।

প্রাচীন চিত্র

তিব্বতদেশীয় পতাকা—তন্মধ্যে একখানিতে সহস্র বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে), বিষ্ণুপুরের প্রাচীর-চিত্র, বিষ্ণুপুরের তাস, উড়িষ্যা দেশের সুপ্রাচীন তাস, জয়পুরের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক চিত্র, পিঁড়ির উপর অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি।

সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

রাজা রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র,

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী স্বর্ণকুমারী দেবী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, তরু দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল বসু, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির পোষাক, দোয়াত, কলম, চশমা, যষ্টি, ঘড়ি প্রভৃতি।

হস্তলিপি—পত্র ও দানপত্রাদি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র, রাণী ভবানী, মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি রামকৃষ্ণ, রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গঙ্গাধর কবিরাজ, তরু দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, দীননাথ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি।

প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র

রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ের পাথরের গোলা, বিষ্ণুপুরের লৌহবর্ম্ম, কামান, তরবারি, পলাশীযুদ্ধের গোলা।

পাণ্ডুলিপি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সিষ্টার নিবেদিতা, দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঙাল হরিনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির রচনা।

প্রাচীন দলিল

প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দদেবের সেবা-সংক্রান্ত দলিল, মনুষ্য বিক্রয়ের দলিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলিল প্রভৃতি।

চিত্রশালা পরিদর্শন

যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।—

রাজপুরুষ—

Lord Carmichael, Lord Lytton, P. C. Lyon, Justice Woodroff, Justice H. Holmwood, F. J. Monahan প্রভৃতি।

বৈদেশিক পণ্ডিত—

Prof. Stcherbatsky (University, Petersburg), Baron v. Thermann (Germany), H. Martin, H. Oldenberg, Prof. Franklin Edgerton, Dr. Sylvain Levi, Prof. A. Foucher (University of Paris), Prof. H. Luders (Berlin University), Yone Noguchi, Helmuth von Glasenapp প্রভৃতি।

চিত্রশালাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ—

William Rothenstein (President, Society of India, Great Britain and Ireland), Dr. J. Ph. Vogel (Offg. Director General of Archl. in India), N. Annandale, G. S. Tupper, Percy Brown, E. Vredenburg, H. Hargreaves (Director General of Archl. in India), S. F. Markham (Empire Secretary, Museum Assn.), J. Coggin Brown, G. Findlay Shirras, আনন্দ কে. কুমারস্বামী, কে. এন. দীক্ষিত, জি. ইয়াজদানি, দয়ারাম সাহনি, রামচন্দ্র কাক, জি. এস. সরদেসাই প্রভৃতি।

রাজন্যবর্গ—

শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও (ময়ূরভঞ্জ), মহারাজা স্যর কাইসার সমশের জঙ্গ বাহাদুর (নেপাল), শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য (ত্রিপুরা), ডক্টর রাণা রঘুবীর সিংহ (সীতামৌ), গোপাল সিংহ রাঠোর (খারোয়া ষ্টেট)।

বিশিষ্ট ব্যক্তি—

মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্যর সি. শঙ্করণ নায়ার, জি. কে. দেবধর, পণ্ডিত সুন্দরলাল, জগন্নাথ দাস, গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা প্রভৃতি।

পরিষৎ-চিত্রশালা সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত

বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের অভিমত

I was delighted at being asked to visit the building of the Bangiya Sahitya-Parisad of which I had heard much praise ; what I saw proved to me that the praise I heard was very well deserved. The library is good and the museum very interesting. I think the society is to be congratulated on the work it is doing....If I can at any time help the society I shall be glad to do my best for I think the society is helping Bengal.

CARMICHAEL,
Governor of Bengal.
2 Febry, 1915.

বঙ্গের গভর্ণর লর্ড লিটন বাহাদুরের অভিমত

I spent an hour this morning in the museum of the Bangiya Sahitya Parishad. The time was all too short for a thorough examination of its most interesting contents but it was a great pleasure to see so fine a collection. The manuscripts are particularly interesting. I am very grateful to the officers of the Society for the trouble they took to show and explain to me their possessions. The society may count upon my sympathy and support at all times.

Lytton
23-3-26

I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures, and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.

February 21-1911.

William Rothenstein
President, Society of India,
Great Britain and Ireland

I was much interested in the collection of antiquities in the possession of the Vangiya-Sahitya-Parishad. Some of the bronze figures are quite unique and do immense credit to Mr. R. S. Trivedi, the Honorary Secretary of the Association, who discovered them and presented them to the Society. The Coin collection includes a large number of rare gold coins ranging in date from the Kushana to the late Muhammadan period. * *

2-7-11.

Daya Ram Sahni
Asst. Supdt. Archæological Survey

I was much interested to see the valuable collection which the Sahitya Parishad possesses, of ancient coins and statues etc.

Sri C. Bhanj Deo,
Maharaj Mayurbhanj.

23-7-11.

I have visited the building of this Parishad and seen the rich collections of antiquities and Mss. with the greatest interest. May the noble effort through which the members of the Parished contribute to the developement and life of Bengali literature, be crowned with fullest success....

H. Oldenberg.

Feb. 1. 1913.

3, Middleton Row, 18 Feb. 1912.

Dear Babu Satyendra Nath Tagore,

* * * I am certainly very interested in the Exhibition held by the Bangiya Sahitya Parishad. The society has already a remarkable collection of ancient sculptures, copper figures, Mss. and other objects of ancient literature and art, which are, I was told, being added to, day by day. In particular, some copper-gilt figures I saw appeared to me to be unique both as regards rarety and beauty.

I remain, with kind regards,
Yours sincerely
John E. Woodroff
(Judge, Calcutta High Court).

I am very glad to have an opportunity of seeing over the Parishad and the library, paintings and archaeological antiquities which it contains. Many of the latter are of unusual beauty as well as of considerable scientific interest and should form nucleus for a provincial museum, of great value.

J. Coggin Brown
Curator, Geological Survey of India.

13-5-14

It was a great pleasure to me to have seen the fine collection of the Bangiya Sahitya Parishad, and I join with all others who have visited the museum and Library in paying my humble tribute to the work achieved by the Society.

K. N. Dikshit
Supdt., Archl. Survey,
Eastern Circle.

4th Sept. 1920.

The society possesses a vast collection & the organisers should be congratulated upon bringing together such a treasure of Indian antiquities.

1. 2. 22.

G. Yazdani
Director, Archl. Dept.
Hyderabad-Deccan

I have been very greatly interested in the Sahitya Parishad and greatly impressed by its valuable collections of manuscripts and archaeological remains.

Franklin Edgerton

9. 1. 27. Professor of Sanskrit in Yale University, U. S. A.

I have visited the Bengal Literary Association building and inspected the exhibits of the museum and congratulate the members on both the exhibits and the manner in which they are displayed. It is a great pleasure to see such a vigorous society and such an enthusiastic Superintendent and I am glad to learn that the Local Adminstration recognizes the value of this Association.

H. Hargreaves

20. 1. 29. Offg. Director General of Archaeology in India.

বঙ্গ-সাহিত্য-নিদর্শন যাহা কিছু, তাহা পরিষদের অক্লান্ত সেবকগণের সযত্ন আবেষ্টনের মধ্যে আছে দেখিয়া অত্যন্তই প্রীতি লাভ করিলাম। এই পরিষদ্ দিন দিন বঙ্গবাসীর অমূল্য রত্নস্বরূপ হইয়া উঠুক ইহাই কামনা করি।

২৭।১২।৩১

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য
(ত্রিপুরাধিপতি)

I am delighted to visit the institution of the Vangiya Sahitya Parishad and am extremely pleased with its rare and valuable collection of books, sculptures and manuscripts. The picture gallery is really very attractive.

R. V. Poduval
Supdt. of Archaeology
Travancore State.

21st. Dec. 1932.

Glad to witness India's past so well and truly treasured.

Chen Chang Lob.

Sept. 30. 1935. Consul General for China

There are so many things in this collection of great value that no effort should be spared to see that they are secured against pests, etc.

S. F. Markham

7. 1. 36. Empire Secretary, Museum Assocn.

ক্রোড়পত্র

'পরিষৎ-পরিচয়ে'র প্রায় সমগ্র অংশ ১৩৪২ সনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে এত দিন উহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ১৩৪৩ হইতে বর্ত্তমান বর্ষের (১৩৪৬) আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পরিষৎ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাদি সঙ্কলিত হইয়া এই ক্রোড়পত্রসহ পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

পৃ. ২-২০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের আদ্যন্ত তালিকা

সভাপতি

১৩৪৩ শ্রীযদুনাথ সরকার

১৩৪৪-৬ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সহকারী সভাপতি

১৩৪২ সালের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নামের (পৃ. ৬ দ্রষ্টব্য) পাশে তারকা-চিহ্ন বসাইয়া এই পাদটীকাটি যোগ করিতে হইবে :—

* সুকুমারবাবু পদত্যাগ করিলে শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক, এবং অমূল্যবাবুর স্থলে জলধর সেন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৯ পৌষ ১৩৪২)।

১৩৪৩ শ্রীরাজশেখর বসু
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
জলধর সেন
শ্রীবিমলাচরণ লাহা
শ্রীঅনুরূপা দেবী
শ্রীমন্মথমোহন বসু
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

১৩৪৪ শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীমন্মথমোহন বসু †
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীরাজশেখর বসু
শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
জলধর সেন

১৩৪৫ শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ‡
জলধর সেন §
শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

---

† অমূল্যবাবু বর্ষমধ্যে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে মন্মথবাবু সম্পাদক এবং মন্মথবাবুর স্থলে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ. সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ৯ ভাদ্র ১৩৪৪)।

‡ ১৭ শ্রাবণ ১৩৪৫ তারিখে রামানন্দবাবু এই পদ গ্রহণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করায় তাঁহার স্থলে শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী সহ. সভাপতি হন (কা. নি. স. ২১ শ্রাবণ ১৩৪৫)।

§ ২৬ চৈত্র ১৩৪৫ তারিখে জলধর সেনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সহ. সভাপতি হন (কা. নি. স. ৮ আষাঢ় ১৩৪৬)।

	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়		শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ		শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
			শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
১৩৪৬	শ্রীযদুনাথ সরকার		শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়		শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
			শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক

১৩৪২ সম্পাদক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশের নামের (পৃ. ৭ দ্রষ্টব্য) পাশে তারকা-চিহ্ন বসাইয়া এই পাদটীকাটি যোগ করিতে হইবে :—

* সুকুমারবাবু পদত্যাগ করিলে অন্যতম সহ. সভাপতি শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ২৯ পৌষ ১৩৪২)।

১৩৪৩ শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

১৩৪৪ শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ *

১৩৪৫-৬ শ্রীমন্মথমোহন বসু

সহকারী সম্পাদক

১৩৪৩	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৩৪৫	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
	শ্রীসুধাকান্ত দে		শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	শ্রীইন্দুভূষণ সেন		শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
	শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ		শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
১৩৪৪	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৩৪৬	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
	শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায় †		শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু		শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ		শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ

১৩৪৩-৪ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১৩৪৫-৬ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* অমূল্যবাবু ১৮ আগষ্ট ১৯৩৭ তারিখে পদত্যাগ-পত্র পাঠাইলে তাঁহার স্থলে অন্যতম সহ. সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ৯ ভাদ্র ১৩৪৪)।

† বর্ষমধ্যে আনন্দবাবু পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ সহ. সম্পাদক হন (কা. নি. স. ২০ আষাঢ় ১৩৪৫)।

কোষাধ্যক্ষ

১৩৪৩ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা *

১৩৪৪-৬ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

গ্রন্থাধ্যক্ষ

১৩৪৩ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

১৩৪৪ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী †

১৩৪৫-৬ শ্রীসজনীকান্ত দাস

চিত্রশালাধ্যক্ষ

১৩৪৩ শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

১৩৪৪ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৫-৬ শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুথিশালাধ্যক্ষ

১৩৪৩-৪ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

১৩৪৫-৬ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

১৩৪৩ শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৪৪ শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীগিরিজাকুমার বসু

১৩৪৫ শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৪৬ শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

বান্ধব

৭ শ্রাবণ ১৩৪৫ শ্রীনরসিংহ মল্লদেব (ঝাড়গ্রাম)

আজীবন-সদস্য

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ শ্রীহরিহর শেঠ ‡

১৩ আষাঢ় ১৩৪৪ শ্রীলালবিহারী দত্ত

২২ চৈত্র ১৩৪৫ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* নরেন্দ্রবাবু পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (কা. নি. স. ১১ আষাঢ় ১৩৪৪)।

† নীরদবাবু ১০ আগষ্ট ১৯৩৭ তারিখে পদত্যাগ পত্র পাঠাইলে তাঁহার স্থলে শ্রীসজনীকান্ত দাস গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন (কা. নি. স. ১ ভাদ্র ১৩৪৪)।

‡ ১৬ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ইঁহার নির্ব্বাচনের তারিখ "১৩৪২" মুদ্রিত হইয়াছে।

বিশিষ্ট-সদস্য

১৩৪৫ শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

অধ্যাপক, মৌলবী এবং সহায়

৩১ ভাদ্র ১৩৪৬ তারিখের মাসিক অধিবেশনে ১০ (খ) এবং ১২ (খ) সংখ্যক নূতন নিয়ম দ্বারা যথাক্রমে 'অধ্যাপক-সদস্য' এবং 'মৌলবী-সদস্যে'র স্থিতিকাল তিন বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ২০শ সংখ্যক নিয়ম সংশোধিত হইয়া সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল ৫ স্থলে ৩ বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিশেষ-সভ্য ও সহায়ক-সদস্য

১৩৪৩ শ্রীআবদুল করিম পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীরমেশ বসু পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীঅন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

১৩৪৬ শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ পুনর্নির্ব্বাচিত
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র

পৃ. ২২-২৩

বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা

বর্ষ	বিশিষ্ট	আজীবন	সহায়ক	অধ্যাপক	সাধারণ	মোট	ছাত্র
৪২শ বর্ষ	১০	১৪	১৪	৯	১১৩০	১১৭৭	—
৪৩শ বর্ষ	১০	১৪	২১	৯	৮৩৪	৮৪৪	—
৪৪শ বর্ষ	৮	১৪	১৬	৯	৮২৫	৮৭২	—
৪৫শ বর্ষ	৮	১৪	১২	৯	৯১৫	৯৫৮	—

প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠাকাল		কাহার মূর্ত্তি	ভাস্কর	প্রদাতা
২৮ চৈত্র	১৩৪৩	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	সুন্দর শর্ম্মা	হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতি
২৫ ফাল্গুন	১৩৪৫	রমেশচন্দ্র দত্ত		

চিত্র

প্রতিষ্ঠাকাল		কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
১১ ভাদ্র	১৩৪৩	অঘোরনাথ গুপ্ত		ফটো	শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
৮ শ্রাবণ	১৩৪৪	কামিনী রায়		ঐ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়
৩ পৌষ	১৩৪৪	কুমুদচন্দ্র সিংহ		তৈলচিত্র	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
১১ ভাদ্র	১৩৪৩	কেশবচন্দ্র সেন		ফটো	শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
১০ অগ্রহায়ণ	১৩৪৫	ঐ		ঐ	সত্যানন্দ রায়
৭ শ্রাবণ	১৩৪৫	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ		তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
১১ ভাদ্র	১৩৪৩	গিরিশচন্দ্র সেন		ফটো	শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
১১ ভাদ্র	১৩৪৩	গৌরগোবিন্দ রায়		ঐ	ঐ
২ শ্রাবণ	১৩৪৬	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস		ঐ	আত্মীয়গণ
৮ শ্রাবণ	১৩৪৪	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়		তৈলচিত্র	শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১১ ভাদ্র	১৩৪৩	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা)		ফটো	শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭ শ্রাবণ	১৩৪৫	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ		তৈলচিত্র	শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য
৩১ শ্রাবণ	১৩৪৬	নগেন্দ্রনাথ বসু		ফটো	শ্রীসরযূবালা ঘোষ
২৭ চৈত্র	১৩৪৩	পুলিনবিহারী দত্ত		তৈলচিত্র	শ্রীহরিদাস দত্ত
৩১ শ্রাবণ	১৩৪৬	প্রিয়নাথ সেন		ঐ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
১৯ চৈত্র	১৩৪৪	ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়		ফটো	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
৮ শ্রাবণ	১৩৪৬	বনওয়ারিলাল চৌধুরী		ঐ	পত্নী
২৫ ফাল্গুন	১৩৪৫	রমেশচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅরুণা সেন	তৈলচিত্র	শ্রীঅরুণা সেন
৮ বৈশাখ	১৩৪৩	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		ঐ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
[illegible]	[illegible]	[illegible]		ঐ	ঐ

প্রতিষ্ঠাকাল		কাহার চিত্র	শিল্পী	তৈলচিত্র ফটো	প্রদাতা
৮ শ্রাবণ	১৩৪৪	রাধানাথ সিকদার		তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
১৮ অগ্রহায়ণ	১৩৪৫	রামনারায়ণ তর্করত্ন		ঐ	শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য
৮ শ্রাবণ	১৩৪৬	শশাঙ্কমোহন সেন		ফটো	শ্রীসুষমা দাশগুপ্তা
১৯ আষাঢ়	১৩৪৩	স্বর্ণকুমারী দেবী	এ. কে. নাগ	তৈলচিত্র	স্বর্ণকুমারী-স্মৃতি-সমিতি
৮ বৈশাখ	১৩৪৩	হেমেন্দ্রলাল রায়	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	„	রবিবাসর

পৃ. ৪৯-৫৪

পরিষদ্-মন্দিরে বিশেষজ্ঞগণের লোকরঞ্জক বক্তৃতা

বক্তৃতার তারিখ	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
১৩৪২, ২৯ চৈত্র	শ্রীসুধাকান্ত দে	রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান	শ্রীমনীষিনাথ বসু
১৩৪৩, ২২ মাঘ	শ্রীযদুনাথ সরকার	মুসলমান যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ	—
২৩ মাঘ	ঐ	মুঘল ভারতের ইতিহাস	—
২৪ মাঘ	ঐ	মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ	—
৮ ফাল্গুন	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালী-সমাজের সমস্যা	শ্রীযদুনাথ সরকার
১৩৪৪, ২২ জ্যৈষ্ঠ	শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য	ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়
২০ আষাঢ়	শ্রীসরসীলাল সরকার	একই কথার বা একরূপ ধ্বন্যাত্মক কথার বিপরীতার্থ বিষয়ে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১৭ আশ্বিন	ননীগোপাল মজুমদার	সিন্ধু-সভ্যতা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২০ চৈত্র	শ্রীসজনীকান্ত দাস	বাংলার গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগ (১ম)	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু
১৩৪৫, ৪ বৈশাখ	শ্রীসজনীকান্ত দাস	„ (২য়)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
২৭ ভাদ্র	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়	—
১৮ অগ্রহায়ণ	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রামনারায়ণ তর্করত্ন	শ্রীযদুনাথ সরকার
৫ মাঘ	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী	তরল ও কঠিন বায়ু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৭ মাঘ	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ	প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ন	„
২৮ মাঘ	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ	আকাশের কথা	„
৭ ফাল্গুন	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অঙ্ক মিটার	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
১৯ ফাল্গুন	শ্রীবসুকুমার বাগচী	মনুষ্য-মস্তিষ্কে তড়িৎ স্পন্দন	„
৩ চৈত্র	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	ব্যোম-রশ্মি	শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৮ চৈত্র	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রঞ্জন-রশ্মি	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

বক্তৃতার তারিখ	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়	সভাপতি
১৩৪৬, ১৪ বৈশাখ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মৃগনাভি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
২৯ বৈশাখ	শ্রীরাধাভূষণ বসু	সুড়ঙ্গ রেলপথ	ঐ
৫ জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসরসীলাল সরকার	বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর দিয়া মনঃসমীক্ষণের আলোচনা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২২ আষাঢ়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
৫ শ্রাবণ	শ্রীজে. পি. গ্রেগরি	মাংসাশী উদ্ভিদ্	ঐ
১ ভাদ্র	শ্রীঅজিতমোহন বসু	খাদ্য-সম্বন্ধে দু-একটি কথা	ঐ
২২ ভাদ্র	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কয়লার উৎপত্তি ও স্বরূপ	শ্রীমন্মথমোহন বসু

পৃ. ৫৫-৬১

পদক ও পুরস্কার

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক
		রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার			
২৯ ভাদ্র ১৩৪৪	১০০৲	রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-তহবিল	বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
		রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি-পুরস্কার			
৮ ফাল্গুন ১৩৪৩	স্বর্ণপদক	মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং ভ্রাতৃগণ	১৩৪১-৪২* বঙ্গাব্দের মধ্যে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীসজনীকান্ত দাস ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ ভাদ্র ১৩৪৬	স্বর্ণপদক	ঐ	১৩৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা	শ্রীযদুনাথ সরকার শ্রীনীহাররঞ্জন রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন শ্রীঅনাথগোপাল সেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

* ১২১ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে "১৩৪০" মুদ্রিত হইয়াছে।

[উভয় পুরস্কার-বিতরণ-সভায় স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ব্রজেন্দ্রবাবু "উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-জীবনের সমস্যা" এবং কালিকারঞ্জন বাবু "আমীর খসরু-কৃত 'দেবলরাণী—খিজির খাঁ' কাব্যের ঐতিহাসিকতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।]

বিতরণ-কাল	পদক, না পুরস্কার	দাতা	রচনার বিষয়	পরীক্ষক	পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক
			স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার		
২৪ ভাদ্র ১৩৪৬	স্বর্ণপদক	স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিল	বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান	শ্রীসজনীকান্ত দাস শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীসতী ঘোষ

পৃ. ৬৩-৬৪

শাখা-পরিষৎ

সংখ্যা	কা. নি. স. কর্ত্তৃক অনুমোদনের তারিখ	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠার স্থান	বিলোপ-সংবাদ
২২	২৪ আষাঢ় ১৩৪২	১৩৪২	আগ্রা	শাখা-সম্পাদকের পত্র ২৫. ৯. ৩৮
২৩	২৫ চৈত্র ১৩৪৩	১৩৪৩	বর্দ্ধমান (পুনঃ প্রতিষ্ঠিত)	
২৪	২৫ চৈত্র ১৩৪৩	১৩৪৩	রেঙ্গুন	
২৫	২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪	১৩৪৪	কাঁথি	

পৃ. ৬৫-৬৭

পরিষৎ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধনা, সান্ধ্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান ও অভিনন্দনপত্র-দান

তারিখ	কাহার সংবর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র
৯ আশ্বিন ১৩৪৪	বঙ্গীয় রাজসরকারের মন্ত্রিগণ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণের জন্য প্রীতি-সম্মিলন	
৩০ ফাল্গুন ১৩৪৪	রমেশ-ভবন-সমিতির সভানেত্রী লেডী শ্রীপ্রতিমা মিত্রের সম্বর্দ্ধনা	
৩১ ভাদ্র ১৩৪৫	পরিষদের বান্ধব ঝাড়গ্রাম-রাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেবের সম্বর্দ্ধনা	অভিনন্দন-পত্র

পৃ. ৬৮-৮৬

পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল	বিষয়-বিভাগ	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	লেখক	সম্পাদক
১৩৪৪	ইতিহাস	সংবাদপত্রে সেকালের কথা —১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ)*		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৪৪	নীতিগ্রন্থ	কুরল্[১] প্রাচীন তামিল নীতি-গ্রন্থ	তিরুবল্লুবর	শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত
১৩৪৫	মঙ্গলকাব্য	অনাদি-মঙ্গল[২]	রামদাস আদক	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৪৫	ইতিহাস	বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৩৪৫-৪৬		বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ[৩] আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য, কমলাকান্ত, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য়), দেবীচৌধুরাণী, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক।		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস
১৩৪৬	অনুবাদ	ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য —১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)[৪]		শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

* এই সংস্করণ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

১ সান্যাল-মহাশয় এই "গ্রন্থ বাঁধাইয়া পরিষৎকে ৪০০ খানি দান করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া তাঁহার উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় ৩০০৲ তাঁহাকে দেওয়া হউক এবং তৎপরে বাকী সমস্ত বই বিক্রয় দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা পরিষৎ লইবেন।" ৫ মাঘ ১৩৪৪ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

৩ ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত। ৪ লালগোলা-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত।

পৃ. ৯১-৯২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচন-সমিতিতে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের তারিখ	নির্ব্বাচন-সমিতি	পরিষদের প্রতিনিধি
১ ভাদ্র ১৩৪৪	জগত্তারিণী-সুবর্ণপদক-সমিতি	শ্রীঅমল হোম
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬	ঐ	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
৭ চৈত্র ১৩৪২	কমলা-লেক্‌চারশিপ-সমিতি	শ্রীঅমল হোম
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪	ঐ	শ্রীমন্মথমোহন বসু
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬	ঐ	ঐ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪	গিরিশচন্দ্র ঘোষ-লেক্‌চারশিপ-সমিতি	শ্রীসজনীকান্ত দাস
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬	ঐ	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
১১ ফাল্গুন ১৩৪৫	ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতি	শ্রীসজনীকান্ত দাস
৩ আশ্বিন ১৩৪২ (বিজ্ঞান শাখা কর্ত্তৃক প্রেরিত)	পরিভাষা-সমিতি	শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

পৃ. ৯৩-৯৫

বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পরিষদের সাহিত্যিক প্রদর্শনী

তারিখ	প্রদর্শনীর নাম	পরিষদের প্রেরিত দ্রব্যাদি
১৩৪৩, ৫-৮ ভাদ্র	সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১০৮তম ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন, ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তাক্ষর, লিখিত পুস্তক এবং কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ মনস্বিগণের লিখিত পুস্তক ও ব্রাহ্ম সমাজ সংক্রান্ত বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ
১২-১৪ অগ্রহায়ণ	হুগলী কলেজের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী—চুঁচুড়া।	প্রাচীন সংবাদপত্র, পুস্তক ও পুথি

তারিখ	প্রদর্শনীর নাম	পরিষদের প্রেরিত-দ্রব্যাদি
১৩৪৩, ৯-১১ পৌষ	বালী সাধারণ পাঠাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনী	প্রাচীন পুথি, সংবাদপত্র ও পুস্তক, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও লিখিত পত্রাদি
১৯ মাঘ	রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী।	প্রাচীন পুথি
৯-১১ ফাল্গুন	চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী	প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক
১৩৪৪, ১৩ শ্রাবণ	মেদিনীপুর, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	বিদ্যাসাগর-রচিত গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণগুলি
১২-১৫ পৌষ	পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে প্রদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্র-লাল মিত্র প্রভৃতির ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি প্রভৃতি
৭-১০ মাঘ	কাঁথিতে বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি
২৪ মাঘ	রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুথি
২৯ মাঘ, ১-২ ফাল্গুন	কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	রাণী ভবানী, মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির হস্তলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি
১৪-১৬ ফাল্গুন	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনী	রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির ব্যবহৃত দ্রব্য এবং ভারতচন্দ্র, রাণী ভবানী, বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু প্রভৃতির হস্তলিপি ও প্রাচীন সংবাদপত্র এবং প্রাচীন পুস্তক
১৩৪৪, ৬-৭ চৈত্র	বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-সম্মিলনী উপলক্ষে বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী	বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত টেবিল, তাঁহার প্রথম সংস্করণের বই।

তারিখ	প্রদর্শনীর নাম	পরিষদের প্রেরিত-দ্রব্যাদি
১৩৪৪ ২৬-২৮ চৈত্র	পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক, হস্তলিপি, গ্রন্থাদি
১৩৪৫, ১৬-১৭ আষাঢ়	চন্দননগর নৃত্যগোপাল পাঠাগারে বঙ্কিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি, রচিত গ্রন্থ
৪ অগ্রহায়ণ	বালী সাধারণ পাঠাগারে বঙ্কিম-শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	ঐ
১০ অগ্রহায়ণ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি, পত্র ও পুস্তকাদি
১২-২৫ পৌষ	ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী	কেশবচন্দ্র, রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির চিত্র এবং রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি
২৩ মাঘ	রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী	প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুথি
১৮-২১ ফাল্গুন	হেতমপুরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী	বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি
২৫ ফাল্গুন	রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী	রমেশচন্দ্র দত্তের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও রচিত গ্রন্থাদি
১৩৪৬, ১৩ শ্রাবণ	বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা উপলক্ষে প্রদর্শনী	বিদ্যাসাগরের রচিত গ্রন্থ ও হস্তলিপি এবং তাঁহার লাইব্রেরীর পুস্তক

পৃ. ৯৬-৯৯

নানা সভা-সমিতিতে পরিষদের প্রতিনিধি

তারিখ	সভা-সমিতি	নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি
১৩৪৩, ১২…পৌষ (বড়দিনের ছুটী)	রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন চতুর্দ্দশ অধিবেশন	শ্রীঅনুরূপা দেবী, শ্রীসুকুমার হালদার, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি
১৩৪৩, ২৫-২৯ ডিসেম্বর	রেঙ্গুন নিখিলবঙ্গ ব্রহ্ম প্রবাসী সাহিত্য-সম্মিলন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৪৪ (ডিসেম্বর) ১৯৩৭	অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স ত্রিবাঙ্কুর	শ্রীসুশীলকুমার দে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩৪৪ (ডিসেম্বর '৩৭)	মিউজিয়াম্ কন্‌ফারেন্স, দিল্লী	শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষ শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
১৩৪৪, ১২-১৫ পৌষ	পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ১৫শ অধিবেশন	স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ননীগোপাল মজুমদার, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীঅনাথগোপাল সেন শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার প্রভৃতি
১৩৪৪, ১৪ ১৬ ফাল্গুন	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার রজত-জয়ন্তী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযদুনাথ সরকার শ্রীসজনীকান্ত দাস শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি
১৩৪৪, ৬ চৈত্র	দিব্যস্মৃতি উৎসব—রঙ্গপুর	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
১৩৪৫, ১১-১৪ পৌষ	গৌহাটী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ১৬শ অধিবেশন	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি

পৃ. ১০০-১২১

গচ্ছিত তহবিল

লালগোলা তহবিল

এই তহবিলভুক্ত গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা :—

১৩৪৪ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৩৪৫ অনাদি-মঙ্গল

১৩৪৬ ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ভাণ্ডার

১৩৪৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৩৪৪ রাধানাথ সিকদার

১৩৪৫ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-তহবিল

১৩৪৩ সালে শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঢাকা) এই পুরস্কার লাভের যোগ্য বলিয়া বিজ্ঞাপিত হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-ভাণ্ডার

মাইকেল-পত্নীর সমাধি

পনর ষোল বৎসর হইল, পরলোকগত অধ্যাপক মরেণো সাহেবের চেষ্টায় মাইকেল-পত্নী এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটার সমাধিস্থানের উপর একটি বেদী ও তদুপরি মর্ম্মর-স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে স্কটিস চার্চ কলেজ হলে পরিষদমুষ্ঠিত মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় (৩৪শ বার্ষিক বিবরণ, পৃ. ৭) শ্রীস্বর্ণলতা দেবীর প্রস্তাবে হেন্‌রিয়েটার সমাধির চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী দিবার সঙ্কল্প গৃহীত হয়; ঐ সভায় প্রস্তাবকর্ত্রী স্বয়ং ১০৲ চাঁদা দেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে সমাধিস্থানে এবং পরিষদ্‌-মন্দিরে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগৃহীত হয়। এ-বৎসর একটি সমাধি-বেষ্টনী এবং সমাধির উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বেষ্টনী ও স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন—বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের পাওয়েল কোম্পানী। এই ব্যাপারে সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ

৪৪৬৮০, তন্মধ্যে ৪২০৶০ ব্যয় হইয়াছে। উদ্বৃত্ত ২৬৷৶০ মাইকেল-তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। চাঁদা-দাতৃগণের কয়েক জনের নাম ও চাঁদার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্র	...	৩৪০৲	খিদিরপুর লাইব্রেরি	...	৩৲
পাওয়েল এণ্ড কোং	...	৩০৲	রেঃ এ. দোঁতেন	...	২৲
শ্রীস্বর্ণলতা দেবী	...	১০৲	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু	...	২৲
কুমার শ্রীবিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	৫৲	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	...	২৲

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারে প্রাপ্ত খুচরা দানের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১৩৪৪	শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী	১০৲
	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র	২৲

এই ভাণ্ডারের অর্থে গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে যাঁহারা সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম :—

১। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের পুত্রবধূ শ্রীউষাবালা দাসী
২। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীইন্দ্রাণী দেবী
৩। স্বর্গীয় নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্যের পত্নী শ্রীচারুবালা দেবী।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-তহবিল

১৭ মাঘ ১৩৪৩ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়, "(ক) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় মুঘল যুগের ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ২০০৲ দুই শত টাকা দক্ষিণা দেওয়া হইবে, ও (খ) শ্রীননীগোপাল মজুমদার মহাশয় সিন্ধু-সভ্যতাবিষয়ক নূতন আবিষ্কারের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ২০০৲ দুই শত টাকা দক্ষিণা দিতে হইবে এবং এই বক্তৃতা সংক্রান্ত ল্যাণ্ট্যার্ণ স্লাইড প্রস্তুত করিবার জন্য ৫০৲ ব্যয় করা হইবে।"

১৯ মাঘ ১৩৪৪ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়, "শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়কে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হউক এবং আরও স্থির হইল যে, উক্ত বক্তৃতার জন্য সজনীবাবুকে ঐ তহবিল হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা দক্ষিণা-স্বরূপ দেওয়া হউক।"

বক্তারা সকলেই তাঁহাদের প্রাপ্য দক্ষিণা পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল

স্মৃতি-সমিতির সংগৃহীত অর্থে, ৮০০৲ ব্যয়ে ২৮ চৈত্র ১৩৪৩ তারিখে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কল্পে যাঁহারা অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম ও টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ		শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	... ১০০৲
বিজয়চাঁদ মহতাপ	... ১৫০৲	শ্রীরাজশেখর বসু	... ৫০৲
ডক্‌টর সত্যচরণ লাহা	... ১৫০৲	স্যর যদুনাথ সরকার	... ২৫৲
স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১০০৲	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	... ২৫
ডক্‌টর বিমলাচরণ লাহা	... ১০০৲	স্যর জর্জ এ গ্রীয়ার্স´ন	... ১৩৷৹
ডক্‌টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	... ১০০৲	মহামহোপাধ্যায় আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়	... ১০

স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিল

স্মৃতি-সমিতির সংগৃহীত অর্থে স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া ১৯ আষাঢ় ১৩৪২ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির অর্থে এ-বৎসর শ্রীমতী সতী ঘোষকে "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য ২৪এ ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনে 'স্বর্ণকুমারী স্বর্ণ-পদক' দেওয়া হইয়াছে।

রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার

১৩৪৩-৪৪ সালের মধ্যে বঙ্গভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এ-বৎসর ২৪এ ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনে ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে এই স্মৃতি-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। "ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর পরিষদ্ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া এবং পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল মূল্যবান্

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া, উনবিংশ শতকের এবং তৎপরবর্ত্তী যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরিষদের হস্তে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। আলোচ্য বর্ষে এই দান সম্পর্কে সর্ত্তাদির আলোচনার পর কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক [১৩৪৫, ৩ বৈশাখ] গৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষে গত ১১ই মে [১৯৩৮] তারিখে এই দান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্র ও দানের সর্ত্ত…প্রকাশিত হইল।"—৪৪শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

D. O. No. 13.

Jhargram
Dated 9. 4. *1938*

Dear Sir,

It is with a feeling of unmixed pleasure that I come to learn that the Bangiya Sahitya Parishad has in its contemplation the publication of an authoritative edition of the entire works of Bankim Chandra on the occasion of the ensuing Bankim Centenary Celebrations which, I believe, come off sometime in the middle of this year.

Bankim Chandra, a poet, a patriot and a prince among men, has left the impress of his master mind on every phase of our national life, and he is rightly hailed today as the High-priest of Indian Renaissance and the Maker of Modern Bengal. I can surely think of no better way of paying our homage to the hallowed memory of this great son of Bengal than to make his immortal writings available in their most genuine and faultless forms to his admiring countrymen. This is indeed a task which is sure to commend itself to the active sympathy and generous support of all those interested in the nation's welfare, and I deem it a honour and a privilege to be given an opportunity to be associated with it. As a token of my genuine appreciation of the noble endeavour of the Parishad which has done so much for the cultural advancement of Bengal, I shall be happy to place at its disposal a sum of Rs. 10,000/ only (Rupees Ten Thousand) subject to certain conditions, which may form the nucleus of a fund to be utilised for the publication of authoritative editions of literary works of Bankim Chandra and other notable Bengali Authors of the 19th Century and after. I do hope that the Parishad will be pleased to accept my donation on terms and conditions enclosed herewith and devote it to the purpose for which it is meant.

To
The President,
Bangiya Sahitya Parishad,
Calcutta

Yours Sincerely,
N. M. Deb.
Proprietor,
Jhargram Raj Estate.

Terms snd Conditions of the Jhargram Raj Estate donation of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) to the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta,

1. The fund shall be called the "Jhargram Raj Fund."
2. The fund shall be administered by the Executive Committee of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, with the consent and approval in writing of the nominee of the proprietor of the Jhargram Raj Estate who until and unless otherwise directed by the proprietor of the Jhargram Raj Estate, will be Mr. B. R. Sen, I. C. S.
3. The fund shall be separately invested in the Imperial Bank—part of it to be kept in permanent deposit and part in current deposit as required.

4. The fund shall be used for undertaking publication of authoritative editions of the literary works of Bankim Chandra and other notable Bengali authors of the 19th Century and after. Money will be advanced from this fund as required but the sale proceeds of the publications as well as receipts from foundation subscribers, if any, shall be credited to this fund.
5. The Executive Committee of the Parishad will select works for publication subject to the approval in writing of the nominee of the proprietor of the Jhargram Raj Estate.
6. The size, type, binding and other particulars regarding a publication as well as price will be fixed by the Executive Committee of the Parishad subject to the approval in writing of the nominee of the proprietor of the Jhargram Raj Estate.
7. The nominee of the Jhargram Raj Estate will himself have the authority to initiate publication of works subject to the approval of the Parishad.
8. The proprietor of the Jhargram Raj Estate will be supplied with three copies of each publication, his nominee with one copy and the Parishad will keep three copies for its own library. A number of copies not exceeding twelve will be set apart for reviewers. The rest will be for sale to the public.
9. At the end of every year not later than April a statement of up-to-date accounts of this fund shall be supplied by the Parishad to the proprietor of the Jhargram Raj Estate and to his nominee.
10. With the mutual consent of the proprietor of the Jhargram Raj Estate and the Parishad the fund may be used for any other purpose in future falling within the objects of the Parishad as stated in its constitution.
11. If the Parishad fails to act up to any of these terms and conditions or if the Parishad ceases to exist, the fund shall revert to the proprietor of the Jhargam Raj Estate.
12. The terms and conditions under which this fund is created shall be incorporated in the Annual statement of the working of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta.

এই তহবিলের অর্থে এ-যাবৎ বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে :—

কপালকুণ্ডলা	...	১৩৪৫, আষাঢ়
আনন্দমঠ		”
সাম্য		”
বিজ্ঞান-রহস্য		”
কমলাকান্ত		পৌষ
মৃণালিনী		”
দুর্গেশনন্দিনী		”
বিবিধ প্রবন্ধ	...	১৩৪৬, আষাঢ়
দেবী চৌধুরাণী		ভাদ্র
গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক		”
লোকরহস্য		”
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত		”

বঙ্কিম-ভবন, কাঁটালপাড়া

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক স্মৃতিপূজার জন্য অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু কাঁটালপাড়াস্থিত বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাটী রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পরিষৎকে অনুরোধ করিয়া এবং এই কার্য্যের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০০৲ দান করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লেখেন। এই অধিবেশনে নরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বসতবাটী বহু সরিকে বিভক্ত। তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি তাঁহাদের বসতবাটীর দক্ষিণে অবস্থিত তাঁহার বৈঠকখানাটি। তাঁহার এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার চারিজন দৌহিত্র। তাঁহার তিন দৌহিত্র শ্রীনীলাদ্রিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহিমাদ্রিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবিন্ধ্যাদ্রিনাথ মুখোপাধ্যায় বৈঠকখানার বারো আনা অংশ কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ই ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিখে ঐ বৈঠকখানা-বাটীর বাকী সিকি অংশ পরিষৎকে দান করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লেখেন। তদনুসারে ২৪এ ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক এই প্রস্তাব ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ক্রীত বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা বাটীর বারো আনা অংশ পরিষৎকে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গত ৬ই জুলাই ১৯৩৮ ব্রজেন্দুবাবু এবং পরবর্ত্তী ২২এ জুলাই ১৯৩৮ বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষে রায় শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর দান-পত্র রেজিষ্টারী করিয়া দেন।* উক্ত দুই দানপত্রের ফলে বৈঠকখানাটি পরিষদের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইল। এক্ষণে উহার সংস্কার-কার্য্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল দান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি মাত্র উল্লিখিত হইল :—

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ	২০১৲	কুমার বিশ্বনাথ রায়	৫০৲
কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ	১০১৲	শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৫৲
শ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০১৲	" হরিহর শেঠ	২৫৲
" নরেন্দ্রকুমার বসু	১০০৲	" পান্নালাল বসু	২৫৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲	" রূপেন্দ্রকুমার মিত্র	২৫৲
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত	১০০৲	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৫৲
" গুরুসদয় দত্ত	১০০৲	শ্রীপ্রভাংশুকুমার শেঠ	২৫৲
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী	১০০৲	শেঠ দাস এণ্ড কোং	২০৲

* দলিল (ক) শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি আনা অংশের দানপত্র রেজিষ্টারী হয় ২৪-পরগণা নৈহাটী সব্‌রেজিষ্টারী অফিসে। দলিলের সংখ্যা ১৯৩৪. ১৯৩৮ সালের বুক নং ১, ভলিউম নং ২৩। তারিখ ৬ই জুলাই ১৯৩৮।

(খ) বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনের বারো আনা অংশের দানপত্র উক্ত ২৪-পরগণা নৈহাটী সব্‌-রেজিষ্টারী অফিসে রেজিষ্টারী হয়। সংখ্যা ১৯৩৮ সালের ২০৫১, বুক নং ১, এবং ভলিউম নং ২২। তারিখ ২২এ জুলাই ১৯৩৮।

এই টাকার মধ্যে দলিল-সম্পাদনাদি ব্যাপারে ৮৭॥৵৬ ব্যয় হইয়াছে। সংস্কার-কার্য্যের জন্য আনুমানিক ২৫০০৲ ব্যয় হইতে পারে এবং নৈহাটীনিবাসী শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর সংস্কার-কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি ইতিমধ্যে সীমানার প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সমস্ত ব্যয় (১২০৲) নিজে বহন করিয়াছেন।

পৃ. ১২২

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত তহবিলের জমা-খরচ ও উদ্বৃত্তের বিবরণ

তহবিল	১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	১৩৪৫ বঙ্গাব্দে আয়	১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	১২৯৫৮৸/৭	৬২৩।৶৯	৮৫৪৸৩	১২৭২৭৸/১
বিনয়কুমার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	১০৬১/১০	৪৪॥৵৯	২॥০	১১০৩।৭
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	১১৪৭৶০	৪২।৵৯	১॥৬	১১৮৮/৩
মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল	৪৭৸৵০	৭৵০	—	৫৫৲
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১১৬২৯/৩	৪২৩৻৬	২২০।৩	১১৮৩১৸/৬
কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	৫৭৩৸৵৩	২২।৶৩	১॥/০	৫৯৪৸৬
মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল	৫২৸৶৩	২৲	৬।৵৩	৪৮॥/০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৮৭৩॥৫	২১৸১১	॥৶১০	৮৯৪॥/৬
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	৩৩১৫॥৶৮	১২৯।১০	৪৻৬	৩৪৪১৲
অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল	২২৭।০	১৬/২	১/৭	২৪২৶৭
স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিল	২২৮।৩	৮॥/১০	৸৶৫	২৩৫৸৶৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল	২১৲	—	—	২১৲
রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিল	৫৪২৸৵৯	১৯।১০	৸৫	৫৬১।৶২
আলেখ্য সংস্কার তহবিল	৯৸৵৬	—	—	৯৸৵৬
বঙ্কিম-ভবন সংস্কার তহবিল	—	১৩৯॥/০	১৲	১৩৮॥/০
মাইকেল-পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণ তহবিল	—	৪৯।০	—	৪৯।০
ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল	—	১১২৫৮/৯	৬১০৫।০	৫১৫২॥/৯
	৩২৬৮৯॥৯	১২৮০৭।৶৪	৭২০১৵০	৩৮২৯৫৸৵১
রামমোহন রায় গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	-৩২৩৶৬	+১০২।৯	—	-২২০৸৵৯
	৩২৩৬৬।/৩	১২৯০৯৸১	৭২০১৵০	৩৮০৭৪৸৶৪

পৃ. ১২৩-২৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সংখ্যা	অনুষ্ঠান-কাল	অধিবেশনের স্থান	মূল সভাপতি
২০	৯-১১ ফাল্গুন ১৩৪৩	চন্দননগর	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২১	২৯ মাঘ, ১-২ ফাল্গুন ১৩৪৪	কৃষ্ণনগর	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২২	২৫-২৬ চৈত্র ১৩৪৫	কুমিল্লা	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

		শাখা-সভাপতি			
কাল	অধিবেশনের স্থান	সাহিত্য	দর্শন	ইতিহাস	বিজ্ঞান
১৩৪৩	চন্দননগর *	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার	শ্রীযদুনাথ সরকার	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
১৩৪৪	কৃষ্ণনগর †	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী	শ্রীকুদরৎ-এ-খুদা
১৩৪৫	কুমিল্লা ‡	শ্রীআবদুল ওদুদ	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

পৃ. ১২৮-৩১

পুথিশালা

১। পুথির সংখ্যা (১৩৪৫ সাল পর্য্যন্ত)—

বাংলা পুথি—৩১৯৮

সংস্কৃত পুথি—২২৩০

২। ১৫৪৪ শকে লিখিত অর্থাৎ ৩১৬ বৎসরের প্রাচীন "জ্যোতিস্তত্ত্বে"র একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি রঘুনন্দনকৃত।

৩। বাংলা পুথির তালিকা মুদ্রিত হইতেছে। এ যাবৎ ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

---

* এখানে নিম্নলিখিত আরও আটটি শাখার অধিবেশন হইয়াছিল:—কথা-সাহিত্য—শ্রীঅনুরূপা দেবী; কাব্য-সাহিত্য—শ্রীমানকুমারী বসু, সংবাদ-সাহিত্য—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার কলা-সাহিত্য—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিশু-সাহিত্য—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বানান-সমস্যা—শ্রীমুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অর্থনীতি—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং চিকিৎসা-বিদ্যা—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

† নিম্নলিখিত আরও ছয়টি শাখার অধিবেশন হয়:—কথা-সাহিত্য—শ্রীহেমলতা দেবী, পদাবলী-কীর্ত্তন—শ্রীঅপর্ণা দেবী, অর্থনীতি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্য-সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস, সাংবাদিক-সাহিত্য—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং চারু-কলা—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

‡ এখানে একটি অতিরিক্ত শাখার অধিবেশন হয়:— সঙ্গীত—শ্রীসরলা দেবী।

পরিষদ্‌-গ্রন্থাগার

পুস্তকালয়-সমিতি বর্ত্তমান বর্ষে (১৩৪৬) পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংস্কার করিয়াছেন। এই নিয়মাবলী (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ২২ আশ্বিন ১৩৪৬ তারিখের অধিবেশনে কা. নি. স. কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

১৩৪৩ হইতে ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাসের মধ্যে যে-সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম ও পরিচয়	গ্রন্থকার, সম্পাদক
১৭১৯	Thirty four Conferences Between the Danish Missionaries and the Malabarian Bramans (or Heathen Priests) in the East Indies.	J. Thomas Philipps
১৭৯৪	Hindu Law	Sir W. Jones
১৮০৫	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
১৭৩৩ শক	সিদ্ধান্ত কৌমুদী	ভট্টোজিদীক্ষিত
১৭৩৮ শক	রসমঞ্জরী	ভারতচন্দ্র
১২২৪ সন	কঠোপনিষৎ	রাজা রামমোহন রায়
১৮১৭	বেদান্তচন্দ্রিকা	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮১৮	বত্রিশ সিংহাসন, ৩য় সং.	মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণ
১২২৫ সন	সঙ্গীততরঙ্গ	রাধামোহন সেন দাস
১৮১৯	ব্রিটিন্‌ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়	ফিলিক্স কেরি
১৮২০	হিতোপদেশ	রামকমল সেন
১৮২৪	ভূগোল এবং জ্যোতিষ	স্কুলবুক সোসাইটী
১৮২৫	তোতা ইতিহাস (লন্দন রাজধানিতে চাপা)	চণ্ডীচরণ মুন্‌শী
১৮২৫	বাক্যাবলী	জে. ডি. পীয়ার্সন
১৮২৬	পন্দেনামা	নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়
১৭৪৯ শক	শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় কাণ্ড	রাধাকান্ত দেব
১৮২৮	দায়তত্ত্বং	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
১৮২৮	দায়ক্রমসংগ্রহঃ	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
১৮২৮	দ্বিভাষার্থকাভিধান	রেভারেণ্ড ডবলিউ. মর্টন
১৮২৯	বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক পত্রিকা), কয়েক সংখ্যা	

১৮৩০	প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়	
১৮৩০	সতীদাহ (আবেদন)	
১৮৩১	ভারতবর্ষের ইতিহাস	জান মার্স্যমন
১২৩৮ সন	হিতবোধক কবিতা সংগ্রহঃ	পম্পুরাখ্য গ্রামনিবাসী রামধন শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত
১৮৩৪	পদার্থ বিদ্যাসার, ২য় সং.	William Yates
১৮৩৪	A Dictionary in English and Bengalee. Vol. I.	Ram Comul Sen
১২৪৫ সন	পারসীক অভিধান	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
১২৪৫ সন	পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান	নীলকমল মুস্তোফী
১২৪৬ সন	বঙ্গাভিধান	হলধর ন্যায়রত্ন
১২৪৬ সন	বাঙ্গালা অঙ্কপুস্তক	হলধর সেন
১৮৪২	জ্ঞানার্ণবঃ	প্রেমচাঁদ রায়
১৮৪৩	দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ, ২য় বালম	জান মার্শমন কর্তৃক সংগৃহীত
১৮৪৪	সারসংগ্রহঃ	ডবলিউ ইয়েট্স্
১৭৬৭ শক	পত্রচিন্তামণি গ্রন্থঃ	ব্রজগোবিন্দ চট্টরাজ ঠাকুর নারায়ণ চট্টরাজ ঠাকুর
১৭৬৮ শক	লীলাবতী (দেবনাগরীতে)	তারানাথ তর্কবাচস্পতি-সংশোধিত
১৮৪৭	পদার্থ বিদ্যাসারঃ	পূর্ণচন্দ্র মিত্র
১৮৪৭	Hitopadesa (Sanskrit Text with a Grammatical Analysis)	F. Johnson
১৭৭০ শক	সংগীতানন্দ লহরী	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৮৪৯	লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া	মধুসূদন গুপ্ত
১২৫৯ সন	বাঙ্গলা ব্যাকরণ	শ্যামাচরণ শর্ম্মা
১২৬০ সন	প্রকাশ্য বক্তৃতা	রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত
১৭৭৫ শক	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	হিতলাল মিশ্র-অনুবাদিত
১৮৫৪	চিকিৎসাসার	Rev. O. R. Bacheler
১৭৭৭ শক	বৈরাগ্য শতক	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (অনুবাদক)
১৮৫৭	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ	কয়েক সংখ্যা
১৯১৪ সংবৎ	কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস	রামগতি ন্যায়রত্ন
১৮৫৭	জিওগ্রাফি বা ভূগোল-বিজ্ঞাপক, ১ম খণ্ড	কালিদাস মৈত্র
১৮৫৭	দত্তক মীমাংসা	শ্রীনন্দ পণ্ডিত শ্রীভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বালবিবোধনী টীকা
১৭৭৯ শক	পতিব্রতোপদেশ	পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন
১২৬৫ সন	চমৎকারমোহন (সাময়িক পত্র)	এক সংখ্যা
১৮৫৮	ভেক মূষিকের যুদ্ধ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৬৬ সন	উদ্ভিজ্জ বিদ্যা	ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কার

১৮৫৯	খগোল বিবরণ	কালিদাস মৈত্র
১৮৫৯	বস্তুপরিচয়	উপেন্দ্রলাল্ মিত্র (অনুবাদক)
১৮৫৯	ব্যবস্থা-দর্পণ	শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার
১৭৮২ শক	হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।	কালীপ্রসন্ন সিংহ
১৮৬১	Vocabulary English and Bengalee	Nobocoomar Nauth
১৮৬২	ধন-বিধান	গোপালচন্দ্র দত্ত
১৮৬৪	মুরশিদাবাদের ইতিহাস	শ্যামধন মুখোপাধ্যায়
১৮৬৪	শিশুপালন, ১ম ভাগ, ২য় মুদ্রণ	শিবচন্দ্র দেব
১২৭৩	অবোধ-বন্ধু (মাসিক পত্র)	এক সংখ্যা
১৮৬৭	প্রভুকর্ত্রনন্দিনী (হিন্দী সাময়িক পত্র)	
১২৭৬ সন	উনবিংশ পুরাণ (স্বয়ম্বরাভাস পর্ব্ব)	
১৮৭০	শব্দস্তোম মহানিধি (সংস্কৃতাভিধানম্)	তারানাথ তর্কবাচস্পতি
১৮৭১	বসন্তসেনা (মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ)	মধুসূদন বাচস্পতি
১৮৭২	আর্য্যশতকম্	রামনারায়ণ তর্করত্ন
১৭৯৪ শক	কিঞ্চিৎ জলযোগ!	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৮১ সন	অগস্ত্ কোম্ত।	
১২৮৫ সন	এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ	শিবনাথ শাস্ত্রী
১৯৩৫ সম্বৎ	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা	রাজনারায়ণ বসু
১২৮৯	কাল-মৃগয়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৯৭	মন্ত্রি অভিষেক	ঐ

পৃ. ১৫৭-৯০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

১৩৪৩-৪৬, ২য় সংখ্যা

১। প্রাচীন সাহিত্য—(ক) সাধারণ

৪৩ বর্ষ	শাহ মোহাম্মদ সগীর	মুহম্মদ এনামুল হক
	কবি শেখ চান্দ	"
	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল	বসন্তরঞ্জন রায়
	বড়ু চণ্ডীদাসের পদ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
	'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' সম্পর্কে মন্তব্য	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
		সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪৪ বর্ষ	চণ্ডীদাস (আলোচনা)	বসন্তরঞ্জন রায়
৪৫ বর্ষ	কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্বর ও তাল	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	" (আলোচনা)	বসন্তরঞ্জন রায়
	" (আলোচনার প্রত্যুত্তর)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র

(খ) গ্রাম্য সাহিত্য

৪৩ বর্ষ	কয়েকটি জাগগান	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

(গ) পুথির বিবরণ

৪৩ বর্ষ	দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত	সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
	বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল	সুকুমার সেন
৪৪ বর্ষ	গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত 'বিদ্যাসুন্দর'	আবদুল করিম
৪৫ বর্ষ	চোরের পাঁচালি	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
	ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম	তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
৪৬ বর্ষ	গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ	রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২। ভাষা

৪৫ বর্ষ	বাংলা 'ভাষাপরিচয়ে'র ভূমিকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	"কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। আধুনিক সাহিত্য

৪৩ বর্ষ	বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ (আলোচনা)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা	"
	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস	"
	বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস	"
	দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার	"
	বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান	সজনীকান্ত দাস
৪৪ বর্ষ	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (প্রথম বাঙালী সাংবাদিক)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	"
	কালীপ্রসন্ন সিংহ	"
	ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট	"
	কাব পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র	"
	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী	"
	বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৫৮-৬৭)	"
৪৫ বর্ষ	প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
	বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ	"
	বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব	"
	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (৪৬শ বর্ষ, ২য় সং, ভ্রমসংশোধন দ্রষ্টব্য)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	রামনারায়ণ তর্করত্ন	"
৪৫ বর্ষ	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	"
	আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	"
	বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১-৪)	সজনীকান্ত দাস
	বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪৬ বর্ষ	জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	গঙ্গাধর তর্কবাগীশ	"
	'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৫-৬)	সজনীকান্ত দাস

সংস্কৃত

৪৪ বর্ষ	সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
৪৫ বর্ষ	পরমানন্দমতসংগ্রহ	"
	গোপাল ভট্ট	সুশীলকুমার দে
	ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব	বেণীমাধব বড়ুয়া
৪৬ বর্ষ	পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

অন্যান্য ভাষা

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

বিজ্ঞান

বিবিধ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার

সদস্যগণ কর্ত্তৃক পুস্তক বাহিরে লইয়া যাইবার নিয়মাবলী

১। পরিষদের সদস্যগণ এককালীন দুইখানি গ্রন্থ পাঠার্থ বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২। (ক) গ্রন্থাধ্যক্ষকর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোনও সদস্যকে বাড়ী লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(খ) কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দ্দেশ করিবেন।

(গ) বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ী লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(ঘ) পুস্তকালয়-সমিতির অনুমতি ব্যতীত কোন সাময়িক পত্রিকা গ্রন্থাগারের বাহিরে যাইবে না।

(ঙ) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখিতে হইলে গ্রন্থাধ্যক্ষের নিকট যথারীতি লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

৩। (ক) সদস্যগণ পুস্তক ১৫ দিন পর্য্যন্ত নিজের নিকট রাখিতে পারিবেন, এবং এই নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তাঁহাকে পুস্তক গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে হইবে।

(খ) অন্য কোন সদস্য না চাহিলে একই পুস্তক ক্রমান্বয়ে একাধিক বার এক সদস্যকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সদস্যগণ পুস্তক ফেরত না দিয়া দ্বিতীয় বার লইয়া যাইবার অনুমতি পাইবেন না।

(গ) কোন সদস্য পনর দিনের অধিক কাল পুস্তক নিজের নিকট রাখিয়া দিলে তাঁহার নিকট প্রথমটি ব্যতীত যতগুলি স্মারক-পত্র প্রেরিত হইবে, তত-গুলিরই ডাকমাশুল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

(ঘ) কোন সদস্য এই ডাকমাশুল দিতে অস্বীকার করিলে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুস্তক ফেরত দিতে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস কাল শৈথিল্য করিলে তাঁহাকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা হইতে এক বৎসরের মত বঞ্চিত করা হইবে।

৪। (ক) সদস্যগণ পরিষদের পুস্তক যত্নের সহিত ব্যবহার করিবেন, চিহ্নিত বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিবেন না।

(খ) যদি কোন সদস্য কোন পুস্তক হারাইয়া ফেলেন, ছিন্ন করেন বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করেন, তবে তিনি ঐ পুস্তক নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়া পরিষদ্‌কে দিতে বাধ্য থাকিবেন, অথবা ঐ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পরিষদের যাহা ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

(গ) তাহা ছাড়া এইরূপে পরিষদের ক্ষতিপূরণ না-করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(ঘ) এই ব্যবস্থা কার্য্যকর করিবার জন্য পুস্তক গ্রহণকালে সদস্যগণ পুস্তকের অবস্থা দেখিয়া লইবেন ; উহা ছিন্ন হইলে গ্রন্থাগারের কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন।

৫। (ক) পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিনামূল্যে দুইখানি কার্ড পাইবেন।

(খ) গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এই কার্ড না দিয়া কেহ পুস্তক বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবেন না।

(গ) কার্ড হারাইয়া ফেলিলে নূতন কার্ড পাইবার জন্য সদস্যগণকে কার্ড-প্রতি দুই আনা করিয়া মূল্য দিতে হইবে।

৬। ছুটি ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থের আদানপ্রদান হইবে।

৭। পুস্তকের হিসাবনিকাশের জন্য ১৫ই চৈত্রের মধ্যে সদস্যগণকে সকল গ্রন্থ ফেরত দিতে হইবে। এই তারিখ হইতে পরবর্ত্তী ১লা বৈশাখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে যাইবে না।

৮। এক মাসের অধিক কাল কোন সদস্যের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে গ্রন্থাগারের সুবিধা দেওয়া হইবে না। তবে দীর্ঘকাল যে-সকল সদস্য ষাণ্মাসিক অথবা বাৎসরিক চাঁদা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-গঠনের নিয়মাবলী

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বলবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইতে পারিবে। এক জেলার মধ্যে একাধিক শাখা স্থাপিত হইবে না। যদি কোনও জেলাতে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী একাধিক সভা স্থাপনের আবশ্যক হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটিই সাহিত্য-পরিষদের শাখা বলিয়া গণ্য হইবে ও অন্যান্য সভাগুলি সেই শাখার শাখারূপে পরিগণিত হইবে। এই সমস্ত সভার মধ্যে কোন্‌টি পরিষদের শাখা হইবে, তাহা সেই সকল সভার কর্তৃপক্ষগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। যদি তাঁহারা তাহা স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে মূল-পরিষৎ স্থির করিয়া দিবেন।

২। স্থানের নামানুসারে ঐ শাখা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ……শাখা" এই নামে পরিচিত হইবে।

৩। শাখার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাংশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যাদির অনুকূল হইবে। রাজনীতি, সমাজসংস্কার বা ধর্ম্ম-সংস্কার বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন শাখা কোনওরূপে লিপ্ত হইবে না।

৪। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি সাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনার সহিত শাখা-পরিষৎসমূহ বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলিও অবলম্বন করিবেন,—

(ক) স্থানীয় প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার বিবরণ প্রকাশ।

(খ) স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবনচরিত, প্রতিকৃতি ও অন্যান্য স্মৃতিনিদর্শন সংগ্রহ।

(গ) গ্রাম্য সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, গীত, কবিতা ইত্যাদি।

(ঘ) স্থানীয় ভাষায় চলিত প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ এবং তৎসহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, গৃহসজ্জা, উদ্ভিদ্‌, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ।

(ঙ) সর্ব্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তিযোগে প্রাদেশিক রূপভেদ সঙ্কলন।

(চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ।

(ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতির ছায়াচিত্রাদি সহ বিবরণ-সংগ্রহ এবং দেবমূর্ত্তি, খোদিত লিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ।

(জ) স্থানীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ।

(ঝ) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও বিবিধ কলাবিদ্যার বিবরণ ও নিদর্শন সংগ্রহ।

(ঞ) স্থানীয় জীব ও উদ্ভিদাদির বিবরণ সংগ্রহ।

দ্রষ্টব্য—উপরোক্ত সংগৃহীত দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য শাখা-পরিষৎ চিত্রশালা স্থাপন করিতে পারিবেন। যদি চিত্রশালা স্থাপিত না হয়, তবে সংগৃহীত দ্রব্যাদি মূল-পরিষদের চিত্রশালাতে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৫। শাখার সমুদায় কার্য্য, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইবে।

৬। মূল-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য না হইলে কোনও ব্যক্তি শাখা-পরিষদের সম্পাদক হইতে পারিবেন না।

৭। শাখা-পরিষদের কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিয়োগ বিষয়ে মূল-পরিষদের নিয়ম যথাসম্ভব অনুসৃত হইবে।

৮। শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী মূল-পরিষদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ অনুমোদিত নিয়মাবলীতে যখন কোন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, তখন তাহা মূল-পরিষদের অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

৯। পরিষদের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল না হইলে অথবা বিশেষ কারণ না থাকিলে শাখার কার্য্যপ্রণালীর স্বাধীনতায় মূল-পরিষৎ কোন ব্যাঘাত দিবেন না।

১০। প্রত্যেক শাখা-পরিষৎ মূল-পরিষদের নিয়মাবলীর ৩১ ধারানুযায়ী মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এক জন প্রতিনিধি মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিবেন। এই প্রতিনিধি শাখা-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য হওয়া আবশ্যক।

১১। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ মধ্যে শাখা-পরিষদের সম্পাদক গত বৎসরের কৃত কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সদস্যগণের ও কর্ম্মচারিগণের নাম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ মূল-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২। মূল-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ও পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর দুই খণ্ড প্রত্যেক শাখা-সভা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং শাখা-সভার প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদিও মূল-পরিষৎকে এই নিয়মে দিতে হইবে।

১৩। মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে মূল ও শাখা-পরিষদের মধ্যে কোনও আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না।

১৪। মূল-পরিষদের সদস্যগণ মূল-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী যে নির্দ্দিষ্ট কম মূল্যে পাইয়া থাকেন, শাখা-পরিষদের সদস্যগণও সেই মূল্যের উপর টাকায় চারি আনা মাত্র অধিক মূল্য দিলে সেই সকল গ্রন্থ পাইবেন।

১৫। প্রতি বৎসরের আরম্ভে মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কোনও কার্য্যের ভার শাখা-পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার মূল-পরিষদের নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিবেন।

১৭। উক্ত পরিদর্শনের ফলে যদি দেখা যায় যে, কোন শাখা-সভা উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছেন না, তাহা হইলে মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সে শাখাকে শাখা-সভার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

১৮। কোন সভা এই সকল নিয়মে স্বীকৃত হইয়া মূল-পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার জন্য আবেদন করিলে মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে, সেই সভাকে প্রথমতঃ ৫ বৎসরের জন্য অস্থায়ী ভাবে শাখারূপে গণ্য করিবেন। তৎপরে এই ৫ বৎসরের কার্য্যকারিতা দেখিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে উহাকে শাখারূপে গণ্য করা যাইবে এবং যদি ঐ ৫ বৎসরে কার্য্যকারিতার অভাব দেখা যায়, তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি উহাকে শাখার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

১৯। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

৩১এ ভাদ্র ১৩৪৬ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের প্রচলিত নিয়মাবলীর নিম্নোক্তরূপ পরিবর্দ্ধন সংশোধন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে,—

১। **নূতন নিয়ম**—

১০ (খ) অধ্যাপক-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

১২ (খ) মৌলবী-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। **পরিবর্ত্তন**—

২০শ নিয়মের 'পাঁচ' স্থলে 'তিন' হইবে।

৩। **পরিবর্জ্জন**—

৪২ (ঙ) সংখ্যক নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

দ্রষ্টব্যঃ—ক্রোড়পত্রের ৯ পৃষ্ঠায় বিশেষজ্ঞগণের লোকরঞ্জক বক্তৃতার যে বিবরণ আছে, তাহার যথাস্থানে এই অংশটি যোগ করিতে হইবে ঃ—

১৫ ভাদ্র শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ বিজ্ঞানে কালের ধারণা শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

ক্রোড়পত্রের ২০ পৃষ্ঠার শেষে এই অংশটি বসিবে ঃ—

সমগ্র বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রাপ্য রয়্যালটি বাবদ এককালে ১৫০৲ লইয়া পরিষৎকে তাঁহার স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছেন (কা. নি. স. ২৭ শ্রাবণ ১৩৪৫)

পুথিশালার নিয়মাবলী

১। পরিষদের সদস্যগণ পরিষৎ-পুথিশালায় বসিয়া বেলা তিন ঘটিকা হইতে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পুথি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

২। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি পুথিশালায় বসিয়া পুথি ব্যবহার করিতে চাহেন, তবে তাহার জন্য তাঁহাকে পুথিশালাধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইবে।

৩। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষকে পরিষদের পুথি পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৪। পুথিশালাধ্যক্ষের অভিমত ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন ব্যতীত কোনও পুথি কাহাকেও পরিষদ্-মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৫। বাহিরে ব্যবহারের জন্য পুথি ধার দেওয়ার সময় প্রত্যেক স্থলে পুথিশালাধ্যক্ষের মতানুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তানুসারে জামিনের দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

৬। তিন মাসের অধিক কাল কেহ কোন পুথি বাহিরে রাখিতে পারিবেন না। তদূর্দ্ধকালের জন্য পুথি রাখিবার প্রয়োজন হইলে পুনরায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইতে হইবে।

৭। কোন গ্রন্থ সম্পাদনের বা পরিষদের কোন কাজের জন্য যদি সদস্য বা সদস্যেতর কোনও ব্যক্তির উপর পরিষৎ ভার দেন এবং উক্ত কার্য্যের জন্য কোনও পুথি পুথিশালা হইতে দিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি নিয়মে ও সর্ত্তে কত দিনের জন্য এবং কোন্ কোন্ পুথি তাঁহাকে দেওয়া হইবে, পুথিশালাধ্যক্ষের পরামর্শানুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। [কা. নি. স. ২২ আশ্বিন ১৩৪৬]

ছুটির তালিকা

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং নিম্নোক্ত পর্ব্বদিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পরিষদ্-কার্য্যালয় খোলা থাকে।

বাঙ্গালা নববর্ষ	... ১ দিন	সরস্বতীপূজা	... ২ দিন
সম্রাটের জন্মদিন	... ১ "	দোলযাত্রা	... ১ "
প্রতিষ্ঠা-উৎসব ও তাহার পরদিন	২ "	শিবরাত্রি	... ১ "
মহালয়া	... ১ "	চৈত্র-সংক্রান্তি	... ১ "
দুর্গাপূজা	... ১৭ "	মহরম	... ১ "
শ্যামাপূজা	... ২ "	গুড্ ফ্রাইডে	... ১ "
বড়দিন	... ১ "		৩২

উক্ত ছুটির দিন ব্যতীত প্রয়োজন হইলে কোন কর্ম্মচারীকে বৎসরের মধ্যে ১৫ পনর দিন পর্য্যন্ত সম্পাদক ছুটি দিতে পারিবেন। তাহার অধিক দিন ছুটির আবশ্যক হইলে সম্পাদক তৎসম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ লইবেন। [কা. নি. স. ৫ মাঘ, ১৩৪৪]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্
মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ
রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, এম-এ
শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, সি-আই-ই
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ

সম্পাদক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীসজনীকান্ত দাস
কোষাধ্যক্ষ— শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস
পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়. এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল্, ২। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এচডি ৩। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীঅমল হোম, ৫। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৮। শ্রীমাখনলাল সেন, ৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১০। রেভারেণ্ড শ্রী এ দোঁতেন, এস-জে, ১১। শ্রীঅনাথগোপাল. সেন, এম-এ, ১২। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ ১৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই, ১৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৯। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু, সরস্বতী, এম-এ, বি-এল ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য ও নাম

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি-সাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য।

সভার নাম—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।**

উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়

২। এই সভার উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নিম্নলিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায়-সমূহ অবলম্বিত হইবে ; যথা,—

(ক) বাঙ্গালা-ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ।

(ঙ) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার।

৩। পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তার জন্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই চারিটি শাখা-সমিতি গঠিত হইবে।

নির্ব্বাচন-প্রণালী—প্রত্যেক শাখায় ২০ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বৎসরের প্রথম অধিবেশনে ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। প্রত্যেক শাখার ১০ জন সভ্য আবশ্যকমত আরও ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্যের পদ শূন্য হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং শাখা-সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্যের পদ শূন্য হইলে শাখা-সমিতি নূতন নির্ব্বাচন দ্বারা পূরণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখার সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হইবে।

যোগ্যতা—পরিষদের কোন সদস্য যে বিষয়ে গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন বা যে বিষয়ের অধ্যাপনা করেন, তিনি সেই বিষয়ের শাখার সভ্যপদের যোগ্য হইবেন। পরিষদের সদস্য ভিন্ন কেহ এই সকল শাখার সভ্য হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক শাখায় এক জন সভাপতি ও একজন আহ্বানকারী থাকিবেন। শাখার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত সভ্যের সম্মতি প্রয়োজন এবং কোন সভ্য উপর্য্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে তাঁহার নাম বাদ যাইতে পারিবে।

কার্য্য—নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে অর্থাৎ—

(১) মাসিক অধিবেশনের পঠনীয় প্রবন্ধ নির্ব্বাচন,

(২) পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন,

(৩) প্রকাশের উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচন,

(৪) তত্তৎ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন,

(৫) গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট অর্থের ব্যয়ের ব্যবস্থা করন,

(৬) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি-সাধন-কল্পে উপায় ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ।

উক্ত শাখা-সমূহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিংবা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আহ্বানমতে স্ব স্ব মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গোচর করিবেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে ঐ মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

কার্য্য-প্রণালী—প্রত্যেক শাখা স্বীয় কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে সমিতি গঠন, তাহার কার্য্যসাধনের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্য অবৈতনিক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক শাখা স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী গঠন করিতে পারিবেন।

অধিবেশন—প্রত্যেক শাখার মাসিক একটি সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ অধিবেশনে বিশেষজ্ঞেরা মিলিত হইয়া স্ব স্ব শাখার উপযোগী বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদানুরোধে চারি বিভাগের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। পরিষদের সভাপতি কোন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইলে তিনিই নেতৃত্ব করিবেন।

সভার মুখপত্র

৪। সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। কোন প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের বা আলোচনার পরিচয় না থাকিলে, সে প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না।

(ক) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন ইহাতে কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির আলোচনা হইবে না।

ভাষা

৫। পরিষদের পঠিতব্য প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় লিখিত হইবে না। সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পরিষদের কোন অধিবেশনে অন্য ভাষাতে কোনরূপ আলোচনা হইতে পারিবে না।

পরিষদের গঠন

৬। নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্য লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইবে। যথা,—

১। বিশিষ্ট-সদস্য

২। আজীবন-সদস্য

৩। অধ্যাপক-সদস্য

৪। মৌলবী-সদস্য

৫। সাধারণ-সদস্য

৬। সহায়ক-সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য

৭। দেশ-বিদেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—অন্যূন পাঁচ জন সদস্য পত্রদ্বারা ঐরূপ কোন একজনের নাম বিশিষ্ট-সদস্যরূপে প্রস্তাব করিয়া সম্পাদককে জানাইলে, সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ লইয়া প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম পরিষদের সকল সদস্যের নিকট নির্ব্বাচনার্থ পাঠাইয়া দিবেন এবং মতামত পাঠাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের সমস্ত সদস্যের অন্যূন এক-চতুর্থাংশের মতামত না আসিলে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকিবে। নতুবা যতগুলি মতামত পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে যদি অন্যূন ত্রি-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি বিশিষ্ট-সদস্যরূপে গৃহীত হইবেন এবং সম্পাদক তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

(খ) বার্ষিক অধিবেশন ভিন্ন অন্য সময়ে কোন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন না।

(গ) বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব ১লা ফাল্গুনের পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) এক পত্রে একাধিক ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হইতে পারিবে না।

৮। বিশিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক হইবে না।

আজীবন-সদস্য

৯। আজীবন-সদস্যের দেয় চাঁদা ২৫০৲ আড়াই শত টাকা এবং ইহা নগদ এককালীন বা এক বৎসরের মধ্যে দেয়। এই টাকা দাতার নির্দ্দেশমত পরিষদের কোন তহবিলে অথবা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে স্থায়ী তহবিলে বা অন্য কোন তহবিলে যাইবে।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কাহারও নিকট ঐরূপ দান গ্রহণ করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে সম্পাদক পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে সেই দান ঘোষণা করিয়া, দাতাকে আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

অধ্যাপক-সদস্য

১০। চতুষ্পাঠীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোন অধ্যাপকের নাম সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি অধ্যাপক-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১১। অধ্যাপক-সদস্যের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না।

মৌলবী-সদস্য

১২। বঙ্গভাষায় অনুরাগী, মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১৩। মৌলবী-সদস্যের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না।

সাধারণ-সদস্য

১৪। বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—কোনও মাসিক বা বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে-কেহ উপস্থিত থাকিলে সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সভা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি উপস্থিত করিলে, সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া, অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। এই নির্ব্বাচন ব্যালট্ দ্বারা সাধিত হইবে।

দ্রষ্টব্য—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে বাস করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা অথবা মাসিক ॥০ আট আনা চাঁদা দিতে হইবে। সকল সাধারণ-সদস্যেরই চাঁদা অগ্রিম দেয়।

(ক) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বর্ত্তমান ১ম শ্রেণীর সদস্যগণ এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর জেলার যে সকল ব্যক্তি উক্ত শাখার ১ম শ্রেণীর সদস্য হইবেন, তাঁহারা মূল-পরিষদে প্রবেশিকা ॥০ আনা ও বার্ষিক ৩৲ চাঁদা দিলে, মূল-পরিষদের সাধারণ-সদস্যের সমস্ত অধিকার পাইবেন।

১৬। নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রেরণের পর দুই মাসমধ্যে নির্ব্বাচিত সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং তৎসহিত অন্যূন এক মাসের চাঁদা দিতে হইবে। উহা প্রাপ্তির পর তিনি সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(ক) যে সদস্য অন্যূন ছয় মাস কাল সদস্যশ্রেণীভুক্ত না আছেন এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল চাঁদা না দিয়াছেন, তিনি কোন নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

১৭। কোন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ পরিত্যাগের পর যদি পুনরায় সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রবেশিকা দিতে হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বের চাঁদা বাকী

থাকিলে, তাহা সমস্ত শোধ করিয়া দিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থলবিশেষে বাকী চাঁদা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন।

সহায়ক-সদস্য

১৮। যাঁহারা এই পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্য করিয়া, এই পরিষদের উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী—সম্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে ঐরূপ ব্যক্তির নাম সহায়ক-সদস্যরূপে বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন এবং তাহা যথারীতি সমর্থিত এবং অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি সহায়ক সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১৯। সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না।

২০। সহায়ক-সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তৎপরে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

২১। যে সকল সহায়ক-সদস্যের ৫ বৎসর পূর্ণ হইবে, প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক তাঁহাদিগের নামের তালিকা উপস্থিত করিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিবেন। যাঁহাদের প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত ও সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে, তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইবেন।

সদস্যগণের অধিকার

২২। সাধারণ-সদস্য ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সদস্য মাসিক চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন না।

২৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সকল সদস্যই বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

২৪। নূতন সদস্যগণ স্ব স্ব সদস্যপদ গ্রহণের পর হইতে পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত সংখ্যা পাইবেন এবং সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের পত্রিকা অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

২৫। পরিষৎ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত মূল্যে পাইবেন।

২৬। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিষদের অবস্থা, বিধিব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও অন্যান্য খাতাপত্র দেখিবার অধিকার সকল সদস্যেরই থাকিবে।

২৭। যিনি অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদস্যশ্রেণীভুক্ত আছেন এবং অন্ততঃ বৈশাখ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এগার মাসের চাঁদা দিয়াছেন, কেবল তিনিই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে অথবা কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত হইতে পারিবেন।

(ক) ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্যের চাঁদা ছয় মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নিয়োগ সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন না।

(খ) ১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদক ১০ই চৈত্র মধ্যে এবং নির্ব্বাচনপত্র প্রেরণের পূর্ব্বে নির্ব্বাচনকারীর (ভোটারের) তালিকা প্রস্তুত করিয়া

বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্য্যন্ত নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া রাখিবেন। যে-কোন সদস্য এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন। ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ঐ তালিকায় কোন ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং তাহা সম্পাদকের গোচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎপরে ঐ তালিকা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্ততঃ ৫ জন সভ্যের বিবেচনায় যদি কোন সদস্যকে অবৈধ আচরণের জন্য সদস্যশ্রেণী হইতে অপসৃত করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন এবং উপস্থিত সভ্যের ⅔ অংশ ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, তবে তাঁহার নাম কারণ-সহিত সমুদয় সদস্যশ্রেণীর নিকট পাঠাইবেন। প্রাপ্ত ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব সমর্থন করিলে, উক্ত নাম অপসৃত করা যাইবে।

বান্ধব

২৯। যাঁহারা পরিষদের উপকারার্থ এককালে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা বা তত্তুল্য কোন দান করিবেন, তাঁহারা এই পরিষদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন ও তাঁহারা সদস্যগণের যাবতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(ক) কাহারও নিকট হইতে ঐরূপ কোন দান এককালে প্রাপ্ত হইলে, সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে দাতার নাম পরিষদের অব্যবহিত পরের মাসিক অধিবেশনে ঘোষণা করিয়া দাতাকে বান্ধবশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্ব্বে যে সমস্ত উপকারী ব্যক্তির নিকট এইরূপ দান এককালে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারাও পরিষদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

৩০। পরিষদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি থাকিবে।

৩১। কতিপয় কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কতিপয় নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া এই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে এই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গঠন হইবে।

৩২। পরিষদের বিভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ১৯ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ সদস্যগণমধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। ইঁহারা সকলেই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যথা,—

সভাপতি	১ জন
সহকারী সভাপতি	৮ জন
সম্পাদক	১ জন
সহকারী সম্পাদক	৪ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
গ্রন্থাধ্যক্ষ	১ জন
চিত্রশালাধ্যক্ষ	১ জন
পুথিশালাধ্যক্ষ	১ জন
পত্রিকাধ্যক্ষ	১ জন
	১৯ জন

৩৬। কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্ব্বাচন-প্রণালী—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রতি বৎসর আগামী বৎসরের জন্য ১৯ জন কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম ফাল্গুন মাসের মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং যথারীতি সমর্থনের এবং উপস্থিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদনের পর তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ক) যদি কোন সদস্য কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে কোন নাম প্রস্তাবের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার নাম এবং যে পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তাহা পত্রদ্বারা ১লা ফাল্গুনের পূর্ব্বে সম্পাদককে জানাইবেন এবং তৎসঙ্গে সেই পদের প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাবিত নাম গ্রহণে অসমর্থ হইলে, প্রস্তাবককে সেই সংবাদ দেওয়া হইবে। তথাপি যদি তিনি বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে পত্রদ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন। সম্পাদক বার্ষিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপনপত্রে তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের এবং তৎসঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নাম উল্লেখ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, অন্য নামের প্রস্তাবকর্ত্তা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত কোন সদস্য কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে, ব্যালট্ দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে।

(খ) ভোটারের তালিকাভুক্ত উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে সেই দিনকার সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত এক একখানি ব্যালট্‌পত্র দেওয়া হইবে এবং তিনি তাহা পূরণ করিয়া স্বহস্তে সভাপতির সম্মুখস্থ কোন একটি ব্যালট্-বাক্সে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সদস্য ভোটারশ্রেণীভুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে সভাপতি তাহার মীমাংসা করিবেন এবং সে মীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) অতঃপর ভোট গণনার জন্য সভাপতি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি বা তাঁহারা ভোট গণনা করিয়া গণনা-ফল সভাপতির গোচর করিবেন। ভোট গণনাস্থলে পদপ্রার্থী স্বয়ং অথবা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোচর করিবেন। ঐ আপত্তি সম্বন্ধে সভাপতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) এইরূপে প্রত্যেকের নির্ব্বাচনকালে ব্যালট্ দ্বারা যতগুলি মত পাওয়া যাইবে, তাহার অর্দ্ধাধিক মত যিনি পাইবেন, তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন এবং কাহারও পক্ষে অর্দ্ধাধিক মত না পাওয়া পর্য্যন্ত যিনি ব্যালটে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক মত পাইয়াছেন, তাঁহার নাম বর্জ্জন করিয়া পুনরায় ব্যালট্ লওয়া হইবে।

(ঙ) বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন সদস্য তাহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না।

৩৪। এই নিয়মাবলী প্রণয়নের পর কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে কোন ব্যক্তি উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৩৫। বৎসরের মধ্যে কোন কারণে কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার পদে নূতন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া, পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ভিন্ন যদি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিয়া, উপর্য্যুপরি চারি বারের অধিবেশনে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরিষদের শাখা-সমূহের প্রতিনিধি-সদস্যের প্রতি এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

৩৬। পরিষদের ২৬ জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির 'সভ্য'-রূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে ২০ জন সমুদয় সদস্যের মতানুসারে নির্ব্বাচিত হইবেন এবং অপর ৬ জন পরিষৎ-শাখা-সমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ শাখাসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ক) পূর্ব্বোক্ত ২০ জন সদস্যের নির্ব্বাচন নিম্নোক্ত প্রণালীতে হইবে,—ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে সম্মত আছেন কি না। যাঁহারা ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, সম্পাদক ২৭ সংখ্যক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং চৈত্রের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে প্রতি সদস্যের নিকট টিকিটবিহীন "নির্ব্বাচন-পত্র" মুদ্রিত খাম সমেত উক্ত তালিকা এই প্রার্থনা সহ প্রেরণ করিবেন যে, প্রত্যেক সদস্য ঐ তালিকার মধ্যে অনধিক ২০ জনের নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে নিজ নামের আদ্য অক্ষর স্বাক্ষর করিয়া, সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিবেন। সদস্যগণের নিকট নির্ব্বাচন-পত্র পাঠাইবার সময় ডাকঘর হইতে উক্ত নির্ব্বাচন-পত্র পাঠাইয়া সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং লওয়া হইবে। চৈত্র মাসের প্রথম মাসিক অধিবেশনে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থী নহেন, এরূপ চারি জন সদস্যকে ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন করা হইবে। পরে সম্পাদকের সম্মুখে ঐ ভোট-পরীক্ষকগণ ভোটের সমষ্টি গণনা করিয়া, ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে নাম সাজাইয়া, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোট-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি বাক্সে তালা বন্ধ ও শিল মোহর করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে সদস্যগণের সম্মুখে সম্পাদক ঐ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন। যদি একাধিক ব্যক্তি সমান ভোট পাইয়া সেই বিংশ স্থান গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে উপস্থিত সদস্যগণ সেই কয় ব্যক্তির মধ্যে পুনর্ব্বিবেচনা দ্বারা বিংশ স্থান পূরণ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) পরিষৎ-শাখাসমূহের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রণালী,—ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার সম্পাদককে এই অনুরোধ সহ সম্পাদক পত্র লিখিবেন, যেন ঐ শাখার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখের মধ্যে স্বকীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ একজন সদস্যের নাম পাঠাইয়া দেন। এইরূপে যতগুলি নাম পাওয়া যাইবে, সম্পাদক সেই সকল নামের তালিকা চৈত্রের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই তালিকাভুক্ত অনধিক ছয় জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন। শাখা-সম্পাদক উক্তরূপে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের নামের পার্শ্বে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষৎ-সম্পাদক ভোটের সংখ্যাক্রম অনুসারে ছয় জনের নাম বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা শাখাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপে মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। মূল-পরিষদের সদস্য না হইলে, কেহ পরিষৎ-শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। এই নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে উপযুক্তসংখ্যক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির (৬ জনের) বা তাহার কোন অংশের নাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। বর্ষ মধ্যে কোন কারণে শাখার কোন প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-পরিষৎসমূহের সদস্য-গণের মধ্য হইতে ঐ শূন্য পদে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

(গ) বৎসরের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্যের পদ শূন্য হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাসময়ে স্বয়ং তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত কলিকাতা করপোরেশনের দুই জন ওয়ার্ড কাউন্সিলার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিকার

৩৭। পরিষদের সমস্ত কার্য্যই সাধারণতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কর্ত্তৃত্বে ও নির্দ্দেশে নির্ব্বাহিত হইবে।

৩৮। পরিষদের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরিষদের যে সকল বিভিন্ন তহবিল থাকিবে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই সকল তহবিলের রক্ষা ও হিসাবাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে, বিভিন্ন তহবিলের নিমিত্ত বিভিন্ন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(খ) বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আয়-ব্যয়ের আনুমানিক তালিকা (বজেট) প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা অনুমোদনার্থ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন।

(গ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি উক্ত আনুমানিক আয়-ব্যয়-তালিকার (Budget) সংস্কার সাধন করিবেন এবং এই সংস্কার পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

(ঘ) উক্ত আনুমানিক হিসাবের তালিকার অতিরিক্ত কোন ব্যয় আবশ্যক হইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে তাহা সম্পাদিত হইবে।

(ঙ) আবশ্যক হইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কোন বিশেষ স্থলে কোন সদস্যের বাকী চাঁদা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৩৯। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের সমস্ত সম্পত্তি ও দলিলাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবেন।

৪০। কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কার্য্যপ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ অধিকার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

৪১। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(ক) পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক-মত উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মীমাংসাই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

৪২। নিম্নলিখিত ব্যাপারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিতমত অধিকার থাকিবে,—

(ক) যে-কেহ যে-কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোনও প্রস্তাব প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইয়া, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আগামী বা তৎপরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তাবকর্ত্তার গোচর করিবেন।

(খ) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আগামী বা তাহার পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

(গ) যে সকল সাধারণ-সদস্যের চাঁদা এক বৎসর বাকী পড়িবে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের পত্রিকা ও পুস্তকাদির প্রেরণ বন্ধ রাখিবেন।

(ঘ) যে সকল সদস্যের চাঁদা দুই বৎসরকাল বাকী পড়িবে, সম্পাদক তাঁহাদের তালিকা উপস্থিত করিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগকে সদস্যের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন ও ইহার পরে এক বৎসর মধ্যে শেষ তাগিদ পাইবার পর চাঁদা না

দিলে তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দিবেন এবং পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

(ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৪৩। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা-স্থাপনের অধিকার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির থাকিবে।

(ক) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পরিষৎ-শাখা-সংক্রান্ত আবশ্যকমত নিয়ম রচনা করিয়া, পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। অনুমোদিত নিয়মাবলী সমস্ত পরিষৎ-শাখায় প্রচার করিবেন।

(খ) কোন নূতন শাখা স্থাপিত হইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহা যথাসময়ে মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

৪৪। বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধনোদ্দেশে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থায়ী বা অস্থায়ী সমিতি স্থাপন, তাহার কার্য্যসম্পাদনের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(ক) এই সকল সমিতিতে আবশ্যকমত সদস্যেতর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪৫। প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল সমিতির সম্পাদকগণের নিকট এবং পরিষদের অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট তাঁহাদের আপন আপন অধিকার-সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণ গ্রহণ করিবেন এবং আবশ্যকমত সারাংশ পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন। পরিষৎ-শাখাগুলির বার্ষিক কার্য্যবিবরণও এইরূপে আনাইয়া, উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণভুক্ত করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন

৪৬। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে, কিংবা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির চারি জন সভ্য হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা প্রার্থনা করিলে, এই সমিতির অধিবেশন হইবে।

৪৭। আলোচ্য বিষয়াদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্ততঃ চারি দিন পূর্ব্বে সভাধিবেশনের সময় বিজ্ঞাপন করিয়া, সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(ক) বিশেষ প্রয়োজনে চারি দিন অপেক্ষা অল্প সময় পূর্ব্বেও বিজ্ঞাপন দিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে। অত্যাবশ্যক স্থলে এবং অধিবেশন আহ্বানের সময় না থাকিলে বা বিশেষ কার্য্য দ্রুত সম্পাদন করিতে হইলে, অধিবেশন আহ্বানের পরিবর্ত্তে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নিকট পত্রদ্বারা কার্য্য বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক সম্পাদক তৎসম্বন্ধে লিখিত মতামত সংগ্রহ করিয়া, অধি-কাংশের মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে মফস্বলবাসী সভ্যগণকে আহ্বান বা তাঁহাদের মত গ্রহণ আবশ্যক হইবে না, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে উক্ত কার্য্য অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

৪৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে অন্যূন ৭ জন সভ্য উপস্থিত হইলে, উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(ক) যদি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কোন অধিবেশনে ৭ জন অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সভ্য উপস্থিত হন, তবে সে দিন সভার কার্য্য স্থগিত থাকিবে এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে যদি কোন নূতন আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত না হয়, তবে অন্যূন ৫ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য হইতে পারিবে। পুনরধিবেশনের সময়াদি বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

৪৯। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিত হইবে এবং সেই কার্য্যবিবরণ তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

(ক) কোন কারণে কোন দিন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন স্থগিত হইলে সম্পাদক তাহার কারণ কার্য্যবিবরণ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং তাহা পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন।

৫০। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হইবে না।

৫১। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের বা বিশেষ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, পাঠার্থ প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনাদির বিষয় ও অন্যান্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৫২। পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য চারিটি শাখা-সমিতি থাকিবে।

(১) ছাপাখানা-সমিতি। (২) পুস্তকালয়-সমিতি।
(৩) চিত্রশালা-সমিতি। (৪) আয়-ব্যয়-সমিতি।

ইহাদের সভ্য-সংখ্যার অর্দ্ধেক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি হইতে ও অপর অর্দ্ধেক সাধারণ সদস্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমতে এই সকল শাখা-সমিতি কার্য্য করিবেন।

পরিষদের অধিবেশন

৫৩। সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে (কলিকাতা, হালসীবাগান, আপার সার্কুলার রোড, ২৪৩।১ সংখ্যক ভবনে) প্রতি বাঙ্গালা মাসের শেষ রবিবারে অথবা প্রয়োজন হইলে, অন্যত্র বা অন্য বারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হইবে।

(ক) কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে বিশেষ দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে।

(খ) কোনও বিশেষ প্রয়োজনে অন্যূন ৩৫ জন সদস্য হেতু-নির্দ্দেশপূর্ব্বক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করাইবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দুই মাস মধ্যে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

৫৪। সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি, সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে কেহ অধিবেশনে উপস্থিত না থাকিলে, উপস্থিত সদস্যগণ উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগদ্বারা সেই দিনকার কার্য্য পরিচালন করিবেন।

৫৫। সমস্ত অধিবেশনের বিজ্ঞাপন-পত্রে অধিবেশনের সকল প্রকার আলোচ্য বিষয় ও কার্য্য-তালিকা মুদ্রিত হইবে এবং সাত দিন পূর্ব্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল, গৃহনির্ম্মাণ তহবিল, বিশিষ্ট ধনভাণ্ডার, দেনা-পাওনার তালিকা ও আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৬। অন্যূন ১৫ জন সদস্য উপস্থিত হইলে, পরিষদের সাধারণ মাসিক অধিবেশন বা কোন বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য চলিতে পারিবে। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে বা অন্য কোন কারণে অধিবেশনের কার্য্য বন্ধ হইলে, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে।

৫৭। মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং সম্পাদক তাহা পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিবেন।

৫৮। এই সকল অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার সহিত অথবা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে এবং ইহা প্রত্যেক সদস্য বিনামূল্যে পাইবেন।

৫৯। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময় কোন সদস্য সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার, প্রস্তাবক প্রস্তাবের সময় একবার ও অপরাপর সদস্যের সমালোচনার পরে উত্তরস্বরূপ আর একবারমাত্র স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। সভাপতির বিশেষ অনুমতি পাইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

সভাপতি

৬০। কোন অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী অথবা কোন নিয়মের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সভাস্থলে কোন বিষয়ের মীমাংসায় সভাপতির মত অথবা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। কোনও বিষয়ের মত গ্রহণকালে, দুই পক্ষের মতামতের সংখ্যা সমান হইলে, সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার অধিকার থাকিবে।

৬২। কোনও বিশেষ কার্য্য দ্রুত সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং কোন মাসিক সভার আলোচ্য বিষয় তালিকাভুক্ত করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আহ্বানের সময় না থাকিলে, সভাপতি তাহা কোনও মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্থ অনুমতি দিতে পারিবেন।

সহকারী সভাপতি

৬৩। আট জন সহকারী সভাপতির মধ্যে অন্যূন চারি জন মফস্বলের অধিবাসী হইবেন।

দ্রষ্টব্য—এই নিয়মান্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন-সদস্য, অধ্যাপক-সদস্য, মৌলবী-সদস্য ও বিশিষ্ট-সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে বাস করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৬৪। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন ও তাঁহার যাবতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

সম্পাদক

৬৫। পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইবে।

৬৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পরিষদের সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও সঙ্কল্প প্রভৃতি সমাধান করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে।

৬৭। অধিবেশনের বিবরণাদি, আয়-ব্যয়ের বিবরণাদি ও আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে।

৬৮। সম্পাদক পরিষদের যাবতীয় অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

৬৯। সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারের জন্য প্রেরিত পত্রাদি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন।

৭০। সম্পাদক প্রতি মাসে আয়-ব্যয়-বিবরণ প্রস্তুত করাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থাপিত করিবেন।

৭১। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত ব্যয় ব্যতীত কোনও নূতন কার্য্যের জন্য কিছু ব্যয় করিতে হইলে, সম্পাদক তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইয়া করিবেন।

(ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

৭২। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত কার্য্যাদি ব্যতীত যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কোনও বিশেষ কার্য্য সম্পাদককে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই করিতে হয়, তবে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে কারণ প্রদর্শন করিয়া, উক্ত কার্য্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন।

৭৩। সম্পাদক ৪২ (ঘ) নিয়মানুসারে তালিকা প্রস্তুত করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গোচর করিবেন।

৭৪। বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে, পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব, শাখা-সভা ও অন্যান্য সমিতির প্রদত্ত কার্য্যবিবরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়-সংবলিত পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত করিয়া সম্পাদক প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত কার্য্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন এবং বার্ষিক অধিবেশনে তাহা অনুমোদিত হইলে উহা প্রকাশ করিবেন।

৭৫। সম্পাদক প্রয়োজনমত সহকারী সম্পাদকগণকে নিজ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

সহকারী সম্পাদক

৭৬। সম্পাদকের নির্দ্দেশমত সহকারী সম্পাদকগণ নিরূপিত কার্য্য পরিচালন করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ

৭৭। পরিষদের সাধারণ-তহবিল কোষাধ্যক্ষের নিকট থাকিবে।

৭৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে কোষাধ্যক্ষ সম্পাদকের সহিত সাধারণ তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিবেন।

৭৯। সাধারণ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য তহবিলের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তদনুসারে তাহাদের কার্য্য চলিবে।

গ্রন্থাধ্যক্ষ

৮০। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ও সম্পাদকের নির্দ্দেশানুযায়ী গ্রন্থাধ্যক্ষ গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ

৮১। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দ্দেশানুসারে চিত্রশালাধ্যক্ষ চিত্রশালার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ

৮২। পুথিশালাধ্যক্ষ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাচীন পুথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, তালিকা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ

৮৩। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিয়মানুসারে পত্রিকাধ্যক্ষ পত্রিকা-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

৮৪। পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে সদস্য-গণের মধ্য হইতে দুই জন আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮৫। বৎসরান্তে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ সম্পাদক প্রস্তুত করিয়া দিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশাদি মিলাইয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ সে হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

৮৬। পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিলে, সেই হিসাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে।

৮৭। সাধারণ-তহবিল ব্যতীত পরিষদের অন্যান্য তহবিলের আয়-ব্যয়-পরীক্ষার ভারও ইঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৮৮। হিসাব পরীক্ষায় কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ বা নিয়মভঙ্গের পরিচয় পাইলে, ইঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে লিখিয়া জানাইবেন।

৮৯। আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ আবশ্যকমত মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

স্থায়ী তহবিল

৯০। স্থায়ী তহবিল হইতে ১৫০০৲ এক হাজার পাঁচ শত টাকা ধার লইতে পারা যাইবে। এবং তজ্জন্য শতকরা বার্ষিক ২॥০ সুদ দিতে হইবে। এই ধার কখন একুনে ১৫০০৲ টাকার বেশী হইবে না। এই ধার লইতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপস্থিত সভ্যের ত্রি-চতুর্থাংশের সম্মতি লইতে হইবে এবং তাহা পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

পরিষৎ-শাখা

৯১। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য-সম্পাদন জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'পরিষৎ-শাখা' প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

৯২। যে স্থানে পরিষৎ-শাখা স্থাপিত হইবে, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" এই নামের পর সেই স্থানের অর্থাৎ সেই নগরের বা প্রদেশের নামের সহিত শাখা শব্দযোগে পরিষৎ-শাখাগুলির নামকরণ হইবে। (দৃষ্টান্ত—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা।)

৯৩। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত এবং পরিষদের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে শাখাসমূহ পরিচালিত হইবে।

৯৪। মূল-পরিষদের সদস্য ব্যতীত অপর ব্যক্তি কোন পরিষৎ-শাখার সম্পাদক হইতে পারিবেন না।

৯৫। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষ কোন নিয়ম ব্যতীত কোনও পরিষৎ-শাখার সহিত মূল-পরিষদের কোনরূপ অর্থ-সম্বন্ধ থাকিবে না।

ছাত্র-সভা

৯৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসাধনের জন্য সাহিত্য-পরিষদের অধীনে একটী ছাত্র-সভা গঠিত হইতে পারিবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন এবং তাঁহারা ছাত্র-সভ্য নামে অভিহিত হইবেন।

৯৭। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এই সভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করিবেন।

৯৮। ছাত্রসভ্যগণের কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্দ্দেশের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত হইবে।

বিশেষ বিধি

৯৯। পরিষদের বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে মীমাংসিত কোন নিয়ম ছয় মাস মধ্যে আলোচিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না এবং তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না।

১০০। কোন নূতন নিয়ম প্রণয়ন অথবা কোন পুরাতন নিয়মের সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহা বিচারপূর্ব্বক পরিষদের মাসিক বা বিশেষ অধিবেশনে মীমাংসার্থ উপস্থিত করিবেন।

১০১। আবশ্যক হইলে, পরিষদের অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত এই নিয়মাবলীর অন্তর্গত কোন নিয়মের সংস্কার বা কোন নূতন নিয়মের সংযোজন হইতে পারিবে। আবশ্যক হইলে, তৎপূর্ব্বে পত্রদ্বারা সমুদয় সদস্যের মত গ্রহণ করা হইবে।

১০২। পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল নির্দ্দিষ্ট ও প্রচলিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন নূতন কার্য্য করিতে হইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে বিশেষ বা মাসিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে।